শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৬৫ ॥

অনুভাষ্য

বৈষ্ণব—শুদ্ধভক্ত মহাজন বা বিদ্বদনুভবী ; বৈষ্ণব-শাস্ত্র—শ্রুতি বা শব্দ-প্রমাণ ; উভয়ের অনুসরণই শ্রৌতপন্থায় অবস্থান। চরম-কল্যাণার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। (ভাঃ ১১।১৯।১৭)—"শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্। প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্ বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে।।"*

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণদেশতীর্থ-ভ্রমণং নাম নবম-পরিচ্ছেদঃ।

ইতি অনুভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু দক্ষিণ-যাত্রা করিলে সার্ব্বভৌমের সহিত রাজা প্রতাপরুদ্রের অনেক কথোপকথন হয়। রাজা মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, সার্ব্বভৌম কহিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার সহিত কোনপ্রকারে সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন। মহাপ্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাশীমিশ্রের গৃহে বাস করিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীমহাপ্রভুর নিকট ক্ষেত্রবাসি-বৈষ্ণবদিগের পরিচয় করাইয়া দিলেন। রামানন্দের পিতা ভবানন্দরায় মহাপ্রভুর নিকট বাণীনাথ পট্টনায়ককে রাখিলেন। মহাপ্রভু কালাকৃষ্ণদাসের ভট্টথারি-সংযোগ-দোষ ব্যক্ত করিয়া তাহাকে বিদায় দিবার প্রস্তাব করিলে, নিত্যানন্দপ্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ যুক্তি করিয়া, তাহার দ্বারা শ্রীনবদ্বীপে এবং গৌড়দেশে সর্ব্বত্র প্রভুর প্রত্যাগমন-সংবাদ পাঠাইলেন। নবদ্বীপাদি-স্থানে সংবাদ গেলে ভক্তবৃন্দ প্রভুর দর্শনে আসিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পরমানন্দপুরী নদীয়া-নগরে আসিয়া প্রভুর নীলাচলে পৌঁছান-সংবাদ-শ্রবণে দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছিলেন। নবদ্বীপবাসী পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য বারাণসীতে 'চৈতন্যানন্দ' গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করত 'স্বরূপ'-নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণে উপস্থিত হইলেন। শ্রীঈশ্বর-পুরীর দেহান্তে তদীয় দাস 'গোবিন্দ' তদাজ্ঞায় মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছিলেন। কেশব-ভারতীর সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ-ভারতী—প্রভুর মান্য ; তিনি উপস্থিত হইলে প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার চর্ম্মাম্বর ছাড়াইলেন। প্রভুর প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করায় মহাপ্রভু সে-কথাকে 'অতিস্তুতি' বলিয়া অনাদর করিলেন। (ইতোমধ্যে একদিন) কাশীশ্বর গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পরিচ্ছেদে, সমুদ্রে নদ-নদী-মিলনের ন্যায় মহাপ্রভুর সহিত বহুদেশস্থিত ভক্তগণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তজীবনধন গৌরের প্রণাম ঃ—

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ-কালে রাজা প্রতাপরুদ্র ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সংলাপ ঃ—

পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইল সার্ব্বভৌমে ॥ ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি স্বীয় দর্শনামৃত-বর্ষণদ্বারা বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিদ্বারা ম্লানভূত ভক্ত-শস্যগণকে জীবিত করিয়াছিলেন, সেই গৌররূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

১। যঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ) স্বস্য (নিজশ্রীমূর্ত্তেঃ) দর্শনামৃতৈঃ (নিজদর্শনান্যেব অমৃতানি পীযূষাণি তৈঃ) বিচ্ছেদাবগ্রহ-ম্লানভক্তশস্যানি (বিচ্ছেদঃ অনুপস্থিতিজন্য-বিরহঃ এব অবগ্রহঃ

* *শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান—এই প্রমাণ চতুষ্টয়দ্বারা স্বর্গাদি-ভোগরূপ বিকল্পসকলের সার্ব্বকালিক অবস্থানের অভাব অর্থাৎ নশ্বরতা দৃষ্ট হওয়ায় জীব তাহা হইতে বিরক্ত হইয়া থাকেন।*

রাজার প্রভুর পরিচয়-জিজ্ঞাসা ও তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষা ঃ—

বসিতে আসন দিল করি' নমস্কারে ।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তবে পুছিল তাঁহারে ॥ ৪ ॥
"শুনিলাঙ তোমার ঘরে এক মহাশয় ।
গৌড় হইতে আইলা, তেঁহো—মহা-কৃপাময় ॥ ৫ ॥
তোমারে বহু কৃপা কৈলা, কহে সর্ব্বজন ।
কৃপা করি' করাহ মোরে তাঁহার দর্শন ॥" ৬ ॥

ভট্টের প্রভুর আচরণ-বর্ণন ঃ—

ভট্ট কহে,—"যে শুনিলা সব সত্য হয় ।
তাঁর দর্শন তোমার ঘটন না হয় ॥ ৭ ॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহেন নির্জ্জনে ।
স্বপ্নেহ না করেন তেঁহো রাজদরশনে ॥ ৮ ॥
তথাপি প্রকারে তোমা করাইতাম দরশন ।
সম্প্রতি করিলা তেঁহো দক্ষিণ গমন ॥" ৯ ॥

রাজকর্ত্তৃক প্রভুর পুরুষোত্তম-পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজা কহে,—"জগন্নাথ ছাড়ি' কেনে গেলা ।"
ভট্ট কহে,—"মহান্তের এই এক লীলা ॥ ১০ ॥

ভট্টাচার্য্যের সদুত্তর ঃ—

তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থভ্রমণ ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন ॥ ১১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১।১৩।১০)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো ।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ১২ ॥

দীনতারণই মহান্তের স্বভাব, তদুপরি তিনি স্বেচ্ছাময় পরমেশ্বর ঃ—

বৈষ্ণবের হয় এই এক স্বভাব নিশ্চল ।
তেঁহো জীব নহেন, হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥" ১৩ ॥

ভট্টাচার্য্যকে রাজার অনুযোগ ঃ—

রাজা কহে,—"তাঁরে তুমি যাইতে কেনে দিলে ?
পায় পড়ি' যত্ন করি' কেনে না রাখিলে ??" ১৪ ॥

রাজাকে বৈধভক্তের ন্যায় ভট্টের উত্তর প্রদান ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"তেঁহো স্বয়ং ঈশ্বর স্বতন্ত্র ।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তেঁহো নহে পরতন্ত্র ॥ ১৫ ॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে মহাযত্ন কৈলুঁ ।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ভাব, রাখিতে নারিলুঁ ॥" ১৬ ॥

মহাপণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের বাক্যে রাজার বিশ্বাস ঃ—

রাজা কহে,—"ভট্ট, তুমি বিজ্ঞশিরোমণি ।
তুমি তাঁরে 'কৃষ্ণ' কহ, তাতে সত্য মানি ॥ ১৭ ॥

রাজার একবার প্রভুদর্শনাকাঙ্ক্ষা ঃ—

পুনরপি ইঁহা তাঁর হৈলে আগমন ।
একবার দেখি' করি সফল নয়ন ॥" ১৮ ॥

প্রভুর শীঘ্র আগমন-বার্ত্তা-জ্ঞাপন ও রাজাকে প্রভুর যোগ্য-বাসস্থান-নির্দ্দেশে অনুরোধ ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"তেঁহো আসিবে অল্পকালে ।
রহিতে তাঁর এক স্থান চাহিয়ে বিরলে ॥ ১৯ ॥
ঠাকুরের নিকট, আর হইবে নির্জ্জনে ।
এমত নির্ণয় করি' দেহ' এক স্থানে ॥" ২০ ॥

রাজার কাশীমিশ্রের ভবন-নির্দ্দেশ ঃ—

রাজা কহে,—"ঐছে কাশীমিশ্রের ভবন ।
ঠাকুরের নিকট, হয় পরম নির্জ্জন ॥" ২১ ॥

প্রভু-দর্শনে রাজার উৎকণ্ঠা ঃ—

এত কহি' রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হঞা ।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল আসিয়া ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩। তীর্থ পবিত্র করিবার জন্য তীর্থভ্রমণ এবং সেই ছলে সাংসারিক-জনকে নিস্তার করা,—বৈষ্ণবের এই একটী নিশ্চল স্বভাব ; বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—'জীব' নহেন, তিনি—স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তথাপি প্রচ্ছন্নরূপে ভক্তাবতার হইয়া বৈষ্ণবদিগের স্বভাব গ্রহণ করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

বর্ষণাভাবঃ তেন ম্লানানি ভক্তরূপ-শস্যানি) অজীবয়ৎ (প্রাণদানেন রক্ষয়ামাস) তং গৌরজলদং (শ্রীচৈতন্যমেঘম্) অহং বন্দে।

১০-১১। মধ্য, ৮ম পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য এবং (ভাঃ ৪।৩০।৩৭)—"তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া। ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ।।"*

১২। আদি, ১ম পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩। শ্রীভাগবতগণ গমন করিয়া তীর্থকে পবিত্র করেন এবং তীর্থবাসী সাংসারিকজনগণকে সেই তীর্থ-গমনছলে উদ্ধার করেন,—ইহাই পরদুঃখদুঃখী শুদ্ধভক্তের নিত্যস্বভাব, কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু পরতন্ত্র ভক্তমূর্ত্তিতে লীলা করিলেও স্বয়ং স্বতন্ত্র পরমেশ্বর। নিশ্চল—অচল, সনাতন, নিত্য।

১৭। মহাজন-বাক্যে বিশ্বাসেই রাজার মঙ্গল ও ভক্ত্যুদয়।

২১। কাশীমিশ্রের ভবন—শ্রীপুরুষোত্তমে মন্দিরের কিছু

** প্রচেতাগণ শ্রীজনার্দ্দনকে বলিলেন,—হে ভগবন্, আপনার ভক্তগণ তীর্থসকলকে পবিত্র করিবার জন্য পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। অতএব সংসার-ভীত কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদের সমাগমে অভিরুচি প্রকাশ না করেন?*

কাশীমিশ্রকে রাজাদেশ-জ্ঞাপন ও মিশ্রের আনন্দ ঃ—

কাশীমিশ্র কহে,—"আমি বড় ভাগ্যবান্ ।
মোর গৃহে 'প্রভুপাদের' হবে অবস্থান ॥" ২৩ ॥

পুরীবাসীর প্রভুদর্শনোৎকণ্ঠা ঃ—

এইমত পুরুষোত্তমবাসী সর্ব্বজন ।
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন ॥ ২৪ ॥

সেবোৎকণ্ঠাই ভক্ত-ভগবানের মিলনসূত্র ; প্রভুর দক্ষিণ হইতে আগমন ঃ—

সর্ব্বলোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাড়িল ।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে ত্বরায় আইল ॥ ২৫ ॥

প্রভুদর্শনজন্য সকলের ভট্টাচার্য্য-সমীপে প্রার্থনা ঃ—

শুনি' আনন্দিত হৈল সবাকার মন ।
সবে আসি' সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন ॥ ২৬ ॥
"প্রভুর সহিত আমা-সবার করাহ দরশন ।
তোমার প্রসাদে পাই প্রভুর চরণ ॥" ২৭ ॥

কাশীমিশ্র-গৃহে প্রভু-সহ মিলন হইবে বলিয়া আশ্বাস ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"কালি কাশীমিশ্রের ঘরে ।
প্রভু যাইবেন তাঁহা, মিলা'ব সবারে ॥" ২৮ ॥

পরদিন প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ও পাণ্ডাগণ-সহ মিলন ঃ—

আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে ।
জগন্নাথ-দরশন কৈল মহারঙ্গে ॥ ২৯ ॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিলা সেবকগণ ।
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৩০ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রভুকে কাশীমিশ্র-গৃহে আনয়ন ঃ—

দরশন করি' প্রভু চলিলা বাহিরে ।
ভট্টাচার্য্য আনিল তাঁরে কাশীমিশ্র-ঘরে ॥ ৩১ ॥

প্রভুপদে কাশীমিশ্রের আত্মসমর্পণ ঃ—

কাশীমিশ্র আসি' পড়িল প্রভুর চরণে ।
গৃহ-সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে ॥ ৩২ ॥

কাশীমিশ্রের চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি-দর্শন ঃ—

প্রভু চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল ।
আত্মসাৎ করি' তারে আলিঙ্গন কৈল ॥ ৩৩ ॥

সকলের আসন-পরিগ্রহ ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁহা বসিলা আসনে ।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে ॥ ৩৪ ॥

যোগ্যবাসস্থান-নির্ব্বাচন-দর্শনে প্রভুর আনন্দ ঃ—

সুখী হৈলা দেখি' প্রভু বাসার সংস্থান ।
যেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব্ব-সমাধান ॥ ৩৫ ॥

প্রভুকে গৃহ অঙ্গীকারজন্য প্রার্থনা ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"প্রভু, যোগ্য তোমার বাসা ।
তুমি অঙ্গীকার কর,—কাশীমিশ্রের আশা ॥" ৩৬ ॥

প্রভুর নিজভক্ত-বশ্যতা-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"এই দেহ তোমা-সবাকার ।
যেই তুমি কহ, সেই কর্ত্তব্য আমার ॥" ৩৭ ॥

অনুভাষ্য

দক্ষিণে বালিসাহির অন্তর্গত বর্ত্তমান শ্রীরাধাকান্ত মঠ ; শ্রীমন্ মহাপ্রভু তথায় বাস করিতেন। শ্রীবক্রেশ্বরের শিষ্য শ্রীগোপাল-গুরু ও তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী তথায় শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। সেই স্থানটী শ্রীজগন্নাথদেব-মন্দিরের নিকটবর্ত্তী ও তৎকালে নির্জ্জন ছিল।

২৩। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তদ্দাসাভিমানি-জীব-মাত্রেই 'প্রভুপাদ' বলিয়া অভিহিত করেন। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুদ্বয়ও তদ্রূপ 'প্রভুপাদ' নামে কথিত ; কেননা, সকলেই বিষয়-বিগ্রহ বিষ্ণুতত্ত্ব এবং বিষ্ণুই জীবের নিত্যপ্রভু। আবার কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও লঘু-শিষ্যের নিকট সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণচৈতন্য' বা 'হরি' স্বরূপ বলিয়া 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' এবং তদ্ব্যতীত অপর শুদ্ধভক্ত বা শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্রই সমগ্র শিষ্যস্থানীয় জীবের নিকট 'শ্রীপাদ'-নামে অভিহিত। কিন্তু গুরুদেব ও বৈষ্ণব এবং তাঁহাদের অঙ্গীকৃত শিষ্য, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট পূজ্য-দ্যোতক 'প্রভু'-শব্দবাচ্য,—এই সৎ-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। কাশীমিশ্র স্বীয়গৃহ ও স্বীয় সেবাযোগ্য শরীর প্রভুকে নিবেদন করিয়া দিলেন।

৩৬। কাশীমিশ্রের আশা এই যে, আপনি তাঁহার গৃহে বাসা করেন,—ইহা আপনি কৃপা করিয়া অঙ্গীকার করুন।

অনুভাষ্য

সিদ্ধান্তের প্রচুর ব্যবহার ভাগবত, চরিতামৃত, চৈতন্যভাগবতাদি প্রামাণিক গ্রন্থে ও শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত-সহজিয়া অবৈষ্ণব কোন কোন বঞ্চক গোস্বামিব্রুব ও তাঁহাদের মূর্খ বঞ্চিত শিষ্যগণের মধ্যে মুখে 'বৈষ্ণব-দাসানুদাস' 'বৈষ্ণব-দাসাভাস' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারদ্বারা দৈন্যের ছলনা বা কপটতা দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের অন্তরে বিষ্ণুবিরোধমূলে 'প্রভুপাদ' শব্দটীকে শৌক্রসম্বন্ধী ও আপনাদিগেরই একায়ত্ত বলিয়া ধারণা। সুতরাং যথার্থ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরু বা বৈষ্ণবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি-বশতঃ জাতিবুদ্ধির প্রাবল্য দৃষ্ট হয়,—উহা তাঁহাদের দুর্দ্দৈবের পরিচায়ক ও নিরয়-যাত্রার সহায়ক মাত্র।

ভট্টাচার্য্যের প্রভুকে পুরীবাসি-ভক্তগণের পরিচয়-দান ঃ—

তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ-পার্শ্বে বসি' ।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী ॥ ৩৮ ॥

পুরীবাসীর প্রভুদর্শনোৎকণ্ঠা-জ্ঞাপন ও প্রভুর কৃপার জন্য প্রার্থনা ঃ—

"এই সব লোক, প্রভু, বৈসে নীলাচলে ।
উৎকণ্ঠিত হঞাছে সবে তোমা মিলিবারে ॥ ৩৯ ॥

প্রভুদর্শন-তৃষ্ণার্ত্ত পুরীবাসী ভক্তগণ ঃ—

তৃষিত চাতক যৈছে করে হাহাকার ।
তৈছে এই সব,—সবে কর অঙ্গীকার ॥ ৪০ ॥

(১) জনার্দ্দন ঃ—

জগন্নাথ-সেবক এই, নাম—জনার্দ্দন ।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন ॥ ৪১ ॥

(২) কৃষ্ণদাস, (৩) শিখি মাহাতি ঃ—

কৃষ্ণদাস-নাম এই সুবর্ণ-বেত্রধারী ।
শিখি মাহাতি-নাম এই লিখনাধিকারী ॥ ৪২ ॥

(৪) প্রদ্যুম্ন মিশ্র ঃ—

প্রদ্যুম্নমিশ্র ইঁহ বৈষ্ণব-প্রধান ।
জগন্নাথের মহা-সোয়ার ইঁহ 'দাস' নাম ॥ ৪৩ ॥

(৫) মুরারি মাহাতি ঃ—

মুরারি মাহাতি ইঁহ—শিখি মাহাতির ভাই ।
তোমার চরণ বিনা আর গতি নাই ॥ ৪৪ ॥

(৬) চন্দনেশ্বর, (৭) সিংহেশ্বর, (৮) মুরারি, (৯) বিষ্ণুদাস ঃ—

চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ ।
বিষ্ণুদাস,—ইঁহ ধ্যায়ে তোমার চরণ ॥ ৪৫ ॥

(১০) পরমানন্দ ঃ—

'প্রহররাজ' 'মহাপাত্র' ইঁহ মহামতি ।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি ॥ ৪৬ ॥

শুদ্ধবৈষ্ণবই তীর্থালঙ্কার ঃ—

এ-সব বৈষ্ণব—এই ক্ষেত্রের ভূষণ ।
একান্তভাবে চিন্তে সবে তোমার চরণ ॥" ৪৭ ॥

সকলের প্রভুকে প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

তবে সবে ভূমে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ।
সবা আলিঙ্গিলা প্রভু প্রসাদ করিয়া ॥ ৪৮ ॥

(১১) পুত্রচতুষ্টয়সহ ভবানন্দ রায়ের পরিচয়দান ঃ—

হেনকালে আইলা তথা ভবানন্দ রায় ।
চারিপুত্র-সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায় ॥ ৪৯ ॥
সার্ব্বভৌম কহে,—"এই রায় ভবানন্দ ।
ইঁহার প্রথম পুত্র—রায় রামানন্দ ॥" ৫০ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন ও রামানন্দ-মহিমা কীর্ত্তন ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
স্তুতি করি' কহে রামানন্দ-বিবরণ ॥ ৫১ ॥
"রামানন্দ-হেন রত্ন যাঁহার তনয় ।
তাঁহার মহিমা লোকে কহন না যায় ॥ ৫২ ॥

ভবানন্দই পাণ্ডু, তৎপঞ্চপুত্রই পঞ্চপাণ্ডব ঃ—

সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী ।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি ॥" ৫৩ ॥

ভবানন্দের দৈন্য ; ঈশ্বরকৃপা—জাতিকুল-নিরপেক্ষ ঃ—

রায় কহে,—"আমি শূদ্র, বিষয়ী, অধম ।
তবু তুমি স্পর্শ,—এই ঈশ্বর-লক্ষণ ॥ ৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪০। পাঠান্তরে—'তৈছে এই সব, সবা কর অঙ্গীকার' অর্থাৎ যেমন তৃষিত চাতক জলের জন্য হাহাকার করে, তদ্রূপ এই সকল উৎকলবাসী তোমার দর্শনের জন্য তৃষিত ; প্রভো, তুমি সবে অর্থাৎ সকলকেই অঙ্গীকার কর।

৪১। অনবসরে—স্নানযাত্রার পর 'নবযৌবন'-দর্শন পর্য্যন্ত অনবসর-সময়।

৪২। লিখন অধিকারী—দেউলকরণ-পদপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী,—যিনি মাত্‌লা-পাঁজি লিখিয়া থাকেন।

৪৩। মহাসোয়ার—মহাসূপকার, প্রধান পাককর্ত্তা, মহানসাধিকারী।

অনুভাষ্য

৪২। শিখি মাহাতি—অন্ত্য, ২য় পঃ ১০৫-১০৬ সংখ্যা এবং আদি, ১০ম পঃ ১৩৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। প্রহররাজ—পহরাজ।

অনুভাষ্য

৪৩। প্রদ্যুম্নমিশ্র—অন্ত্য, ৫ম পঃ ; ব্রাহ্মণের বিষ্ণুদাস্যসূচক নামের পশ্চাতে 'দাস'-শব্দটীর ব্যবহার চুল্লিভট্ট সম্মত।

৪৬। প্রহররাজ—উৎকলে রাজগণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, মৃত-রাজার মৃত্যু বা অন্ত্যেষ্টিকাল হইতে পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীর সিংহাসনারোহণ বা অভিষেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক প্রহরকাল ব্যাপিয়া রাজকুলপুরোহিতবংশের কোন ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজদণ্ড ধারণ করিবেন, যাহাতে রাজসিংহাসন শূন্যাবস্থায় পতিত না থাকে। ঐ পুরোহিতগণই বংশানুক্রমে 'প্রহররাজ'-নামে প্রসিদ্ধ।

৪৯। চারিপুত্র—রামানন্দ রায় ব্যতীত বাণীনাথ ও গোপীনাথ, (কলানিধি ও সুধানিধি)-নামক ভ্রাতৃচতুষ্টয়।

ভবানন্দের প্রভুপদে সর্ব্বস্বার্পণ ঃ—

নিজ-গৃহ-বিত্ত-ভৃত্য-পঞ্চপুত্র-সনে ।
আত্ম সমর্পিলুঁ আমি তোমার চরণে ॥ ৫৫ ॥

প্রভুপদে বাণীনাথকে অর্পণ ঃ—

এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে ।
যবে যেই আজ্ঞা, তাহা করিবে সেবনে ॥ ৫৬ ॥

নিজদাস-জ্ঞানে অঙ্গীকারজন্য ভবানন্দের প্রার্থনা ঃ—

আত্মীয়-জ্ঞানে মোরে সঙ্কোচ না করিবে ।
যেই যবে ইচ্ছা, তবে সেই আজ্ঞা দিবে ॥" ৫৭ ॥

প্রভুর কৃপা-বাণী ও অঙ্গীকার ঃ—

প্রভু কহে,—"কি সঙ্কোচ, তুমি নহ পর ।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর ॥ ৫৮ ॥
দিন-পাঁচ ভিতরে আসিবে রামানন্দ ।
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ ॥" ৫৯ ॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
তাঁর পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ ॥ ৬০ ॥

বাণীনাথকে অঙ্গীকার ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে পাঠাইল ।
বাণীনাথ-পট্টনায়কে নিকটে রাখিল ॥ ৬১ ॥
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করাইল ।
তবে প্রভু কালা-কৃষ্ণদাসে বোলাইল ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণদাসের পূর্ব্ব-আচরণ-কথন ঃ—

প্রভু কহে,—"ভট্টাচার্য্য, শুনহ ইঁহার চরিত ।
দক্ষিণ গিয়াছিল ইঁহ আমার সহিত ॥ ৬৩ ॥
ভট্টথারি-কাছে গেলা আমারে ছাড়িয়া ।
ভট্টথারি হৈতে ইঁহারে আনিলুঁ উদ্ধারিয়া ॥ ৬৪ ॥

কৃষ্ণদাসকে প্রভুর পরিত্যাগ ঃ—

এবে আমি ইঁহা আনি' করিলাঙ বিদায় ।
যাঁহা ইচ্ছা, যাহ, আমা-সনে নাহি আর দায় ॥" ৬৫ ॥

কৃষ্ণদাসের ক্রন্দন ঃ—

এত শুনি' কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিল ।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু চলি' গেল ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণদাসকে নিত্যানন্দাদির নবদ্বীপে প্রেরণের পরামর্শ ঃ—

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর ।
চারিজনে যুক্তি তবে করিলা অন্তর ॥ ৬৭ ॥

"গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন ।
'আই'কে কহিবে যাই, প্রভুর আগমন ॥ ৬৮ ॥
অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ।
সবেই আসিবে শুনি' প্রভুর আগমন ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণদাসকে সান্ত্বনা ঃ—

এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাঞা ।"
এত কহি' তারে রাখিলেন আশ্বাসিয়া ॥ ৭০ ॥

প্রভুস্থানে অনুমতি-গ্রহণ ঃ—

আর দিনে প্রভুস্থানে কৈল নিবেদন ।
"আজ্ঞা দেহ' গৌড়-দেশে পাঠাই একজন ॥ ৭১ ॥
তোমার দক্ষিণ-গমন শুনি' শচী 'আই' ।
অদ্বৈতাদি ভক্ত সব আছে দুঃখ পাই' ॥ ৭২ ॥
একজন যাই' কহুক্ শুভ সমাচার ।"
প্রভু কহে,—"সেই কর, যে ইচ্ছা তোমার ॥" ৭৩ ॥

মহাপ্রসাদ-সহ কৃষ্ণদাসকে গৌড়ে প্রেরণ ঃ—

তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল ।
বৈষ্ণব-সবাকে দিতে মহাপ্রসাদ দিল ॥ ৭৪ ॥

কৃষ্ণদাসের গৌড়যাত্রা ও নবদ্বীপে শচী-সহ সাক্ষাৎকার ঃ—

তবে গৌড়দেশে আইলা কালা-কৃষ্ণদাস ।
নবদ্বীপে গেল তেঁহ শচী-আই-পাশ ॥ ৭৫ ॥

প্রণামান্তে সকলের নিকট প্রভুর সংবাদ-বর্ণন ঃ—

মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার ।
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু,—কহে সমাচার ॥ ৭৬ ॥

প্রভু-সংবাদ-শ্রবণে সকলেরই আনন্দ ঃ—

শুনিয়া আনন্দিত হৈল শচীমাতার মন ।
শ্রীবাসাদি আর যত যত ভক্তগণ ॥ ৭৭ ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস ।
অদ্বৈত-আচার্য্য-গৃহে গেলা কৃষ্ণদাস ॥ ৭৮ ॥

অদ্বৈত-গৃহে গমন ও প্রভুসংবাদ বর্ণন ঃ—

আচার্য্যেরে প্রসাদ দিয়া করি' নমস্কার ।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার ॥ ৭৯ ॥

অদ্বৈতের আনন্দ ও অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তের
সহর্ষে অদ্বৈত-সমীপে গমন ঃ—

শুনি' আচার্য্য-গোসাঞির আনন্দ হইল ।
প্রেমাবেশে বহু নৃত্য-গীত-হুঙ্কার কৈল ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৭। অর্থাৎ, আমাকে 'আত্মীয়' বলিয়া জানিবেন,—'আত্মীয়' বলিয়া কৃপা করিবেন ; কোনও বিষয়ে সঙ্কোচ করিবার আবশ্যকতা নাই।

অনুভাষ্য

৬০। শিরে—নিজ নিজ মস্তকে।

৬২। কালা-কৃষ্ণদাস,—আদি, ১০ম পঃ ১৪৫ সংখ্যা ও মধ্য, ৭ম পঃ ৩৯ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ ।
বাসুদেব দত্ত, গুপ্ত মুরারি, সেন শিবানন্দ ॥ ৮১ ॥
আচার্য্যরত্ন, আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর ।
আচার্য্যনিধি, আর পণ্ডিত গদাধর ॥ ৮২ ॥
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর ।
শ্রীমান্ পণ্ডিত, আর বিজয়, শ্রীধর ॥ ৮৩ ॥
রাঘবপণ্ডিত, আর আচার্য্য নন্দন ।
কতেক কহিব আর যত ভক্তগণ ॥ ৮৪ ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস ।
সবে মেলি' গেলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ ॥ ৮৫ ॥
আচার্য্যের সবে কৈল চরণ বন্দন ।
আচার্য্য-গোঁসাই সবারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৮৬ ॥

আনন্দসূচক মহোৎসবানুষ্ঠান ঃ—

দিন দুই-তিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল ।
নীলাচল যাইতে আচার্য্য যুক্তি দৃঢ় কৈল ॥ ৮৭ ॥

শচীর আজ্ঞা লইয়া সকলের পুরী-যাত্রা ঃ—

সবে মেলি' নবদ্বীপে একত্র হঞা ।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লঞা ॥ ৮৮ ॥

কুলীন-গ্রামবাসীর আগমন ও মিলন ঃ—

প্রভুর সমাচার শুনি' কুলীনগ্রামবাসী ।
সত্যরাজ-রামানন্দ মিলিলা সবে আসি' ॥ ৮৯ ॥

খণ্ডবাসীর আগমন ও মিলন ঃ—

মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে ।
আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে ॥ ৯০ ॥

পরমানন্দ-পুরীর নবদ্বীপে আগমন ঃ—

সেকালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী ।
গঙ্গাতীরে-তীরে আইলা নদীয়া-নগরী ॥ ৯১ ॥

শচীগৃহে পুরীর ভিক্ষা ও অবস্থান ঃ—

আইর মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম ।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান ॥ ৯২ ॥

পুরীর পুরী যাইতে ইচ্ছা ঃ—

প্রভুর আগমন তেঁহ তাঁহাঞি শুনিল ।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল ॥ ৯৩ ॥

দ্বিজ কমলাকান্ত-সহ পুরীর পুরীগমন ঃ—

প্রভুর এক ভক্ত—'দ্বিজ কমলাকান্ত' নাম ।
তাঁরে লঞা নীলাচলে করিলা প্রয়াণ ॥ ৯৪ ॥

প্রভুসহ পুরীর মিলন ঃ—

সত্বরে আসিয়া তেঁহ মিলিলা প্রভুরে ।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাঞা তাঁহারে ॥ ৯৫ ॥

প্রভুর প্রণাম, পুরীর আলিঙ্গন ঃ—

প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ বন্দন ।
তেঁহ প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন ॥ ৯৬ ॥

প্রভু ও পুরী, পরস্পরের প্রেমাকৃষ্ট হইয়া উভয়েরই পুরীতে অবস্থানেচ্ছা-প্রকাশ ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয় ।
মোরে কৃপা করি' কর নীলাদ্রি আশ্রয় ॥" ৯৭ ॥
পুরী কহে,—"তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি' ।
গৌড় হৈতে চলি' আইলাঙ নীলাচল-পুরী ॥ ৯৮ ॥

পুরীকর্ত্তৃক শচীর সংবাদ ও ভক্তগণের ভাবী আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন ঃ—

দক্ষিণ হৈতে শুনি' তোমার আগমন ।
শচী আনন্দিত, আর যত ভক্তগণ ॥ ৯৯ ॥
সবে আসিতেছেন তোমারে দেখিতে ।
তাঁ-সবার বিলম্ব দেখি' আইলাঙ ত্বরিতে ॥" ১০০ ॥

পুরীর কাশীমিশ্র-ভবনে স্থানপ্রাপ্তি ঃ—

কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর ।
প্রভু তাঁরে দিল, আর সেবার কিঙ্কর ॥ ১০১ ॥

শ্রীদামোদর-স্বরূপের আগমন ও বৈশিষ্ট্য ঃ—

আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর ।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মী, রসের সাগর ॥ ১০২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৭। অন্তর—গোপনে বা দূরে গিয়া।

অনুভাষ্য

৮২। আচার্য্যনিধি—আদি, ১০ম পঃ ১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯০। আদি, ১০ম পঃ ৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের বংশপ্রণালী মঞ্জুষা-সমাহৃতি ৫ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ইঁহারা অনেকে 'আনন্দ'-শব্দ-সংযুক্ত বিভিন্ন নামে অভিহিত। সাধারণতঃ 'আনন্দ'-শব্দযোগে তাঁহাদের নাম পাঠ্য।

৯২। আইর মন্দিরে—আর্য্যা শ্রীশচীমাতার গৃহে শ্রীমায়াপুরে।

৯৩। শ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণ-দেশে ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন,—এই সংবাদ তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত কালাকৃষ্ণদাসের নিকট হইতে শ্রীমায়াপুরেই শ্রীপরমানন্দপুরী জ্ঞাত হইলেন।

১০২। স্বরূপ-দামোদর—বৈদিক দশনামী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত এই বিধি দেখা যায় যে,—'তীর্থ'

তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম-পরিচয় ঃ—

'পুরুষোত্তম আচার্য্য' তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে ।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহ প্রভুর চরণে ॥ ১০৩ ॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি' উন্মত্ত হঞা ।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥ ১০৪ ॥

সন্ন্যাস-গুরুর আদেশ ঃ—

'চৈতন্যানন্দ' গুরু তাঁর আজ্ঞা দিলেন তাঁরে ।
"বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে ॥" ১০৫ ॥

শ্রীদামোদর-স্বরূপের চরিত্র ঃ—

পরম বিরক্ত তেঁহ পরম পণ্ডিত ।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত ॥ ১০৬ ॥

কৃষ্ণভজন-জন্যই তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ ঃ—

'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব' এই ত' কারণে ।
উন্মাদে করিল তেঁহ সন্ন্যাস গ্রহণে ॥ ১০৭ ॥

'স্বরূপ'-নামকরণ ঃ—

সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্রত্যাগ-রূপ ।
যোগপট্ট না নিল, নাম হৈল 'স্বরূপ' ॥ ১০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। পুরুষোত্তমাচার্য্য প্রভুর সন্ন্যাস দেখিয়া 'শিখাসূত্র-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস' গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস-নাম 'স্বরূপ-দামোদর' হইল। যোগপট্ট লইবার যে প্রকরণ, তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না ; কেননা, কোনপ্রকার আশ্রমাহঙ্কার বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহার সন্ন্যাস ছিল না ; কেবল 'নিশ্চিন্ত হইয়া কৃষ্ণভজন করিব' এই মানসেই স্বীকৃত হইল।

অনুভাষ্য

ও 'আশ্রম'াখ্য দণ্ডিদ্বয়ের নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণার্থী হইলে দণ্ডী গুরুমহাশয় শিষ্যকে নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারিগণের বিধানানুসারে 'ব্রহ্মচারী' সংজ্ঞা প্রদান করেন। নবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যই 'দামোদর-স্বরূপ' নামে 'ব্রহ্মচারী'-আখ্যা লাভ করেন। সন্ন্যাসের যোগপট্ট-প্রাপ্তি ঘটিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরই 'স্বরূপ'-উপাধির পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসোপাধি 'তীর্থ' হয়।

১০৫। চৈতন্যানন্দ—'চৈতন্যানন্দ ভারতী'—শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক-টিপ্পনী।

১০৬। শ্রীকবিকর্ণপূর চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিয়াছেন—"সমস্তহানায় তুরীয়মাশ্রমং জগ্রাহ বৈরাগ্যবশেন কেবলম্। শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জ-পরাগ-রাগতস্তুচ্ছীচকারৈণমহো বহন্নপি।।"*

পুরীতে আগমন ঃ—

গুরু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগি' আইলা নীলাচলে ।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দ-বিহ্বলে ॥ ১০৯ ॥

স্বরূপের আচরণ ; নির্জ্জনে অবস্থান ঃ—

পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কারো সনে ।
নির্জ্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে ॥ ১১০ ॥

প্রভুর দ্বিতীয় বিগ্রহ ঃ—

কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা, দেহ—প্রেমরূপ ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥ ১১১ ॥

দামোদর-স্বরূপই ভক্তিরস-সিদ্ধান্তের একমাত্র পরীক্ষক ঃ—

গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভু-পাশে আনে ।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে, প্রভু তাহা শুনে ॥ ১১২ ॥

প্রভুর অপ্রিয় বিষয় —

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস ।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ ১১৩ ॥

দামোদর-স্বরূপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিষয়েই প্রভুর প্রীতি ঃ—

অতএব স্বরূপ গোসাঞি করে পরীক্ষণ ।
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করা'ন শ্রবণ ॥ ১১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১১। কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা—তাঁহার দেহ সাক্ষাৎ প্রেমরূপ; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ উদিত হইয়াছেন।

১১৩। ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ—অচিন্ত্যভেদাভেদই ভক্তি-সিদ্ধান্ত, ইহার বিরুদ্ধ যাহা, তাহাই 'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ।' 'রসা-ভাস' অর্থাৎ রসের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, কিন্তু রস নয়। এই দুই প্রকার 'অভক্তি' হইতে বৈষ্ণবদিগের দূরে থাকা কর্ত্তব্য। কেননা, মায়াবাদাদি ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-বাক্য শুনিতে শুনিতে জীবের পতন হয়। রসাভাস আলোচনা করিতে করিতে 'প্রাকৃত-সহজিয়া', 'বাউল' ও জড়রসাসক্ত হইয়া পড়ে। এই দোষে যাঁহারা দূষিত, তাঁহাদের সঙ্গ করিতে নিষেধ করিবার জন্য শ্রীমহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসকে দূরে রাখিবার প্রথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

১০৮। অষ্টশ্রাদ্ধ, বিরজা-হোম, শিখা-মণ্ডন, সূত্রত্যাগ প্রভৃতি সন্ন্যাসকৃত্য সমাপন করিয়া গুর্ব্বাহ্বান, যোগপট্ট, সন্ন্যাস-নাম ও দণ্ডাদির গ্রহণ অপেক্ষা না করায় নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্য-সূচক 'দামোদর স্বরূপ' নাম রহিয়া গেল।

১১৪। যাহাতে কৃষ্ণভজনের ব্যাঘাত হয়, সেই সব সিদ্ধান্তই

** কেবল বৈরাগ্যবশতঃ সমস্ত ত্যাগের উদ্দেশ্যে তিনি চতুর্থ আশ্রম (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-পরাগে অনুরাগ-বশতঃ ঐ বেষ বহন করিলেও তাহা তুচ্ছ জ্ঞান করেন।*

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জয়দেবের পদ গান করিয়া প্রভুর প্রীত্যুৎপাদন ঃ—

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ ।
এই তিন গীতে করা'ন প্রভুর আনন্দ ॥ ১১৫ ॥

দামোদর-স্বরূপের গুণ ঃ—

সঙ্গীতে—গন্ধর্ব্ব-সম, শাস্ত্রে—বৃহস্পতি ।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি ॥ ১১৬ ॥

সকল ভক্তেরই প্রিয়পাত্র ঃ—

অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম ।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম ॥ ১১৭ ॥

মহাপ্রভুর দয়ার বৈশিষ্ট্য বর্ণনমুখে দামোদরের প্রণাম-শ্লোক ঃ—

সেই দামোদর আসি' দণ্ডবৎ হৈলা ।
চরণে ধরিয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৮ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৮।১৪)—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া ।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥ ১১৯ ॥

পরস্পর স্পর্শে প্রভু ও দামোদরস্বরূপ, উভয়ের প্রেম ঃ—

উঠাঞা মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন ।
দুইজনে প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ॥ ১২০ ॥

স্থির হইয়া গাঢ়প্রীতিভরে প্রভুর দামোদরস্বরূপকে অভিনন্দন ঃ—

কতক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা ।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥ ১২১ ॥
"তুমি যে আসিবে, আজি স্বপ্নেতে দেখিল ।
ভাল হৈল, অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল ॥" ১২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৫। বিদ্যাপতি—মিথিলা-দেশস্থ প্রাচীন বৈষ্ণব কবি। চণ্ডীদাস—(বীরভূম-জিলায় সাকুল্লিপুর-থানার অধীনে) নান্নুর-গ্রামস্থ প্রাচীন বঙ্গীয়-বৈষ্ণব-কবিবিশেষ। শ্রীগীতগোবিন্দ—শ্রীজয়দেব-প্রণীত কৃষ্ণরসাশ্রিত সংস্কৃত গীতসমূহে পূর্ণ সুপ্রসিদ্ধ কাব্য।

১১৬। স্বরূপ-গোস্বামী গীতশাস্ত্রে ও সাধারণশাস্ত্রে বিশেষ পটু ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে গানবিদ্যায় পটু দেখিয়া পূর্ব্বেই 'দামোদর'-নাম দিয়াছিলেন। 'দামোদর'-নামসহ সন্ন্যাস-গুরুর প্রদত্ত 'স্বরূপ'-নাম সংযুক্ত হইয়া তাঁহার নাম 'দামোদর-স্বরূপ' হইয়াছিল। 'সঙ্গীতদামোদর'-নামে সঙ্গীত-শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

ভক্তিবিরুদ্ধ সুতরাং অশুদ্ধ। শুদ্ধভক্তগণ তাদৃশ সিদ্ধান্তকে অনুমোদন অথবা রসাভাসপরায়ণ বিরুদ্ধসিদ্ধান্তবিশিষ্ট জীবকে 'শুদ্ধভক্ত' বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। অশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বা রসাভাস-পুষ্ট হইয়া যে-সকল কুমত জগতে চলিতেছে, লোকাপেক্ষাযুক্ত হইয়া সাধারণের নিকট আদর লাভ করিবার জন্য যাঁহারা ভক্তিবিরোধী অসৎসিদ্ধান্তকে আদর করেন, তাঁহারা 'গৌরগণ' বলিয়া অভিমান করিলেও শ্রীদামোদর-স্বরূপ গোস্বামী তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' বলিয়া স্বীকার করেন না এবং শ্রীমহাপ্রভুর নিকটে যাইতে দেন না।

১১৯। হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, হেলোদ্ধূলিতখেদয়া (হেলয়া অবহেলয়া উদ্ধূলিতো দূরীকৃতঃ খেদো মনস্তাপো যয়া তয়া) বিশদয়া (নির্ম্মলতয়া সর্ব্বপ্রকাশিকয়া) প্রোন্মীলদামোদয়া (প্রকৃষ্টেন উন্মীলন্ প্রকাশমানঃ আমোদঃ পরমানন্দো যস্যাং সা তয়া) শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া (শাম্যন্ শাস্ত্রাণাং বিবাদঃ বাদপ্রতিবাদো যস্যাং সা তয়া) রসদয়া (মধুরাদি-রসং দদাতীতি রসদা তয়া) চিত্তার্পিতোন্মাদয়া (চিত্তে অর্পিতঃ উন্মাদঃ দেহাদৌ অনভিনিবেশঃ, যদ্বা, প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ হৃদ্ভ্রমঃ, দিব্যোন্মাদঃ ইত্যর্থঃ, যয়া সা তয়া) শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া (শশ্বৎ নিরন্তরং ভক্তিং বিনোদয়তি স্বভাবেন প্রেরয়তি যা তয়া) সমদয়া (মদঃ অনঙ্গ-বিক্রিয়াভরজঃ বিবেকহরঃ উল্লাসঃ, তেন সহিতয়া, 'শমদয়া' ইতি পাঠে তু—কৃষ্ণেতর-তৃষ্ণয়া রহিতয়া) মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া (মাধুর্য্যাণাং মর্য্যাদা সীমা যস্যাং সা তয়া—বিশেষণে তৃতীয়া) তব অমন্দোদয়া (মন্দঃ কুণ্ঠঃ তদ্রহিতঃ অমন্দঃ নিঃশ্রেয়সং, তস্য উদয়ো যস্যাং সা) দয়া [ময়ি] ভূয়াৎ (ভবতু)।

ঔদার্য্যময় প্রেমবিগ্রহ ভগবান্ চৈতন্যচন্দ্র তিনপ্রকারে স্বীয় কারুণ্য সুকৃতিসম্পন্ন জীবকে বিতরণ করেন। জীব প্রাকৃত অভাবে বিমর্ষ হইয়া নানা উপায়দ্বারা ক্লেশ অপনোদন করিবার প্রয়াস করিয়া কৃতকার্য্য হয় না। ভগবানের দয়া জীবের আয়াসদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভগবৎকৃপায় জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধের বিকাশ হয়, তাহা হইলেই চিত্ত-খেদরূপ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৯। হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদনক্রিয়া সর্ব্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদাদ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক্।

স্বরূপের দৈন্যোক্তি ঃ—

স্বরূপ কহে,—"প্রভু, মোর ক্ষম' অপরাধ ।
তোমা ছাড়ি' অন্যত্র গেনু, করিনু প্রমাদ ॥ ১২৩ ॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম-লেশ ।
তোমা ছাড়ি' পাপী মুঞি গেনু অন্য-দেশ ॥ ১২৪ ॥
মুঞি তোমা ছাড়িল, তুমি মোরে না ছাড়িলা ।
কৃপা-পাশ গলায় বান্ধি' চরণে আনিলা ॥" ১২৫ ॥

নিতাইকে প্রণাম ও নিতাইর আলিঙ্গন ঃ

তবে স্বরূপ কৈল নিতাইর চরণ-বন্দন ।
নিত্যানন্দপ্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৬ ॥

অন্যান্য সকলভক্ত-সহ মিলন ঃ—

জগদানন্দ, মুকুন্দ, শঙ্কর, সার্ব্বভৌম ।
সবা-সঙ্গে যথাযোগ্য করিল মিলন ॥ ১২৭ ॥

পরমানন্দ-পুরীকে বন্দনা ঃ—

পরমানন্দ পুরীর কৈল চরণ বন্দন ।
পুরী-গোসাঞি তাঁরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৮ ॥

যোগ্য বাসস্থান ও জনৈক কিঙ্কর-প্রাপ্তি ঃ—

মহাপ্রভু দিল তাঁরে নিভৃতে বাসাঘর ।
জলাদি-পরিচর্য্যা লাগি' দিল এক কিঙ্কর ॥ ১২৯ ॥

ভক্তবেষ্টিত প্রভু ঃ—

আর দিন সার্ব্বভৌম-আদি ভক্ত-সঙ্গে ।
বসিয়া আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১৩০ ॥

গোবিন্দের আগমন ও নিজ-পরিচয়-প্রদান ঃ—

হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন ।
দণ্ডবৎ করি' কহে বিনয়-বচন ॥ ১৩১ ॥
"ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য,—'গোবিন্দ' মোর নাম ।
পুরী-গোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তোমার স্থান ॥ ১৩২ ॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে ।
কৃষ্ণচৈতন্য-নিকটে যাই' সেবিহ তাঁহারে ॥ ১৩৩ ॥

গুরুভ্রাতা কাশীশ্বরের পরে আগমন-সম্ভাবনা-জ্ঞাপন ঃ—

কাশীশ্বর আসিবেন সব তীর্থ দেখিয়া ।
প্রভু-আজ্ঞায় মুঞি আইনু তোমা-পদে ধাঞা ॥" ১৩৪ ॥

প্রভুর দৈন্য ঃ—

গোসাঞি কহিল,—"পুরীশ্বর বাৎসল্য করে মোরে ।
কৃপা করি' মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে ॥" ১৩৫ ॥

গোবিন্দ-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের প্রশ্ন ঃ—

এত শুনি' সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিল ।
"পুরী-গোসাঞি শূদ্র-সেবক কাঁহে ত' রাখিল ॥" ১৩৬ ॥

প্রভুর সদুত্তর-দান—ঈশ্বর বা শক্তিশালীর আচরণ ;
স্নেহ-কৃপা ও মর্য্যাদার বৈশিষ্ট্য ঃ—

প্রভু কহে,—"ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র ।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র ॥ ১৩৭ ॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুল নাহি মানে ।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে ॥ ১৩৮ ॥

অনুভাষ্য

ধূলি অনায়াসে উড়িয়া যায়, সুতরাং হৃদয় নির্ম্মল হয়। তখন হৃদয়ে কৃষ্ণসেবাজনিত পরমানন্দ প্রকাশ পায়। শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা-ভেদে বিবাদসমূহ চিত্তে উদিত হইয়া নানা বাদ-প্রতিবাদ করে। ভগবৎকৃপা লাভ করিলেই লব্ধকৃপ হৃদয়টী ভগবদ্রসে উন্মত্ত হয় ; আবার কৃষ্ণরসপ্রদা মত্ততাও ভগবৎকৃপাবলেই উদিত হয় ; সুতরাং শাস্ত্রবিবাদ শান্তিলাভ করে। মাধুর্য্যমর্য্যাদা জীবকে নিরন্তর কৃষ্ণচরণে অবস্থিতি করায় এবং সৌভাগ্যবান্ জীব তৎকালে কেবল প্রেমভক্তিতেই প্রীতি লাভ করেন। কৃষ্ণকৃপা—নির্ম্মলা, রসদা ও স-মদা।

কৃষ্ণকৃপা-ক্রমে হৃদয় নির্ম্মল হইলে অভাব-জনিত কোন খেদমল থাকে না। কৃষ্ণকৃপাবশতঃ রস লাভ করিলে শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত সুদৃঢ় হয়, সুতরাং চিত্ত কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত হয়। কৃষ্ণকৃপা-ক্রমে শমতা লাভ করিয়া মাধুর্য্য-গৌরবে নিরন্তর ভক্তিতে বিনোদলাভ ঘটে।

জীব—প্রথমতঃ, ঈশবিমুখ বিষয়-খিন্ন ; দ্বিতীয়তঃ, ঈশানুসন্ধান-পর ও অবশেষে ভগবৎসেবারত । ভগবানের দয়ায় প্রথমতঃ তাঁহার অনর্থ-নিবৃত্তি, তজ্জনিত হৃদয়ের নির্ম্মলতা এবং হৃদয়-নির্ম্মলতার পরিণামে কৃষ্ণামোদের বিকাশ। ভগবানের দয়ায় জীবের মধ্যমতঃ ভক্তিসিদ্ধান্তলাভ ও তজ্জনিত রসাপ্তিতে প্রেমোন্মত্ততা-প্রাপ্তি ঘটে। ভগবানের দয়ায় শেষতঃ ভক্তিতে আনুরক্তি ও তজ্জনিত সর্ব্বত্র ভগবল্লীলার স্ফূর্ত্তিলাভ এবং স্ফূর্ত্তি হইতে মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি। জীব কৃষ্ণকৃপায় নিবৃত্ততৃষ্ণ অর্থাৎ মুক্ত হইয়াও কৃষ্ণকীর্ত্তন-সেবাবশতঃ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র বিরাগ ও মুমুক্ষু হইলেও ভবরোগৌষধি লাভ করিলে মুমুক্ষা-ত্যাগ ও পরেশানুভূতি এবং বিষয়ী হইলেও কৃষ্ণকৃপাবলে শ্রবণ-মনোভিরাম হরিগুণানুবাদফলে বিষয়ভোগত্যাগন্তে শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হইতে পারেন। অতএব সকল সময়েই ভগবানের দয়াই আশ্রয়িতব্যা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৪। কাশীশ্বর ও গোবিন্দ,—দুইজনেই শ্রীঈশ্বরপুরীর সঙ্গে ছিলেন। কাশীশ্বর অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে পরে আসিবেন। গোবিন্দ শ্রীঈশ্বরপুরীর সিদ্ধি-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই প্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন।

স্নেহ-সেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার ।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার ॥ ১৩৯ ॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে ।
পরমানন্দ হয় যার নাম-শ্রবণে ॥" ১৪০ ॥

গোবিন্দকে আলিঙ্গন, গোবিন্দের সর্ব্বভক্ত-চরণ-বন্দন ঃ—

এত বলি' গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন ।
গোবিন্দ করিল সবার চরণ বন্দন ॥ ১৪১ ॥

ভট্টাচার্য্যকে প্রভুর গুরুভ্রাতার সেবা-গ্রহণের ঔচিত্যানৌচিত্য-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"ভট্টাচার্য্য, করহ বিচার ।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার ॥ ১৪২ ॥
তাঁহারে আপন-সেবা করাইতে না যুয়ায় ।
গুরু-আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায় ॥" ১৪৩ ॥

সার্ব্বভৌমের উত্তর,—গুরু-আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়া ঃ—

ভট্ট কহে,—"গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান্ ।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়ে, শাস্ত্র—প্রমাণ ॥ ১৪৪ ॥

গুরু-আজ্ঞাপালনের পৌরাণিক দৃষ্টান্ত ঃ—
রঘুবংশ (১৪।৪৬)—

স শুশ্রুবান্মাতরি ভার্গবেণ পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ ।
প্রত্যগৃহীদগ্রজশাসনং তদাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া ॥ ১৪৫ ॥

গুরুর আজ্ঞা-পালনেই জীবের নিঃশ্রেয়স-লাভ ঃ—
রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে (২৩।১০)—

নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়া কার্য্যা মহাত্মনঃ ।
শ্রেয়ো হ্যেবং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ ॥" ১৪৬ ॥

গোবিন্দকে সেবকরূপে প্রভুর অঙ্গীকার ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল অঙ্গীকার ।
আপন-শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার ॥ ১৪৭ ॥

সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রিয়পাত্র গোবিন্দ ঃ—

প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি' সবে করে মান ।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান ॥ ১৪৮ ॥

তৎসঙ্গে ছোট ও বড় হরিদাস এবং রামাই-নন্দাই ঃ—

ছোট-বড়-কীর্ত্তনীয়া—দুই হরিদাস ।
রামাই-নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ ॥ ১৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৯। শ্রীকৃষ্ণকৃপার আর কিছু অপেক্ষা নাই, কেবল স্নেহ-সেবাকেই অপেক্ষা করে। সেবা দুই প্রকার,—স্নেহ-সেবা ও মর্য্যাদা-সেবা। যেস্থলে স্নেহসেবা, সেইস্থলেই কেবল কৃষ্ণকৃপা হইয়া থাকে। যেখানে মর্য্যাদা-সেবা, সেখানে কৃষ্ণকৃপা সহজ নয় ; কৃপায় জাতিকুলের বিচার থাকে না।

১৪২-১৪৩। গুরুর কিঙ্কর—সহজেই মাননীয়, তাঁহাকে নিজের সেবা করিতে দেওয়া উচিত নয়।

১৪৫। পিতৃ-আজ্ঞায় পরশুরামকর্ত্তৃক তন্মাতা (রেণুকা) শত্রুর ন্যায় নিহত হইয়াছিলেন—ইহা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যেহেতু গুরুবর্গের আজ্ঞা—অবিচারণীয়া।

১৪৬। মহাত্মা গুরুদেবের আজ্ঞা আমার নির্ব্বিচারপূর্ব্বকই অনুষ্ঠেয় ; ইহাতে আপনার শ্রেয়ঃ আছে, বিশেষতঃ আমারও শ্রেয়ঃ আছে।

১৪৮। সমাধান—সেবাকার্য্য।

অনুভাষ্য

১৩৭। শ্রীঈশ্বরপুরী—শ্রীমাধ্ববৈষ্ণব-সন্ন্যাসী। তিনি শূদ্র-বংশ্য দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ গোবিন্দকে 'সেবক'রূপে কিরূপে স্বীয় শিষ্য করিয়াছিলেন?—ইহাই সার্ব্বভৌমের প্রশ্নের কারণ ছিল। স্মৃতি-মতে—ব্রাহ্মণ অপর-বর্ণকে শিষ্য বা সেবক-রূপে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ-গুরুর পাতিত্য হয়। ঈশ্বরপুরী সদাচারসম্পন্ন হইয়াও স্মৃতিবিহিত আদেশ কিরূপে লঙ্ঘন করিলেন? তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমার গুরুদেব—'ঈশ্বর' অর্থাৎ জগতের প্রভু, সুতরাং তিনি সাধারণ-জীবের নিয়ামক স্মৃতির অধীন নহেন। ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থবান্ গুরুদেবের কৃপা কখনই বৈদিক-শাসনাধীন নহে।"

১৩৮। পরমেশ্বর জগদ্গুরু কৃষ্ণ জাতিকুলের লৌকিক বিচারকে স্তব্ধ করাইয়া বিদুরের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন। আমার প্রভুও কৃপা করিয়া গোবিন্দের শৌক্র-জন্মাদির বিচার পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবকে দৈক্ষ-বিপ্রয়োগ্য জানিয়া দীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক 'সেবক' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৪২-১৪৩। গুরুর প্রত্যেক সেবকই অপরাপর প্রত্যেক শিষ্যেরই মাননীয়। তাঁহাকে নিজ-সেবায় নিযুক্ত করা অযুক্ত হইলেও গুর্ব্বাদেশ-পালনের জন্য তাহা স্বীকার কিরূপে করা যাইবে, তদ্বিষয়ে বিচার কর।

১৪৫। ভার্গবেণ (জামদগ্ন্যেন) পিতুর্নিয়োগাৎ (জামদগ্ন্যা-দেশেন) মাতরি (রেণুকায়াং) দ্বিষদ্বৎ (শত্রুবৎ) প্রহৃতং (নিহতম্) ইতি সঃ (লক্ষ্মণঃ) শুশ্রুবান্ (শ্রুতবান্) ; তৎ অগ্রজশাসনং (সীতা-বনবাসরূপং স্বীয়াগ্রজস্য শ্রীরামচন্দ্রস্য আদেশং) প্রত্য-গ্রহীৎ (প্রতিপালিতবান্) ; হি (যতঃ) গুরূণাং আজ্ঞা অবিচারণীয়া (উচিতানুচিতাদি-বিচারানর্হা)।

১৪৬। ময়া মহাত্মনঃ গুরোঃ (পিতুঃ দশরথস্য) আজ্ঞা

গোবিন্দের সেবা-সৌভাগ্য ঃ—

গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন ।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন ॥ ১৫০ ॥

ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর আগমন ঃ—

আর দিনে মুকুন্দদত্ত কহে প্রভুর স্থানে ।
"ব্রহ্মানন্দ-ভারতী আইলা তোমার দরশনে ॥ ১৫১ ॥

প্রভুর মর্য্যাদা-জ্ঞান ঃ—

আজ্ঞা দেহ' যদি তাঁরে আনিয়ে এথাই ।"
প্রভু কহে,—"গুরু তেঁহ, যাব তাঁর ঠাঞি ॥" ১৫২ ॥

ভারতীসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

এত বলি' মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে ।
চলি' আইলা ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর আগে ॥ ১৫৩ ॥

ভারতীর মৃগচর্ম্ম-বসন-দর্শনে প্রভুর অসন্তোষ ঃ—

ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর ।
তাহা দেখি' প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর ॥ ১৫৪ ॥

প্রভুর ভারতীকে দর্শনসত্ত্বেও অদর্শন-ভাণ ঃ—

দেখিয়া ত' ছদ্ম কৈল যেন দেখে নাঞি ।
মুকুন্দেরে পুছে,—"কাঁহা ভারতী-গোসাঞি ??" ১৫৫ ॥
মুকুন্দ কহে,—"এই আগে দেখ বিদ্যমান ।"
প্রভু কহে,—"তেঁহ নহেন, তুমি অগেয়ান ॥ ১৫৬ ॥
অন্যেরে অন্য কহ, নাহি তোমার জ্ঞান ।
ভারতী-গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম ??" ১৫৭ ॥

প্রভুর ব্যবহারে ভারতীর সুবুদ্ধি ঃ—

শুনি' ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে ।
'মোর চর্ম্মাম্বর এই, না ভায় ইঁহারে ॥ ১৫৮ ॥

বাহ্যচিহ্ন-ধারণেই সংসার-মুক্তি-লাভ ঘটে না ঃ—

ভাল কহেন,—চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি' পরি ।
চর্ম্মাম্বর-পরিধানে সংসার না তরি ॥ ১৫৯ ॥

ভারতীর বহির্ব্বাস-পরিধান ও প্রভুর প্রণাম ঃ—

আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর ।'
প্রভু বহির্ব্বাস আনাইল জানিয়া অন্তর ॥ ১৬০ ॥
চর্ম্মাম্বর ছাড়ি' ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন ।
প্রভু আসি' কৈল তাঁর চরণ বন্দন ॥ ১৬১ ॥

প্রভুর প্রণাম-গ্রহণে ভারতীর আপত্তি ঃ—

ভারতী কহে,—"তোমার আচার লোক শিখাইতে ।
পুনঃ না করিবে নতি, ভয় পাঙ চিত্তে ॥ ১৬২ ॥

ভারতীর তত্ত্বদর্শন—প্রভু ও জগন্নাথকে
অভেদ দর্শন ঃ—

সাম্প্রতিক 'দুই ব্রহ্ম' ইঁহা,—'চলাচল' ।
জগন্নাথ—অচল, তুমি—ব্রহ্ম সচল ॥ ১৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৫। ছদ্ম—ছল, কপট।

১৫৮। না ভায়—শোভা পায় না।

১৬৩। সাম্প্রতিক—বর্ত্তমানকালে, এই পুরুষোত্তমে 'চল' ও 'অচল', দুইটী ব্রহ্ম দেখিতেছি।

অনুভাষ্য

নির্ব্বিচারং কার্য্যা (পালনীয়া)। ভবত্যাশ্চ এবং হি বিশেষতঃ মম এব চ শ্রেয়ঃ।

১৫৪। ব্রহ্মানন্দ ভারতী শাঙ্কর-দশনামী সন্ন্যাসীর অন্যতম। মৃগচর্ম্ম বা তৃণবল্কলাদি বস্ত্র—ত্যক্তগৃহেরই পরিধেয়। (মনু-সং ৬ষ্ঠ অঃ)—"গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিযতেন্দ্রিয়ঃ। বসীত চর্ম্মচীরং বা"; কুল্লুক-ভট্টকৃতা টীকা,—"মৃগাদিচর্ম্মবস্ত্রখণ্ডং বা আচ্ছাদয়েৎ।"*

১৫৯। লোকসংগ্রহের জন্য দম্ভের বশবর্ত্তী হইয়া চর্ম্মবস্ত্র পরিধান করিলেই যে সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, এরূপ নহে;—মনু-সং ৬ষ্ঠ অঃ—"ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বু-প্রসাদকম্। ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি।।" কুল্লুক—"কতক-বৃক্ষস্য ফলং কলুষজলস্বচ্ছতাজনকং, তথাপি তন্নামোচ্চারণবশাৎ ন প্রসীদতি কিন্তু ফলপ্রক্ষেপেণ। এবং ন লিঙ্গধারণমাত্রম্ ধর্ম্ম-কারণম্।"*

১৬০। বহির্ব্বাস—কৌপীনের বহির্ভাগে পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড।

১৬২। লোকশিক্ষার জন্যই তোমার আচার ; যদি তোমার অভিপ্রেত সদাচার আমি পালন না করি, তাহা হইলে তুমিই পুনরায় আমাকে নমস্কার না করিয়া উপেক্ষা করিবে,—এজন্য ভীত হইতেছি।

১৬৩। শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ—অচল-ব্রহ্ম এবং তুমি শ্রীচৈতন্য-

** গৃহত্যাগী ব্যক্তি গ্রাম হইতে অরণ্যে গমন করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমনপূর্ব্বক তথায় বাস করিবেন এবং চর্ম্ম বা চীর পরিধান করিবেন। কুল্লুক-ভট্টকৃত টীকা—মৃগাদি-চর্ম্ম বা বস্ত্রখণ্ডদ্বারা আচ্ছাদন করণীয়।*

** 'কতক' বৃক্ষের ফল যদিও নির্ম্মল করে, কিন্তু ঐ ফলের নামগ্রহণদ্বারা জল নির্ম্মল হয় না। কুল্লুক-ভট্টকৃত টীকা—কতক-বৃক্ষের ফল মলিন-জলের স্বচ্ছতা আনয়ন করে। তাই বলিয়া 'কতক' 'কতক' এইরূপ নাম উচ্চারণবশতঃ জল নির্ম্মল হয় না—জলে ফল-স্থাপনের দ্বারাই হইয়া থাকে। সেইপ্রকার কেবল ধার্ম্মিক-চিহ্ন ধারণ করিলেই ধর্ম্ম করা হয় না।*

তুমি—গৌরবর্ণ, তেঁহ—শ্যামবরণ ।
দুই ব্রহ্ম কৈল সব জগৎ-তারণ ॥" ১৬৪ ॥

প্রভুর প্রত্যুত্তর ঃ—

প্রভু কহে,—"সত্য কহি, তোমার আগমনে ।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিল শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ১৬৫ ॥
'ব্রহ্মানন্দ' নাম তুমি—গৌর-ব্রহ্ম 'চল' ।
শ্যামবর্ণ জগন্নাথ বসিয়াছেন 'অচল' ॥" ১৬৬ ॥

প্রভু ও ভারতী, উভয়ের বিচারে সার্ব্বভৌমের মধ্যস্থতা ঃ—

ভারতী কহে,—"সার্ব্বভৌম, মধ্যস্থ হঞা ।
ইঁহার সনে আমার 'ন্যায়' বুঝ' মন দিয়া ॥ ১৬৭ ॥

ভারতীর জীব-ব্রহ্ম বিচার ঃ—

'ব্যাপ্য'-'ব্যাপক'-ভাবে 'জীব'-'ব্রহ্মে' জানি ।
জীব—ব্যাপ্য, ব্রহ্ম—ব্যাপক, শাস্ত্রেতে বাখানি ॥১৬৮॥

স্বেচ্ছামত চালিত করায় ইচ্ছাশক্তির পরিচালক প্রভুই
বিভু বা বিষ্ণু বা ব্রহ্ম, ভারতীই জীব ঃ—

চর্ম্ম ঘুচাঞা কৈল আমারে শোধন ।
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে, এই ত' কারণ ॥ ১৬৯ ॥

মহাভারতে দানধর্ম্ম ১৪৯, বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্র (৯২, ৭৫)—
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥ ১৭০ ॥

প্রভুতেই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য নিহিত ঃ—

এইসব নামের ইঁহ হয় নিজাস্পদ ।
চন্দনাক্ত প্রসাদ-ডোর—দ্বিভুজে অঙ্গদ ॥" ১৭১ ॥

সার্ব্বভৌমের মীমাংসা,—ভারতীর জয় এবং প্রভুর
পরাজয়-স্বীকার ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"ভারতী, দেখি তোমার জয় ।"
প্রভু কহে,—"যেই কহ, সেই সত্য হয় ॥ ১৭২ ॥

গুরুতুল্য ভারতীর নিকট শিষ্যস্থানীয় প্রভুর পরাজয়-স্বীকার ঃ—

গুরু-শিষ্য-ন্যায়ে শিষ্যের সত্য পরাজয় ।"
ভারতী কহে,—"এ নহে, অন্য হেতু হয় ॥ ১৭৩ ॥

ভারতীর প্রত্যুক্তি—ভক্তের নিকট ভগবানের পরাজয় ঃ—

ভক্ত ঠাঞি হার' তুমি,—এ তোমার স্বভাব ।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব ॥ ১৭৪ ॥

প্রভুর অলৌকিক-মহিমা-বর্ণন,—ভারতীর নির্ব্বিশেষ-
বিচার চিদ্বিলাসে পর্য্যবসিত ঃ—

আজন্ম করিনু মুঞি 'নিরাকার'-ধ্যান ।
তোমা দেখি' 'কৃষ্ণ' হৈল মোর বিদ্যমান ॥ ১৭৫ ॥

প্রভু-কৃপায় ভারতীর কৃষ্ণভক্তি লাভ ঃ—

কৃষ্ণনাম স্ফুরে মুখে, মনে নেত্রে কৃষ্ণ ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি' হৃদয়—সতৃষ্ণ ॥ ১৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৭-১৬৯। ইঁহার সহিত আমার বিচার মন দিয়া শুন। ব্রহ্ম—ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক ; জীব—অণু অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারা ব্যাপ্য। যিনি চর্ম্ম ঘুচাইয়া আমাকে শোধন করিলেন, তিনি—ব্যাপক এবং আমি—ব্যাপ্য। এস্থলে ব্রহ্মানন্দ-ভারতীরূপ আমি কিংবা কৃষ্ণচৈতন্যরূপ উনিই 'ব্রহ্ম' হইলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখ।

অনুভাষ্য

মহাপ্রভু—সচল-ব্রহ্ম। তোমরা দুইজনই মায়াধীশ চলাচল-ব্রহ্মবস্তুস্বরূপে এক্ষণে শ্রীপুরুষোত্তমে বিরাজমান।

১৭০। আদি, ৩য় পঃ ৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৪। শিষ্যবাক্যের সত্যতা থাকিলেও গুরুবাক্যই শিষ্যের উপর জয়লাভ করে। গুরুবাক্য সর্ব্বকালেই শিষ্যবাক্যাপেক্ষা অধিক আদরণীয়। মহাপ্রভু বলিলেন যে, উক্ত ন্যায়মতে ব্রহ্মানন্দ ভারতীই গুরু এবং মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আপনাকে তাঁহার শিষ্যাভিমান করায় ব্রহ্মানন্দের বাক্য জয়লাভ করিল। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ এক্ষেত্রে মহাপ্রভুর কথিত গুরু-শিষ্য-ন্যায়াবলম্বনকেই

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭১। 'সুবর্ণবর্ণঃ'-শ্লোকে যে-সকল নাম আছে, তাহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই আস্পদ অর্থাৎ উহা তাঁহাতেই স্থান পাইয়াছে। চন্দনমাখা প্রসাদ-ডোর—ইঁহার দুই বাহুতে বলয়স্বরূপ।

অনুভাষ্য

তাঁহার পরাজয়ের হেতু বলিয়া স্বীকার করিলেন না ; তাঁহার অন্য একটী হেতু আছে—বলিলেন। ভগবান্ ভক্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন,—ইহাই ভগবত্তার স্বভাব ; যথা ভীষ্মবাক্য (ভাঃ ১।৯।৩৪)—"স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃত-মধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ। ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্‌গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ।।"*

১৭৫-১৭৭। আমি জীবনাবধি নিরাকার-ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ ছিলাম, তোমার সাক্ষাৎকার-ফলে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি আমার সম্মুখে উদিত হইয়াছেন ; আমার মুখে ও মনে কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতেছেন এবং নেত্রে কৃষ্ণদর্শন হইতেছে। আবার, তোমাতে কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া হৃদয়ও তৃষ্ণান্বিত হইয়াছে। ঠাকুর বিল্বমঙ্গল পূর্ব্বজীবনে অদ্বৈতবাদী নিরাকার-ব্রহ্মধ্যানপর

** শ্রীভীষ্মদেব বলিলেন,—'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিব না'—এই নিজ-প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার তাঁহাকে অস্ত্র ধারণ করাইবার প্রতিজ্ঞাই সত্য করিবার জন্য রথ হইতে নামিয়া চক্রধারণপূর্ব্বক উত্তরীয়-বিহীন হইয়াই আমাকে বধ করিবার জন্য চলিয়াছিলেন।*

বিল্বমঙ্গলের সহিত তুলনা ঃ—

বিল্বমঙ্গল কৈল যৈছে দশা আপনার ।
ইঁহা দেখি' সেই দশা হইল আমার ॥" ১৭৭ ॥

কৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রেই কর্ম্ম ও জ্ঞান-নিষ্ঠার ধ্বংস ঃ—

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে বিল্বমঙ্গলবাক্য ঃ—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥১৭৮॥

প্রভুর ভারতীকে 'মহাভাগবত' বলিয়া প্রশংসা ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয় ।
যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয় ॥ ১৭৯ ॥

সার্ব্বভৌমের কৃষ্ণকৃপা-মহিমা-ব্যাখ্যা ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"তোমার হয় সত্য বচন ।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দরশন ॥ ১৮০ ॥

ভক্তের প্রেমসেবা ও ভগবানের কৃপাই পরস্পরের মিলন বা যোগসূত্র ঃ—

প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার ।
ইঁহার কৃপাতে হয় দরশন ইঁহার ॥" ১৮১ ॥

বাহ্য-জীবাভিমান-হেতু প্রভুর সার্ব্বভৌম-বাক্যে অনাদর ঃ—

প্রভু কহে,—"বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', কি কহ সার্ব্বভৌম ।
'অতিস্তুতি' হয় এই নিন্দার লক্ষণ ॥" ১৮২ ॥

ভারতীকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর স্ব-স্থানে আগমন ঃ—

এত বলি' ভারতীরে লঞা নিজ-বাসা আইলা ।
ভারতী-গোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা ॥ ১৮৩ ॥

প্রভুর ঐকান্তিক ভক্ত—(১) রামভদ্র ও (২) ভগবান্ ঃ—

রামভদ্রাচার্য্য, আর ভগবান্ আচার্য্য ।
প্রভুপদে রহিলা দুঁহে ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥ ১৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৮। অদ্বৈতমার্গের পথিকগণদ্বারা উপাস্য, আর আত্মানন্দ-সিংহাসন হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও আমি কোন গোপবধূ-লম্পট শঠ-কর্ত্তৃক হঠক্রমে দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

ছিলেন, পরে কৃষ্ণভক্ত হইয়া নিজকথা ব্যক্ত করিয়াছেন, আমারও অদ্য সেই দশা ঘটিল।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে,—"কৈবল্যং নরকায়তে *** যৎ-কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ", "ধিক্কুর্ব্বন্তি চ ব্রহ্মযোগবিদুষস্তং গৌরচন্দ্রং নুমঃ" ; "তাবদ্ ব্রহ্মকথা বিমুক্ত-পদবী তাবন্ন তিক্তীভবেত্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোক-বেদস্থিতিঃ। তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানা-বহির্ব্বর্ত্মসু শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ।।" "গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোঽপি মে তীব্রবীর্য্যঃ।।"*

১৭৮। অদ্বৈতবীথিপথিকৈঃ (অদ্বৈতং স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিতম্ এব বীথী পন্থাঃ তস্যাং যে পথিকাঃ কেবলাদ্বৈতবাদিনঃ তৈঃ নিরাকারব্রহ্মবাদিভিঃ) উপাস্যাঃ (পূজনীয়াঃ) স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ (আত্মানন্দ এব সিংহা-সনম্ উচ্চপীঠঃ তস্মিন্ লব্ধা প্রাপ্তা দীক্ষা যৈঃ, এবম্ভূতাঃ যোগমার্গরতাঃ) বয়ং (অহং—গৌরবে বহুবচনং) কেনাপি শঠেন (কপটেন) গোপবধূবিটেন (গোপীলম্পটেন নন্দনন্দনেন) হঠেন (বলাৎকারেণ) দাসীকৃতাঃ (স্বদাস্যে নিযুক্তা ইত্যেকবচনেনৈব বোদ্ধব্যম্)।

১৭৯-১৮১। শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—তুমি ব্রহ্মানন্দ-ভারতী —প্রেমময় মহাভাগবত, সুতরাং সর্ব্বত্র তোমার কৃষ্ণদর্শন হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? ভট্টাচার্য্য উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন,—মহাভাগবত ব্রহ্মানন্দ ভারতীর যে কৃষ্ণদর্শন হইয়াছে —মহাপ্রভুর এই বাক্যও সত্য, যেহেতু কৃষ্ণ মহাভাগবতের সম্মুখে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তের প্রেমাধিক্য ব্যতীত তাদৃশ সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী 'ইঁহার'-শব্দের অর্থ—শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় ; পরবর্ত্তী 'ইঁহার'-শব্দের অর্থ —ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ; দর্শন অর্থাৎ কৃষ্ণদর্শন হইয়াছে ;— "প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি"—(ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অঃ)।

১৮২। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের বাক্যে লজ্জিত হইয়া 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন যে, কোন ব্যক্তিকে অতি-স্তুতি করিলে বস্তুতঃ তাঁহাকে নিন্দা করাই হয়।

** 'যাঁহার কৃপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী সেই গৌরভক্তগণের নিকট কৈবল্যরূপা মুক্তি নরকতুল্য বলিয়া প্রতীত হয়, সেই শ্রীগৌর-সুন্দরকে আমরা স্তব করি।' 'যাঁহার পাদপদ্মক্ষরিত উজ্জ্বল প্রেমানন্দময় অদ্ভুত অমৃতরস পান করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গ-যোগিগণকে ধিক্কার করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগৌরহরিকে আমরা বন্দনা করি।' 'সেকাল পর্য্যন্তই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-আলোচনা চলিতে থাকে, সেকাল পর্য্যন্তই ঈশ্বর-সাযুজ্যাদি মুক্তিমার্গ তিক্ত বোধ হয় না, সেকাল পর্য্যন্তই লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডসকল বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয় না (অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে থাকে), সেকাল পর্য্যন্তই নানা বহির্ম্মুখ মার্গে ধাবমান্ পণ্ডিতম্মন্যগণের পরস্পর বাদবিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে, যেকাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরণ-কমলপ্রিয় গৌরভক্তগণ দৃষ্টিগোচর না হয়।' 'কোনও এক অমিতপ্রভাব গৌরবিগ্রহধারী চৌর আমার সকল (কুণ্ঠা-স্বভাব) অপহরণ করিয়াছেন।'*

কাশীশ্বরের আগমন ঃ—

কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে ।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজ-স্থানে ॥ ১৮৫ ॥

বলবান্ কাশীশ্বরের প্রভুসেবায় বলের সদ্ব্যবহার ঃ—

প্রভুকে লঞা করা'ন ঈশ্বর দরশন ।
লোক-ভিড় আগে সব করি' নিবারণ ॥ ১৮৬ ॥

প্রভুসহ সমগ্রভক্তের মিলনের উপমা ঃ—

যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয় ।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয় ॥ ১৮৭ ॥

সবে আসি' মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে ।
প্রভু কৃপা করি' সবায় রাখিল নিজ-স্থানে ॥ ১৮৮ ॥

প্রভু-ভক্ত-মিলন-সংবাদ-বর্ণন-সমাপন ঃ—

এই ত' কহিল প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন ।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য-চরণ ॥ ১৮৯ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৯০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণবমিলনং নাম দশম পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৮৪-১৮৫। রামভদ্রাচার্য্য,—আদি ১০ম পঃ ১৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভগবান্ আচার্য্য—আদি, ১০ম পঃ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কাশীশ্বর—আদি, ৮ম পঃ ৬৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

মুরারি-কড়চা—"অথ ভক্তগণাঃ সর্ব্বে যে যে গৌড়নিবাসিনঃ। গন্তুমিচ্ছন্তি গৌরাঙ্গদর্শনায় নীলাচলম্।। শ্রীকাশীশ্বর-গোস্বামী" ইত্যাদি।

ইতি অনুভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

***

একাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সার্ব্বভৌম প্রতাপরুদ্রকে মহাপ্রভুর সহিত মিলন করাইবার চেষ্টা করিলে, মহাপ্রভু তাহা অস্বীকার করিলেন। রামানন্দ-রায় পুরুষোত্তমে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজার বহুবিধ বৈষ্ণবগুণ ব্যাখ্যা করিলে প্রভুর চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। সার্ব্বভৌমের নিকট রাজা নিজের দৈন্য-প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। সার্ব্বভৌম রাজাকে মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনের একটী উপায় বলিয়া দিলেন। অনবসরকাল উপস্থিত হইলে ভগবদ্দর্শনবিরহে ব্যাকুল হইয়া মহাপ্রভু আলালনাথে গেলেন, কিছুপরে গৌড় হইতে ভক্তসকল আসিতেছেন শুনিয়া মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণের আসিবার সময়, স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রভু-দত্ত মালা লইয়া তাঁহাদিগকে আনিতে গেলেন। রাজা অট্টালিকা হইতে বৈষ্ণবাগমন দেখিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের ইচ্ছামতে শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ঐ সকল বৈষ্ণবের পরিচয় দিলেন। সার্ব্বভৌমের সহিত রাজার শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণত্ব ও সমাগত-বৈষ্ণবদিগের ক্ষৌরোপবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসাদান্নসেবন-সম্বন্ধে অনেক বিচার উপস্থিত হইল। তদনন্তর রাজা বৈষ্ণবদিগের বাসাবাটী ও প্রসাদান্নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু বাসুদেব-দত্তাদি বৈষ্ণবগণের সহিত অনেক আনন্দজনক কথোপকথন করিলেন। হরিদাসের দৈন্য দেখিয়া টোটা-মধ্যে তাঁহাকে একটী নিভৃত স্থান দিলেন এবং হরিদাসের মহিমা বলিলেন। তাহার পর জগন্নাথের মন্দিরে চারি-সম্প্রদায় বিভাগপূর্ব্বক মহাসঙ্কীর্ত্তন হইল। (অতঃপর) বৈষ্ণবগণ প্রভুর আজ্ঞায় নিজ-নিজ-স্থানে গমন করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

নৃত্যশীল গৌরকর্ত্তৃক বিশ্বকে প্রেমবন্যায় নিমজ্জন ঃ—

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে ।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যা-নিমগ্নম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রভুসমীপে কিছু নিবেদনেচ্ছা ঃ—

আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভুস্থানে ।
"অভয়-দান দেহ' যদি, করি নিবেদনে ॥" ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীজগন্নাথের গৃহে ভক্তগণের সহিত নানাভাবে অলঙ্কৃত-

অনুভাষ্য

১। নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ (বিবিধভাবাবরণমণ্ডিতদেহঃ)

কাশীশ্বরের আগমন ঃ—

কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজ-স্থানে ॥ ১৮৫ ॥

বলবান্ কাশীশ্বরের প্রভুসেবায় বলের সদ্ব্যবহার ঃ—

প্রভুকে লঞা করা'ন ঈশ্বর দরশন।
লোক-ভিড় আগে সব করি' নিবারণ ॥ ১৮৬ ॥

প্রভুসহ সমগ্রভক্তের মিলনের উপমা ঃ—

যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয় ॥ ১৮৭ ॥

সবে আসি' মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি' সবায় রাখিল নিজ-স্থানে ॥ ১৮৮ ॥

প্রভু-ভক্ত-মিলন-সংবাদ-বর্ণন-সমাপন ঃ—

এই ত' কহিল প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য-চরণ ॥ ১৮৯ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৯০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণবমিলনং নাম দশম পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৮৪-১৮৫। রামভদ্রাচার্য্য,—আদি ১০ম পঃ ১৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভগবান্ আচার্য্য—আদি, ১০ম পঃ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কাশীশ্বর—আদি, ৮ম পঃ ৬৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

মুরারি-কড়চা—"অথ ভক্তগণাঃ সর্ব্বে যে যে গৌড়নিবাসিনঃ। গন্তুমিচ্ছন্তি গৌরাঙ্গদর্শনায় নীলাচলম্।। শ্রীকাশীশ্বর-গোস্বামী" ইত্যাদি।

ইতি অনুভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

***

একাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সার্ব্বভৌম প্রতাপরুদ্রকে মহাপ্রভুর সহিত মিলন করাইবার চেষ্টা করিলে, মহাপ্রভু তাহা অস্বীকার করিলেন। রামানন্দ-রায় পুরুষোত্তমে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজার বহুবিধ বৈষ্ণবগুণ ব্যাখ্যা করিলে প্রভুর চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। সার্ব্বভৌমের নিকট রাজা নিজের দৈন্য-প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। সার্ব্বভৌম রাজাকে মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনের একটী উপায় বলিয়া দিলেন। অনবসরকাল উপস্থিত হইলে ভগবদ্দর্শনবিরহে ব্যাকুল হইয়া মহাপ্রভু আলালনাথে গেলেন, কিছুপরে গৌড় হইতে ভক্তসকল আসিতেছেন শুনিয়া মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণের আসিবার সময়, স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রভু-দত্ত মালা লইয়া তাঁহা-দিগকে আনিতে গেলেন। রাজা অট্টালিকা হইতে বৈষ্ণবাগমন দেখিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের ইচ্ছামতে শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ঐ সকল বৈষ্ণবের পরিচয় দিলেন। সার্ব্বভৌমের সহিত রাজার শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণত্ব ও সমাগত-বৈষ্ণবদিগের ক্ষৌরোপবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসাদান্নসেবন-সম্বন্ধে অনেক বিচার উপস্থিত হইল। তদনন্তর রাজা বৈষ্ণবদিগের বাসাবাটী ও প্রসাদান্নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু বাসুদেব-দত্তাদি বৈষ্ণবগণের সহিত অনেক আনন্দজনক কথোপকথন করিলেন। হরিদাসের দৈন্য দেখিয়া টোটা-মধ্যে তাঁহাকে একটী নিভৃত স্থান দিলেন এবং হরিদাসের মহিমা বলিলেন। তাহার পর জগন্নাথের মন্দিরে চারি-সম্প্রদায় বিভাগপূর্ব্বক মহাসঙ্কীর্ত্তন হইল। (অতঃপর) বৈষ্ণবগণ প্রভুর আজ্ঞায় নিজ-নিজ-স্থানে গমন করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

নৃত্যশীল গৌরকর্ত্তৃক বিশ্বকে প্রেমবন্যায় নিমজ্জন ঃ—

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যা-নিমগ্নম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রভুসমীপে কিছু নিবেদনেচ্ছা ঃ—

আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভুস্থানে।
"অভয়-দান দেহ' যদি, করি নিবেদনে ॥" ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীজগন্নাথের গৃহে ভক্তগণের সহিত নানাভাবে অলঙ্কৃত-

অনুভাষ্য

১। নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ (বিবিধভাবাভরণমণ্ডিতদেহঃ)

প্রভুর অনুমতি দান ঃ—

প্রভু কহে,—"কহ তুমি, নাহি কিছু ভয় ।
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয় ॥" ৪ ॥

প্রতাপরুদ্রের পক্ষ হইয়া সার্ব্বভৌমের প্রভুকৃপা-যাজ্ঞা ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে—"এই প্রতাপরুদ্র রায় ।
উৎকণ্ঠা হঞাছে, তোমা মিলিবারে চায় ॥" ৫ ॥

রাজদর্শনে প্রভুর অসম্মতি ও বিতৃষ্ণা ঃ—

কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে 'নারায়ণ' ।
"সার্ব্বভৌম, কহ কেন অযোগ্য বচন ॥ ৬ ॥

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ঃ—

বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন ।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥" ৭ ॥

প্রেমাকাঙ্ক্ষীর ভোক্তৃভাবে ভোগ্যদর্শন বিষভক্ষণ-তুল্য নিষিদ্ধ ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৮।২৪)—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য ।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥ ৮ ॥

ভট্টাচার্য্যের রাজ-প্রশংসা ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"সত্য তোমার বচন ।
জগন্নাথ-সেবক রাজা, কিন্তু ভক্তোত্তম ॥" ৯ ॥

ভোক্তৃসজ্ঞায় ভোগ্যজ্ঞানে বস্তুর বহির্দ্দর্শন হইতেই দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয়ের উৎপত্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"তথাপি রাজা কালসর্পাকার ।
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজয় বিকার ॥ ১০ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৮।২৫)—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি ।
যথাহের্ম্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥ ১১ ॥

লোকশিক্ষক প্রভুর কঠোর সঙ্কল্প, আশ্রম-মর্য্যাদা-রক্ষণার্থ সার্ব্বভৌমকে তিরস্কার ঃ—

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে ।
কহ যদি, তবে আমায় এথা না দেখিবে ॥" ১২ ॥

সার্ব্বভৌমের বিষণ্ণমুখে প্রস্থান ঃ—

ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা ।
বাসায় গিয়া ভট্টাচার্য্য চিন্তিত হইলা ॥ ১৩ ॥

কটক হইতে রামানন্দ প্রভৃতি পরিকর-সহ রাজার পুরীতে আগমন ঃ—

হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা ।
পাত্র-মিত্র-সঙ্গে রাজা দরশনে চলিলা ॥ ১৪ ॥

প্রভু রামানন্দ-মিলন ঃ—

রামানন্দ রায় আইলা গজপতি-সঙ্গে ।
প্রথমেই প্রভুরে আসি' মিলিলা বহুরঙ্গে ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শরীর শ্রীগৌরচন্দ্র অতিশয় উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া স্বমাধুর্য্যদ্বারা এই বিশ্বকে প্রেমের বন্যায় ডুবাইয়াছিলেন।

৮। শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন,—হায়, ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।

অনুভাষ্য

গৌরচন্দ্রঃ শ্রীজগন্নাথগেহে (শ্রীজগন্নাথদেবস্য মন্দিরে) ভক্তৈঃ [সহ] স্বধাম্না (অলৌকিক-স্বমাধুর্য্যেণ) অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং (অতিমনোজ্ঞ-নৃত্যাদিকং) কুর্ব্বন্ বিশ্বং (চিদ্রসহীনং জড়রসপরং ভুবনং) প্রেমবন্যা-নিমগ্নং চক্রে (কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গৈঃ প্লাবয়ামাস)।

৮। হা হন্ত হন্ত (খেদাতিশয্যে) ভবসাগরস্য (সংসারসমুদ্রস্য) পরং পারং (দেবীধামাতীতং পরব্যোম-ভগবদ্ধাম) জিগমিষোঃ (গন্তুকামস্য) নিষ্কিঞ্চনস্য (নির্ব্বিষয়িণঃ) ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য (কৃষ্ণসেবাপরস্য) বিষয়িণাং (কৃষ্ণেতরবিষয়ভোগপরাণাং) যোষিতাং (ভোগ্যানাং চ) সন্দর্শনং (ভোগ্যবুদ্ধ্যা অবলোকনাদিকং) বিষভক্ষণতঃ (আত্মবিনাশক-গরলস্য সেবনাৎ) অপি অসাধু (অকল্যাণকরম্)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯-১০। সার্ব্বভৌম কহিলেন,—প্রভো, তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বটে ; কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্রদেব—জগন্নাথ-সেবক এবং ভক্তোত্তম। প্রভু কহিলেন,—জগন্নাথের সেবক ও ভক্তোত্তম হইলেও 'রাজা'—কালসর্পাকার। দেখ, কাষ্ঠনির্ম্মিতা নারীকে স্পর্শ করিলে যেরূপ কোনপ্রকার বিকার জন্মিতে পারে, তদ্রূপ ভক্তোত্তম রাজার সন্দর্শনেও বিরক্ত ব্যক্তির অনর্থ জন্মিতে পারে।

১১। যেরূপ সর্প ও তাহার আকৃতি দেখিলে মনের ক্ষোভ জন্মে, সেরূপ স্ত্রীলোক ও বিষয়ীর আকার দেখিলেও ভয় হইয়া থাকে।

১৫। গজপতি—যেরূপ অন্যান্য কোন কোন বিশেষ রাজা-

অনুভাষ্য

১১। স্ত্রীণাং (যোষিতাং) বিষয়িণাং (ইন্দ্রিয়সেবিনাং). [ভোক্তৃ-ভোগ্যানামিতি যাবৎ] আকারাৎ অপি (বহিরাকৃতেরপি) [কৃষ্ণৈক-সেবিভিঃ পরমার্থপরৈঃ সাধকৈঃ জনৈঃ] ভেতব্যম্। যথা অহেঃ (ভুজঙ্গাৎ) মনসঃ ক্ষোভঃ (ভয়ং) ভবতি, তথা তস্য (সর্পস্য) আকৃতেঃ (সদৃশাকারাৎ) অপি [ভয়ং ভবতি]।

১৪। গঙ্গাবংশীয় প্রতাপরুদ্র-রাজার রাজধানী কটক-নগরে ছিল। পরে কটক হইতে খুর্দায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন ।
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥ ১৬ ॥

রায়ের প্রতি প্রভুর আচরণ-দর্শনে সকলের বিস্ময় ঃ—

রায়-সঙ্গে প্রভুর দেখি' স্নেহ-ব্যবহার ।
সর্ব্ব ভক্তগণের মনে হৈল চমৎকার ॥ ১৭ ॥

রায়ের রাজকার্য্য-পরিত্যাগ-সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

রায় কহে,—"তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল ।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোর বিষয় ছাড়াইল ॥ ১৮ ॥

রাজার নিকট রায়ের অবসর প্রার্থনা ঃ—

আমি কহি,—'আমা হৈতে না হয় বিষয়' ।
চৈতন্যচরণে রহোঁ, যদি আজ্ঞা হয় ॥' ১৯ ॥

রাজার সানন্দে সম্মতি-দান ঃ—

তোমার নাম শুনি' রাজা আনন্দিত হৈল ।
আসন হৈতে উঠি' মোরে আলিঙ্গন কৈল ॥ ২০ ॥

প্রভুর প্রতি রাজার ভক্তি ঃ—

'তোমার নাম শুনি' হৈল মহা-প্রেমাবেশ ।
মোর হাতে ধরি' করে পিরীতি বিশেষ ॥ ২১ ॥

রায়কে অবসর দিয়াও বেতন-দান ঃ—

তোমার যে বর্ত্তন, তুমি খাও সে বর্ত্তন ।
নিশ্চিন্ত হঞা ভজ চৈতন্যের চরণ ॥ ২২ ॥

রাজার দৈন্য ঃ—

আমি—ছার, যোগ্য নহি তাঁর দরশনে ।
তাঁরে যেই ভজে, তাঁর সফল জীবনে ॥ ২৩ ॥

পরম কৃপালু তেঁহ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
কোন-জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দরশন ॥' ২৪ ॥

প্রভুসমীপে রায়কর্ত্তৃক রাজার প্রশংসা ঃ—

যে তাঁহার প্রেম-আর্ত্তি দেখিলুঁ তোমাতে ।
তার এক প্রেম-লেশ নাহিক আমাতে ॥" ২৫ ॥

শুদ্ধবৈষ্ণবে প্রীতিহেতু প্রভু কর্ত্তৃক রাজাকে ভাবি-কৃপাদানের ইঙ্গিত ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি কৃষ্ণভক্ত প্রধান ।
তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ২৬ ॥
তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার ।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার ॥" ২৭ ॥

ভক্তের ভক্তই ভগবদ্ভক্ত ঃ—

আদিপুরাণ-বচন—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ২৮ ॥

শুদ্ধভক্তের কৃত্য ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৯।২১-২২)—

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্ ।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ২৯ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্ ।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্ ॥ ৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দিগের 'ছত্রপতি', 'নরপতি', 'অশ্বপতি' ইত্যাদি পদ ছিল, সেইরূপ 'গজপতি'—উড়িষ্যার সম্রাট্দিগের উপাধি।

২২। দক্ষিণকলিঙ্গের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে তুমি যে বর্ত্তন অর্থাৎ পরিশ্রমের অর্থ বা বেতন পাইতে, এখন তোমাকে কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া গেল, তথাপি তুমি সেই বেতনই পাইবে।

২৫। রামানন্দ কহিলেন,—প্রভো, তোমার প্রতি রাজার যে প্রেমবেদনা দেখিলাম, তাহার একলেশও আমাতে নাই।

২৮। হে পার্থ, যাঁহারা কেবল আমারই ভক্ত, তাঁহারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নয় ; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহা-দিগকেই আমার 'উত্তম ভক্ত' বলিয়া জানি।

২৯-৩০। আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা অভি-বন্দন, আমার ভক্তের বিশেষপূজা, সর্ব্বভূতে মৎসম্বন্ধবুদ্ধি, আমার জন্য অঙ্গচেষ্টা, বাক্যদ্বারা আমার গুণ-ব্যাখ্যা, আমাতে মন অর্পণ এবং সর্ব্বকাম-বিসর্জ্জন,—এই সকলই ভক্তের লক্ষণ।

অনুভাষ্য

১৮। তোমার আজ্ঞা—মধ্য, ৮ম পঃ ২৯৬-২৯৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। এই কথা রামানন্দ রায় প্রতাপরুদ্র-রাজাকে কহিলে মহাপ্রভুর অভিপ্রায়মত রাজা-প্রতাপরুদ্র লৌকিক-দৃষ্টিতে রামানন্দের বিষয় ছাড়াইয়া দিলেন অর্থাৎ তাহা হইতে তাঁহাকে অবসর প্রদান করিলেন।

২৮। হে পার্থ (অর্জ্জুন), যে মে (মম) ভক্তজনাঃ, তে মে (মম) ভক্তাঃ জনাঃ ন [ভবন্তি] ; যে চ মদ্ভক্তানাং [এব] ভক্তাঃ, তে মে (মম) ভক্ততমাঃ (শ্রেষ্ঠ-সেবকাঃ) [ইতি ময়ৈব] মতাঃ (সম্মতাঃ)।

২৯-৩০। শ্রীউদ্ধব ভগবদ্ভক্তিযোগ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করায় ভগবানের উক্তি,—

[ভক্তিযোগং তুভ্যং পুনশ্চ কথয়িষ্যামীত্যাহ—মম] পরি-চর্য্যায়াং (সেবায়াম্) আদরঃ, সর্ব্বাঙ্গৈঃ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদ্যৈঃ) অভি-বন্দনং [মত্তঃ] অভ্যধিকা (শ্রেষ্ঠা) মদ্ভক্তভূজা, সর্ব্বভূতেষু (প্রাণি-মাত্রেষু) মন্মতিঃ (ভগবদ্ভাবদর্শনম্)।

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর পূজাপেক্ষা বৈষ্ণবপূজা শ্রেষ্ঠ ঃ—

লঘুভাগবতামৃতে (২।৪) পদ্মপুরাণবচন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্‌ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্‌ ॥ ৩১ ॥

শুদ্ধভক্ত-সেবা বহুসুকৃতি-লভ্যা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।৭।২০)—

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু ।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৩২ ॥

রায়ের সকল ভক্তকেই যথাযোগ্য সম্মান ঃ—

পুরী, ভারতী-গোসাঞিঃ, স্বরূপ, নিত্যানন্দ ।
জগদানন্দ, মুকুন্দাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥ ৩৩ ॥
চারি গোসাঞির কৈল রায় চরণ বন্দন ।
যথাযোগ্য সব ভক্তের করিল মিলন ॥ ৩৪ ॥

জগন্নাথ-দর্শনার্থ রায়কে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"রায়, দেখিলে কমলনয়ন ?"
রায় কহে,—"এবে যাই' পাব দরশন ॥" ৩৫ ॥

প্রভু-দর্শনের পূর্ব্বে জগন্নাথ-দর্শনে না যাইবার কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"রায়, তুমি কি কার্য্য করিলে ?
ঈশ্বরে না দেখি' কেনে আগে এথা আইলে ??" ৩৬ ॥

রায়ের চিত্ত ঔদার্য্যপ্রধান-বিগ্রহেই অধিক আকৃষ্ট ঃ—

রায় কহে,—"চরণ—রথ, হৃদয়—সারথি ।
যাঁহা লঞা যায়, তাঁহা যায় জীব-রথী ॥ ৩৭ ॥
আমি কি করিব, মন ইঁহা লঞা আইল ।
জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈল ॥" ৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১। হে দেবি! অন্যান্য দেবতার আরাধনাপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ ; বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা ভক্তের অর্চ্চন শ্রেষ্ঠ।

৩২। দেবদেব জনার্দ্দনের যাঁহারা নিত্য কীর্ত্তন করেন, সেই বৈকুণ্ঠপথগামী কৃষ্ণদাসদিগের সেবা অল্পতপস্যাবান্‌ ব্যক্তির পক্ষে অপ্রাপ্য।

৩৩-৩৪। পুরী—পরমানন্দপুরী । ভারতী—ব্রহ্মানন্দ ভারতী। স্বরূপ—প্রসিদ্ধ দামোদর-স্বরূপ। নিত্যানন্দ—প্রভু নিত্যানন্দ ; রামানন্দ এই চারি গোঁসাইর চরণ বন্দন করিলেন।

অনুভাষ্য

মদর্থেষু চ (কৃষ্ণৈকতাৎপর্য্যেষু) কার্য্যেষু অঙ্গচেষ্টা (অখিল-চেষ্টা), বচসা (বাক্যদ্বারেণ) মদ্‌গুণেরণং (কৃষ্ণগুণ-কথনং), মনসঃ ময়ি (কৃষ্ণে) অর্পণং (সমর্পণং), সর্ব্বকাম-বিবর্জ্জনং (মনসঃ কৃষ্ণেতর-বিষয়ভোগবাসনা-পরিত্যাগঃ)।

৩১। হে দেবি, সর্ব্বেষাং আরাধনানাম্‌ (উপাসনানাং মধ্যে) বিষ্ণোঃ (ভগবতঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য) আরাধনং (পূজনং) পরং (শ্রেষ্ঠং); তস্মাৎ (শ্রীকৃষ্ণোপাসনম্‌ অপি) তদীয়ানাং (মধুররসে শ্রীরূপ-বার্ষভানব্যাদীনাং, বাৎসল্যে নন্দ-যশোদাদীনাং, সখ্যে শ্রীদাম-সুবলাদীনাং, দাস্যে চিত্রকাদীনাং), সমর্চ্চনং (দৃঢ়পূজনং) পরতরং (প্রশস্ততরম্‌)।

৩২। মহাভাগবত শ্রীমৈত্রেয়-ঋষির হরিকথা-কীর্ত্তনফলে বিদুরের সংশয়রাশি ছিন্ন হইলে বিদুরকর্ত্তৃক হরিভক্তের গুণ-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন,—

যত্র (যেষু মহৎসু সাধুষু) নিত্যং (সর্ব্বদা) দেবদেবঃ (সর্ব্ব-দেবময়ঃ) জনার্দ্দনঃ (কৃষ্ণঃ) উপগীয়তে, তত্র (তেষু) বৈকুণ্ঠ-বর্ত্মসু (বৈকুণ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বৈকুণ্ঠলোকস্য বা, বর্ত্মসু মার্গ-ভূতেষু হরিজনেষু) সেবা—অল্পতপসঃ (ক্ষীণপুণ্যজনস্য) দুরাপা (দুর্ল্লভা) হি (এব)। [মহৎসেবয়ৈব হরিকথাশ্রবণং, ততো হরৌ প্রেম, তেন চ দেহাদ্যনুসন্ধানমপি নিবর্ত্ততে ইতি তাৎপর্য্যম্‌।] "ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ।।" এবং "মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্‌ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।।"*—(পাদ্মে) এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

৩৭-৩৮। জীব—রথারোহীতুল্য, জীবের চরণ—রথ-সদৃশ, জীবের মন—রথচালক সারথি-সদৃশ। সুতরাং মনোরূপ সারথি জীবরূপ আরোহীকে চরণ-রথযোগে যেখানে লইয়া যায়, তথায়ই জীব গমন করে।

কঠ ৩য় বঃ ৩-৬, ৯—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্‌। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তে-ত্যাহুর্মনীষিণঃ।। যস্ত্ববিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ।। যস্তু বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি

* *মহৎসেবাদ্বারাই হরিকথা শ্রবণ হইয়া থাকে, ফলে তাহা হইতে শ্রীহরিতে প্রেম উৎপন্ন হয় এবং সেইহেতু দেহাদি-অভিনিবেশ নিবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। 'ভগবদ্ভক্তের সহিত সঙ্গবশতঃ ভক্তির উদয় হয় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে জীবগণ সেই ভক্তসঙ্গ লাভ করেন।' 'হে রাজন্‌, অত্যন্ত অল্প সুকৃতিবান্‌ ব্যক্তির মহাপ্রসাদে, শ্রীগোবিন্দে, শ্রীনামব্রহ্মে এবং বৈষ্ণবে বিশ্বাস উৎপাদন হয় না।'*

রায়কে জগন্নাথ ও স্বজন দর্শনার্থ আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"শীঘ্র গিয়া কর দরশন ।
ঐছে ঘর যাই' কর কুটুম্ব মিলন ॥" ৩৯ ॥

রায়ের প্রভু-আজ্ঞা-পালন ঃ—

প্রভু আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দরশনে ।
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্ জনে ॥ ৪০ ॥

সার্ব্বভৌমকে রাজার স্বীয় প্রভুকৃপা-প্রাপ্তি-বিষয়ে জিজ্ঞাসা ঃ—

ক্ষেত্রে আসি' রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইলা ।
সার্ব্বভৌমে নমস্করি' তাঁহারে পুছিলা ॥ ৪১ ॥
"মোর লাগি' প্রভুপদে কৈলে নিবেদন ?"
সার্ব্বভৌম কহে,—"কৈনু অনেক যতন ॥ ৪২ ॥

সার্ব্বভৌম-কর্ত্তৃক প্রভুর দৃঢ় ও অচলা বিতৃষ্ণা-জ্ঞাপন ঃ—

তথাপি না করে তেঁহ রাজ-দরশন ।
ক্ষেত্র ছাড়ি' যাবেন পুনঃ যদি করি নিবেদন ॥" ৪৩ ॥

রাজার গভীর বিলাপ ও খেদোক্তি ঃ—

শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিলা ।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ৪৪ ॥
"পাপী-নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার ।
জগাই মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার ॥ ৪৫ ॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি' করিবে জগৎ নিস্তার ।
এই প্রতিজ্ঞা করি' করিয়াছেন অবতার ?? ৪৬ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৮।৭০)—

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্ সংবীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্ ।
মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ ॥৪৭॥

প্রভু-কৃপা না পাইলে রাজার প্রাণ-ত্যাগে সঙ্কল্প ঃ—

তাঁর প্রতিজ্ঞা—মোরে না করিবে দরশন ।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥ ৪৮ ॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপা-ধন ।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ,—সব অকারণ ॥" ৪৯ ॥

রাজার প্রভুপ্রীতি-দর্শনে সার্ব্বভৌমের বিস্ময় ঃ—

এত শুনি' সার্ব্বভৌম হইলা চিন্তিত ।
রাজার অনুরাগ দেখি' হইলা বিস্মিত ॥ ৫০ ॥

ভট্টাচার্য্যের সান্ত্বনা দান ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"দেব, না কর বিষাদ !
তোমারে প্রভুর অবশ্য হইবে প্রসাদ ॥ ৫১ ॥
তেঁহ—প্রেমাধীন, তোমার প্রেম—গাঢ়তর ।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥ ৫২ ॥

প্রভুসহ রাজার সাক্ষাৎকারের উপায়-নির্দ্ধারণ ঃ—

তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায় ।
এই উপায় কর, প্রভু দেখিবে যাহায় ॥ ৫৩ ॥
রথযাত্রা-দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা ।
রথ-আগে নৃত্য করিবেন প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৫৪ ॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করিবেন প্রবেশ ।
সেইকালে একলে তুমি ছাড়ি' রাজবেশ ॥ ৫৫ ॥
'কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়' করিতে পঠন ।
একলে যাই' মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥ ৫৬ ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি, সে-কালে কৃষ্ণনাম শুনি' ।
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় 'বৈষ্ণব' জানি' ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। জগন্নাথ-দর্শন করিয়া একেবারে নিজ ঘরে গিয়া কুটুম্বদিগের সহিত মিলিত হও।

৪৭। অদর্শনীয় নীচজাতিসকলকে দর্শন দিতেছেন, তথাপি আমাকে দর্শন দিবেন না! আমি বিনা সকল জীবকে কৃপা করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া কি তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন?

৫৬। শ্রীমদ্ভাগবতের (১০ম স্কন্ধ, ২৯-৩৩ অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণের রাস-পঞ্চাধ্যায়ের কবিতাগুলি পাঠ করিতে করিতে আপনি একলা গিয়া মহাপ্রভুর চরণ ধরিবেন।

অনুভাষ্য

যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ।। ** বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ-প্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।।"*

৪৭। অদর্শনীয়ান্ (দ্রষ্টুমনর্হান্) নীচজাতীন্ (নীচকুলোদ্ভুতান্ অধমবৃত্তিজীবনান্) অপি সংবীক্ষতে (করুণয়া অবলোকয়তি, কৃপয়তি) ; তথাপি, হন্ত (খেদে) মাং ন [বীক্ষতে] ; মদেকবর্জ্জং (মামেকং ত্যক্ত্বা অন্যং সর্ব্বং) কৃপয়িষ্যতি ইতি নির্ণীয় (স্থিরীকৃত্য) কিং সঃ দেবঃ (গৌরহরিঃ) ভুবি অবততার (প্রকটোঽভূৎ)?

** আত্মাকে রথী (রথারূঢ় ব্যক্তি) বলিয়া জানিবে এবং শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে লাগাম-রূপে জানিবে। পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব ও বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের চারণভূমি বলিয়া থাকেন এবং এইরূপে শরীর, ইন্দ্রি, মন ও বুদ্ধিযুক্ত জীবাত্মাকে সুখ-দুঃখাদির ভোক্তারূপে নির্দ্দেশ করেন। যে ব্যক্তি কিন্তু অসংযত-মনোবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা অবিজ্ঞানবান্ (বিবেকহীন বুদ্ধিযুক্ত) হন, তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি অদক্ষ সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অবাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি সর্ব্বদা সংযত মনের সহিত বিজ্ঞানবান্ (বিবেকযুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন) হন, তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি সারথির সংযত অশ্বের ন্যায় বশীভূত হয়। যে ব্যক্তি বিবেকযুক্ত-বুদ্ধিরূপ সারথিবিশিষ্ট হইয়া মনোরূপ লাগাম ধারণ করিয়া আছেন, সেই সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সংসারের পরপারে গিয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।*

রামানন্দকর্ত্তৃক প্রভুর কঠিন মন দ্রবীভূত ঃ—

রামানন্দ রায়, আজি তোমার প্রেম-গুণ ।
প্রভু-আগে কহিতে, প্রভুর ফিরি' গেল মন ॥" ৫৮ ॥

প্রভুর কৃপালাভের আশায় রাজার দৃঢ়সঙ্কল্প ঃ—

শুনি' গজপতির মনে সুখ উপজিল ।
প্রভুরে মিলিতে এই মন্ত্রণা দৃঢ় কৈল ॥ ৫৯ ॥

রাজার অধৈর্য্য ও দিন-গণন ঃ—

স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে ।
ভট্ট কহে,—"তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥" ৬০ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রস্থান ; স্নানযাত্রায় প্রভুর হর্ষ ঃ—

রাজারে প্রবোধিয়া ভট্ট গেলা নিজালয় ।
স্নানযাত্রা-দিনে প্রভুর আনন্দ হৃদয় ॥ ৬১ ॥
স্নানযাত্রা দেখি' প্রভুর হৈল বড় সুখ ।
ঈশ্বরের 'অনবসরে' পাইল বড় দুঃখ ॥ ৬২ ॥

অনবসরকালে প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ ও একাকী আলালনাথে গমন ঃ—

গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা ।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া ॥ ৬৩ ॥

প্রভুকে ভক্তগণকর্ত্তৃক গৌড়ীয়গণের আগমন-
সংবাদ জ্ঞাপন ঃ—

পাছে প্রভুর নিকট আইলা ভক্তগণ ।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে,—কৈল নিবেদন ॥ ৬৪ ॥

প্রভুসহ ভট্টাচার্য্যের পুরীতে আগমন ও রাজাকে
সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা ।
'প্রভু আইলা'—রাজা-ঠাঞি কহিলেন গিয়া ॥ ৬৫ ॥

গৌড় হইতে সর্ব্বাগ্রে গোপীনাথের আগমন ঃ—

হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য ।
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি' কহে,—"শুন ভট্টাচার্য্য ॥৬৬॥

২০০ গৌড়ীয় গৌরভক্তের আগমনসংবাদ-দান ও
বাসস্থানাদি-ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ ঃ—

গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিতেছেন দুইশত ।
মহাপ্রভুর ভক্ত, সব—মহাভাগবত ॥ ৬৭ ॥
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে হৈল বিদ্যমান ।
তাঁ-সবারে চাহি বাসা প্রসাদ-সমাধান ॥" ৬৮ ॥

রাজকর্ত্তৃক তন্নির্ব্বাহার্থে পড়িছাকে আদেশ ঃ—

রাজা কহে,—"পড়িছাকে আমি আজ্ঞা দিব ।
বাসা আদি যে চাহিয়ে,—পড়িছা সব দিব ॥ ৬৯ ॥

গৌড়ীয় ভক্তগণের পরিচয়-প্রদান জন্য ভট্টকে
রাজার অনুরোধ ঃ—

মহাপ্রভুর গণ যত আইল গৌড় হৈতে ।
ভট্টাচার্য্য, একে একে দেখাহ আমাতে ॥" ৭০ ॥

ভট্টের স্বীয় অসামর্থ্য-জ্ঞাপন, গোপীনাথকে
তজ্জন্য অনুরোধ, তিনের অট্টালিকোপরি
আরোহণ ঃ—

ভট্ট কহে,—"অট্টালিকায় কর আরোহণ ।
গোপীনাথ চিনে সবারে, করাবে দরশন ॥ ৭১ ॥
আমি কাহারে নাহি চিনি, চিনিতে মন হয় ।
গোপীনাথাচার্য্য সবারে করা'বে পরিচয় ॥" ৭২ ॥
এত বলি' তিন জন অট্টালিকায় চড়িল ।
হেনকালে বৈষ্ণব সব নিকটে আইল ॥ ৭৩ ॥

প্রভুর প্রেরণায় দামোদরস্বরূপ ও গোবিন্দকর্ত্তৃক মালা-
প্রসাদসহ ভক্তগণের অভ্যর্থনা ঃ—

দামোদরস্বরূপ, গোবিন্দ—দুই জন ।
মালা-প্রসাদ লঞা যায়, যাঁহা বৈষ্ণবগণ ॥ ৭৪ ॥
প্রথমেতে মহাপ্রভু পাঠাইল দুঁহারে ।
রাজা কহে,—"এই দুই কোন্ চিনাহ আমারে ॥" ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৩। অনবসর-সময়ে জগন্নাথ-দর্শন না পাইয়া প্রভু কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল-অবস্থায় আলালনাথে গিয়া থাকিতেন।

অনুভাষ্য

৫৫। পুষ্পোদ্যানে—গুণ্ডিচায়।

৬২। অনবসর—স্নানযাত্রার পর শ্রীজগন্নাথদেবের অঙ্গ-রাগাদির উদ্দেশে দর্শনার্থিগণের দৃষ্টি হইতে শ্রীবিগ্রহের অন্যত্র অবস্থিতি ঘটে। এই কালকেই 'অনবসর' বলে।

৬৬। গোপীনাথাচার্য্য—আদি ১০ম পঃ ১৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৭। মহাভাগবত—নিষ্কিঞ্চন, বর্ণাশ্রমাতীত, কৃষ্ণৈকশরণ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৮। নরেন্দ্র—'নরেন্দ্র' নামক পুষ্করিণী, যাহাতে 'চন্দন-যাত্রা'-উৎসব হয়। আজও গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরুষোত্তমে প্রবেশ করত নরেন্দ্র-পুষ্করিণীর জলে হস্তপদ ধৌত করিয়া শ্রীমন্দিরে যান।

৭২। সার্ব্বভৌম কহিলেন,—আমি কাহাকেও চিনি না, (কিন্তু) চিনিতে ইচ্ছা হয়।

অনুভাষ্য

পরমহংস ; যথা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর তৎকৃত 'প্রার্থনা'য়—"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।"

রাজাকে ভট্টকর্ত্তৃক (১) দামোদরস্বরূপের পরিচয়-দান ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"এই স্বরূপ-দামোদর ।
মহাপ্রভুর হয় ইঁহ দ্বিতীয় কলেবর ॥ ৭৬ ॥

(২) গোবিন্দের পরিচয় দান ঃ—

দ্বিতীয়, গোবিন্দ—ভৃত্য, ইঁহা দোঁহা দিয়া ।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া ॥" ৭৭ ॥

অদ্বৈতের মালা-পরিধান ঃ—

আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল ।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা আনি' তাঁরে দিল ॥ ৭৮ ॥

গোবিন্দ প্রণাম করায় অদ্বৈতের প্রশ্নোত্তরে গোবিন্দের পরিচয় দান ঃ—

তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে ।
তাঁরে নাহি চিনে আচার্য্য, পুছিল দামোদরে ॥ ৭৯ ॥
দামোদর কহে,—"ইঁহার 'গোবিন্দ' নাম ।
ঈশ্বর-পুরীর সেবক অতি গুণবান্ ॥ ৮০ ॥
প্রভুর সেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিল ।
অতএব প্রভু তাঁরে নিকটে রাখিল ॥" ৮১ ॥

অদ্বৈতকে দেখিয়া রাজার কৌতূহল ঃ—

রাজা কহে,—"যাঁরে মালা দিল দুইজন ।
আশ্চর্য্য তেজ, বড় মহান্ত,—কহ কোন্ জন ??" ৮২ ॥

(৩) অদ্বৈতাচার্য্যের পরিচয়-দান ঃ—

আচার্য্য কহে,—"ইঁহার নাম অদ্বৈত আচার্য্য ।
মহাপ্রভুর মান্যপাত্র, সর্ব্ব-শিরোধার্য্য ॥ ৮৩ ॥

(৪) শ্রীবাস, (৩৫) বক্রেশ্বর, (৬) বিদ্যানিধি, (৭) গদাধর ঃ—

শ্রীবাস-পণ্ডিত ইঁহ, পণ্ডিত-বক্রেশ্বর ।
বিদ্যানিধি-আচার্য্য, ইঁহ পণ্ডিত-গদাধর ॥ ৮৪ ॥

(৮) চন্দ্রশেখর, (৯) পুরন্দর, (১০) গঙ্গাদাস, (১১) শঙ্কর ঃ—

আচার্য্যরত্ন ইঁহ, পণ্ডিত-পুরন্দর ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইঁহ, পণ্ডিত-শঙ্কর ॥ ৮৫ ॥

(১২) মুরারি, (১৩) নারায়ণ, (১৪) হরিদাস ঠাকুর ঃ—

এই মুরারি গুপ্ত, ইঁহ পণ্ডিত-নারায়ণ ।
হরিদাস ঠাকুর ইঁহ ভুবনপাবন ॥ ৮৬ ॥

(১৫) হরিভট্ট, (১৬) নৃসিংহানন্দ, (১৭) বাসুদেব দত্ত, (১৮) সেন শিবানন্দ ঃ—

এই হরি-ভট্ট, এই শ্রীনৃসিংহানন্দ ।
এই বাসুদেব দত্ত, এই শিবানন্দ ॥ ৮৭ ॥

(১৯) গোবিন্দ, (২০) মাধব, (২১) বাসুঘোষ ঃ—

গোবিন্দ, মাধব ঘোষ, এই বাসুঘোষ ।
তিন ভাইর কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ ॥ ৮৮ ॥

(২২) রাঘব, (২৩) নন্দন, (২৪) শ্রীমান্ (২৫) শ্রীকান্ত, (২৬) নারায়ণ ঃ—

রাঘব পণ্ডিত, ইঁহ আচার্য্য নন্দন ।
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই, শ্রীকান্ত, নারায়ণ ॥ ৮৯ ॥

(২৭) শুক্লাম্বর, (২৮) শ্রীধর, (২৯) বিজয়, (৩০) বল্লভসেন, (৩১) পুরুষোত্তম, (৩২) সঞ্জয় ঃ—

শুক্লাম্বর দেখ, এই শ্রীধর, বিজয় ।
বল্লভ-সেন, এই পুরুষোত্তম, সঞ্জয় ॥ ৯০ ॥

(৩৩) সত্যরাজ, (৩৪) রামানন্দ ঃ—

কুলীন-গ্রামবাসী এই সত্যরাজ-খান ।
রামানন্দ-আদি সবে দেখ বিদ্যমান ॥ ৯১ ॥

(৩৫) মুকুন্দ, (৩৬) নরহরি, (৩৭) রঘুনন্দন, (৩৮) চিরঞ্জীব, (৩৯) সুলোচন ঃ—

মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ।
খণ্ডবাসী, চিরঞ্জীব, আর সুলোচন ॥ ৯২ ॥
কতেক কহিব, এই দেখ যত জন ।
চৈতন্যের গণ, সব—চৈতন্যজীবন ॥" ৯৩ ॥

বৈষ্ণব-তেজোদর্শনে ও অপূর্ব্ব কীর্ত্তনাদি-শ্রবণে রাজার বিস্ময় ঃ—

রাজা কহে,—"দেখি' মোর হৈল চমৎকার ।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ দেখি নাহি আর ॥ ৯৪ ॥
কোটিসূর্য্য-সম সব—উজ্জ্বল-বরণ ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন ॥ ৯৫ ॥
ঐছে প্রেম, ঐছে নৃত্য, ঐছে হরিধ্বনি ।
কাঁহা নাহি দেখি, ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥" ৯৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৩। আচার্য্য কহে—গোপীনাথাচার্য্য কহিলেন।

অনুভাষ্য

৮৪। বিদ্যানিধি আচার্য্য (আচার্য্যনিধি)—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি; আদি, ১০ম পঃ ১৪ সংখ্যার অনুভাষ্য ও বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি —(১ম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৮। গোবিন্দ ঘোষ—উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলে প্রকটিত হইয়াছিলেন ; ইঁহাকেই 'ঘোষঠাকুর' বলে ; অদ্যাপি (কাটোয়ার নিকট) অগ্রদ্বীপে ঘোষঠাকুরের মেলা হইয়া থাকে।

বাসুঘোষ—মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অনেক গীত প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা মহাজন-গীতের মধ্যে অগ্রগণ্য।

সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে এই মধুর বচন ।
"চৈতন্যের সৃষ্টি—এই প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৭ ॥

বিমুখ-জীবকে কৃষ্ণে উন্মুখীকরণরূপ প্রচারই শ্রীকীর্ত্তন ঃ—

অবতরি' চৈতন্য কৈল ধর্ম্মপ্রচারণ ।
কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৮ ॥

লব্ধচৈতন্যের গৌর-কীর্ত্তনেই বুদ্ধিমত্তা, আর জাড্যতায় মূর্খতা ঃ—

সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন ।
সেই ত' সুমেধা, আর—কলিহত-জন ॥" ৯৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০০ ॥

পরাবিদ্যাপতি চৈতন্যই কৃষ্ণ, জড়বিদ্যা বা অপরা-বিদ্যা তৎপরাঙ্মুখী ঃ—

রাজা কহে,—"শাস্ত্র-প্রমাণে চৈতন্য হন কৃষ্ণ ।
তবে কেনে পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ ??" ১০১ ॥

সেবোন্মুখতাতেই কৃপা-লাভ, কৃপাপ্রভাবেই ভগবদুপলব্ধি ঃ—

ভট্ট কহে,—"তাঁর কৃপা-লেশ হয় যাঁরে ।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি' লইতে পারে ॥ ১০২ ॥

কৃপা-ব্যতীত জড়বিদ্যায় নাস্তিকতা-বৃদ্ধি ও মোহলাভ ঃ—

তাঁর কৃপা নহে যারে, পণ্ডিত নহে কেনে ।
দেখিলে শুনিলেহ তাঁরে 'ঈশ্বর' না মানে ॥" ১০৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।২৯)—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ১০৪ ॥

জগন্নাথ-দর্শনের পূর্ব্বে প্রভুকে দর্শনের কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজা কহে,—"সবে জগন্নাথ না দেখিয়া ।
চৈতন্যের বাসা-গৃহে চলিলা ধাঞা ॥" ১০৫ ॥

গৌড়ীয়ের গৌর-প্রীতি ঃ—

ভট্ট কহে,—"এই ত' স্বাভাবিক প্রেম-রীত ।
মহাপ্রভু মিলিবারে উৎকণ্ঠিত চিত ॥ ১০৬ ॥
আগে তাঁরে মিলি' সবে তাঁরে সঙ্গে লঞা ।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া ॥" ১০৭ ॥

বাণীনাথের প্রচুর প্রসাদবহন-দর্শনে কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজা কহে,—"ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ ।
প্রসাদ লঞা সঙ্গে চলে পাঁচ-সাত ॥ ১০৮ ॥
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন ।
এত মহাপ্রসাদ চাহি'—কহ কি কারণ ??" ১০৯ ॥

ভট্টের উত্তর,—প্রভুর ইচ্ছাই কারণ ঃ—

ভট্ট কহে,—"ভক্তগণ আইল জানিঞা ।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাঁরা লঞা ॥" ১১০ ॥

উপবাস ও ক্ষৌরকর্ম্ম-বিধি বিনা প্রসাদ-গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজা কহে,—"উপবাস, ক্ষৌর—তীর্থের বিধান ।
তাহা না করিয়া কেনে খাইব অন্ন-পান ॥" ১১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৯। কলিকালে সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে যিনি কৃষ্ণচৈতন্যকে আরাধনা করেন, তিনিই সুমেধা ; যাহারা সেরূপ ভজন করে না, সে-সকল ব্যক্তি কলিহত অর্থাৎ কলিকর্ত্তৃক হতবুদ্ধি।

১০৩। যাহার প্রতি তাঁহার কৃপা নাই, সে পণ্ডিত হউক্ না কেন, তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেখিলে-শুনিলেও তাঁহার কৃপা-অভাবে কৃষ্ণচৈতন্যকে 'ঈশ্বর' বলিয়া মানিতে পারে না।

অনুভাষ্য

৯৯। লব্ধচৈতন্য, সেবোন্মুখ জীবের কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ চেতনময়ী বাণীর প্রভাবেই অপর জীব উদ্বুদ্ধ-চেতন হইয়া সেবোন্মুখী বৃত্তি লাভ করিয়া শুদ্ধসেবক হয় ;—এইরূপে শুদ্ধভক্তগণের স্বগোত্র-বর্দ্ধনরূপ উপাসনাতেই কৃষ্ণচৈতন্যের আনন্দ, তাহাতেই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তুচ্ছ, অচিৎ-স্বার্থপর জীবের তাণ্ডব নর্ত্তন-কীর্ত্তনাদি সমগ্র ক্রিয়াই বাস্তব-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১১-১১৩। রাজা কহিলেন,—'তীর্থে প্রবেশ করিলে সেই দিন উপবাস করিতে হয় ও তথায় ক্ষৌর করিতে হয়,—শাস্ত্রের এরূপ বিধান আছে। এই বৈষ্ণবসকল তাহা না করিয়া কি-

অনুভাষ্য

বস্তুর পরম-সেব্যত্বে অবিশ্বাস ও সংশয়-মূলে অনুষ্ঠিত হওয়ায় উহা জাড্যেরই পরিচায়ক ও ক্ষণস্থায়ী কৃত্রিম ভাবুকতা ও উত্তেজনা বা আন্দোলন-মাত্র।

১০০। আদি, ৩য় পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০২-১০৩। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ৮২-৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৪। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১১। তীর্থে গমন করিয়া পাপ-বিনাশের জন্য পূর্ব্বদিবসে সংযম করিয়া পরদিবস উপবাস করিবে। শিরোগত পাপধ্বংসের জন্য মস্তকাদি মুণ্ডন করিবে। এই সকল তৈর্থিক কর্ম্মবিধান পরিত্যাগ করিয়া ভোজনাদি করিবার উদ্দেশ্য কি?

ভট্টের রাগমার্গীয় আচরণ-কথন ঃ—

ভট্ট কহে,—তুমি যেই কহ, সেই বিধি ধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্মধর্ম্ম-মর্ম্ম ॥ ১১২ ॥

ভগবানের পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ আদেশ ঃ—

ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা—ক্ষৌর, উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা—প্রসাদ-ভোজন ॥ ১১৩ ॥
তাঁহা উপবাস, যাঁহা নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু-আজ্ঞা—প্রসাদ-ত্যাগে হয় অপরাধ ॥ ১১৪ ॥

ভক্তগণের উপবাস-বিধি-ত্যাগের অন্য কারণ ঃ—

বিশেষে মহাপ্রভু করে আপনে পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি' কেনে করিবে উপোষণ ॥ ১১৫ ॥

নিজ পূর্ব্ব-দৃষ্টান্ত-বর্ণন ঃ—

পূর্ব্বে প্রভু মোরে প্রসাদ-অন্ন আনি' দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি' আমি সে অন্ন খাইল ॥ ১১৬ ॥

কৃষ্ণকৃপাফলে সেবোন্মুখতায় ফলভোগকামমূলক নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মত্যাগ ঃ—

যাঁরে কৃপা করি' করেন হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয় হয়, ছাড়ে বেদ-লোক-ধর্ম্ম ॥" ১১৭ ॥

ভাগবতের প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৪।২৯।৪৬)—

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥ ১১৮ ॥

নীচে নামিয়া রাজার কাশীমিশ্র ও পড়িছা-পাত্রকে ভক্তগণের সেবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ ঃ—

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলেতে আইলা।
কাশীমিশ্র, পড়িছা-পাত্র, দুঁহে আনাইলা ॥ ১১৯ ॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে।
"প্রভু-স্থানে আসিয়াছেন যত প্রভুর গণে ॥ ১২০ ॥
সবারে স্বচ্ছন্দে বাসা, স্বচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দ দর্শন করাইহ, নহে যেন বাধ ॥ ১২১ ॥

সেব্যের ইঙ্গিতে সেবা করাই উত্তম ঃ

প্রভুর আজ্ঞা পালিহ দুঁহে সাবধান হঞা।
আজ্ঞা নহে, তবু করিহ, ইঙ্গিত জানিয়া ॥" ১২২ ॥

সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথের একটু দূরে থাকিয়া ভক্ত-ভগবন্মিলন-দর্শন ঃ—

এত বলি' বিদায় দিল সেই দুই-জনে।
সার্ব্বভৌম দেখিতে আইল বৈষ্ণব-মিলনে ॥ ১২৩ ॥
গোপীনাথাচার্য্য, ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
দুঁহে দেখে দূরে প্রভু-বৈষ্ণব-মিলন ॥ ১২৪ ॥
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি' সব বৈষ্ণবগণ।
কাশীমিশ্র-গৃহ-পথে করিলা গমন ॥ ১২৫ ॥

ভক্তসহ মিলিতে প্রভুর স্বয়ং অনুব্রজ্যা ঃ—

হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে।
বৈষ্ণবে মিলিলা আসি' পথে বহুরঙ্গে ॥ ১২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কারণে অন্ন-জল সেবা করিবেন?' ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—'আপনি যাহা কহিলেন, তাহাই বৈধধর্ম্ম, কিন্তু রাগমার্গীয় ধর্ম্মের আর একটী সূক্ষ্ম মর্ম্ম আছে,—ভগবান্ ঋষিদিগের দ্বারাই পরোক্ষ-রূপে শাস্ত্রে ক্ষৌরোপোষণের আজ্ঞা দিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং প্রসাদ-ভোজনের আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।'

অনুভাষ্য

১১৮। ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীনারদ গোস্বামী রাজা প্রাচীনবর্হির নিকট পুরঞ্জনোপাখ্যানদ্বারা ভোগী বা কর্ম্মিজীবের এবং কর্ম্মকাণ্ডের দুর্গতি বর্ণন করিয়া ভগবৎকৃপা ব্যতীত—ব্রহ্মা, রুদ্র, মনু, দক্ষাদি প্রজাপতি, নৈষ্ঠিক চতুঃসন, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ এবং স্বয়ং, এই সকলের—কেহই যে ভগবজ্জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা বলিয়া ভগবৎ-কৃপা-ফল বর্ণন করিতেছেন,—

ভগবান্ যদা আত্মভাবিতঃ (আত্মনি ভাবিতঃ ধ্যাতঃ আরাধিতঃ প্রকটিতঃ সন্) যস্য (যম্ অনুগৃহ্ণাতি (কৃপয়তি), তদা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৮। যে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যখন আত্মভাবিত ভগবান্ হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি লোক ও বেদের প্রতি যে পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি, তাহা পরিত্যাগ করেন।

১১৯। পড়িছা—'পরীক্ষা' শব্দ হইতে 'পড়িছা'-শব্দ; অতএব তত্ত্বাবেক্ষণ করাই পড়িছার কর্ম্ম।

অনুভাষ্য

সঃ লোকে (লৌকিকব্যবহারে) বেদে (বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানে) চ পরিনিষ্ঠিতাম্ (আসক্তাং) মতিং জহাতি (ত্যজতি)।

১২১-১২২। মহাপ্রভুর নিকট যে-সকল ভক্ত গৌড়াদি দেশ হইতে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের যাহাতে ভাল বাসস্থান, ভাল প্রসাদ এবং উত্তমরূপে জগন্নাথদর্শনাদির কোনপ্রকার অসুবিধা না হয়, তাহা দেখিবার জন্য পড়িছা-পাত্রকে প্রতাপরুদ্র রাজা বলিয়া দিলেন। আর ভক্তগণের স্বাচ্ছন্দ্যাদির উদ্দেশে মহাপ্রভুর প্রকাশ্য আদেশ না পাইলেও তাঁহার ইঙ্গিত জানিয়া, যখন যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তৎক্ষণাৎ তাহাও যেন সম্পন্ন করেন।

অদ্বৈতের প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৭ ॥

উভয়ের প্রেমাবেশ, পরে ধৈর্য্য ঃ—

প্রেমানন্দে হৈলা দুঁহে পরম অস্থির।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥ ১২৮ ॥

শ্রীবাসাদির প্রভুকে প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

শ্রীবাসাদি করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
প্রত্যেকে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৯ ॥

সর্ব্বভক্তের যথাযোগ্য সম্ভাষণ ঃ—

একে একে সর্ব্বভক্তেরে কৈল সম্ভাষণ।
সবা লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন ॥ ১৩০ ॥

স্বল্পপরিসর হইলেও কাশীমিশ্রের ভবনে সর্ব্বভক্ত-সমাগম ঃ—

মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাঁহা হৈল পরিমাণ ॥ ১৩১ ॥

সকলভক্তকে প্রভুর স্বয়ং মালা-গন্ধ দান ঃ—

আপন-নিকটে প্রভু সবা বসাইলা।
আপনি স্বহস্তে সবারে মাল্য-গন্ধ দিলা ॥ ১৩২ ॥

সার্ব্বভৌম-সহ সকল ভক্তের মিলন ঃ—

ভট্টাচার্য্য আইলা তবে মহাপ্রভুর স্থানে।
যথাযোগ্য মিলিলা সবাকার সনে ॥ ১৩৩ ॥

প্রভুর অদ্বৈত-স্তুতি ঃ—

অদ্বৈতেরে কহেন প্রভু মধুর বচনে।
"আজি আমি পূর্ণ হইলাঙ তোমার আগমনে ॥" ১৩৪ ॥

অদ্বৈতকর্ত্তৃক ঈশ্বরের ভক্তবাৎসল্য-স্বভাব-বর্ণন ঃ—

অদ্বৈত কহে,—"ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥ ১৩৫ ॥
তথাপিহ ভক্তসঙ্গে হয় সুখোল্লাস।
ভক্ত-সঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস ॥" ১৩৬ ॥

প্রভুর বাল্যসঙ্গী মুকুন্দ অপেক্ষা বাসুদেব দত্তে অধিকতর প্রীতি ঃ—

বাসুদেব দেখি' প্রভু আনন্দিত হঞা।
তাঁরে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া ॥ ১৩৭ ॥
"যদ্যপি মুকুন্দ—আমা-সঙ্গে শিশু হৈতে।
তাঁহা হৈতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে ॥" ১৩৮ ॥

অমানী ও মানদ বাসুদেব-দত্তের কনিষ্ঠ মুকুন্দকে প্রভুপ্রিয়-জ্ঞানে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবুদ্ধি ঃ—

বাসু কহে,—"মুকুন্দ পাইল তোমার সঙ্গ।
তোমার চরণ পাইল সেই পুনর্জ্জন্ম ॥ ১৩৯ ॥
ছোট হঞা মুকুন্দ এবে হৈল আমার জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপায় তাতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ ॥" ১৪০ ॥

বাসুদেবকে স্বরূপের নিকট হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কর্ণামৃত' নকল করিবার আদেশ ঃ—

পুনঃ প্রভু কহে,—"আমি তোমার নিমিত্তে।
দুই পুস্তক আনিয়াছি 'দক্ষিণ' হইতে ॥ ১৪১ ॥
স্বরূপের কাছে আছে, লহ তা লিখিয়া।"
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাঞা ॥ ১৪২ ॥

বাসুদেবাদি সকল গৌড়ীয়েরই নকলরক্ষণফলে ঐ গ্রন্থদ্বয়ের সর্ব্বত্র প্রচার ঃ—

প্রত্যেক বৈষ্ণব সবে লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই গ্রন্থ সর্ব্বত্র ব্যাপিল ॥ ১৪৩ ॥

শ্রীবাসাদির প্রশংসা ঃ—

শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি' মহাপ্রীত।
"তোমার চারি-ভাইর আমি হইনু বিক্রীত ॥" ১৪৪ ॥

শ্রীবাসের দৈন্য ঃ—

শ্রীবাস কহেন,—"কেনে কহ বিপরীত।
কৃপা-মূল্যে চারি-ভাই হই তোমার ক্রীত ॥" ১৪৫ ॥

প্রভুর দামোদরের প্রতি গৌরবপ্রীতি, শঙ্করের প্রতি শুদ্ধপ্রেম ঃ—

শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে।
"সগৌরব-প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥ ১৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৯-১৪০। 'বাসু কহে মুকুন্দ'—বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ মুকুন্দ দত্ত। মুকুন্দ (বাল্যকাল হইতেই) মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। বাসুদেব কহিলেন,—মুকুন্দ আমার পূর্ব্বেই আপনার চরণ আশ্রয় করিয়াছে, আমি পরে করিলাম ; সুতরাং মুকুন্দের পারমার্থিক জন্ম আমার পূর্ব্বে হইয়াছে এবং তজ্জন্য আমি কনিষ্ঠ হইয়া পড়িলাম।

১৪৬-১৪৮। দামোদরপণ্ডিত—জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং শঙ্কর-পণ্ডিত—কনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রভু কহিলেন,—'দামোদর! তোমার প্রতি আমার সগৌরব-প্রীতি অর্থাৎ সম্মানের সহিত প্রীতি ; কিন্তু শঙ্করের প্রতি আমার কেবল শুদ্ধপ্রেম। তুমি এখন শঙ্করকে আপনার সঙ্গে রাখ।' দামোদর কহিলেন,—'প্রভো, আপনার স্নেহাধিক্য প্রাপ্ত হইয়া শঙ্কর আমার ছোটভাই হইয়াও বড়ভাই হইয়া পড়িল।'

অনুভাষ্য

১৪১। দুই পুস্তক—শ্রীব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত।

শুদ্ধ কেবল-প্রেম শঙ্কর-উপরে ।
অতএব তোমার সঙ্গে রাখহ শঙ্করে ॥" ১৪৭ ॥

অমানী ও মানদ দামোদর-পণ্ডিতের কনিষ্ঠ শঙ্করকে প্রভুপ্রিয়-জ্ঞানে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবুদ্ধি ঃ—

দামোদর কহে,—"শঙ্কর ছোট আমা হৈতে ।
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে ॥" ১৪৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শিবানন্দের প্রশংসা ঃ—

শিবানন্দে কহে প্রভু,—"তোমার আমাতে ।
গাঢ় অনুরাগ হয়, জানি আগে হৈতে ॥" ১৪৯ ॥

শিবানন্দের দৈন্য ঃ—

শুনি' শিবানন্দ-সেন প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে শ্লোক পড়িয়া ॥ ১৫০ ॥

ভগবানের দয়া প্রার্থনা ঃ—

শ্রীযামুনাচার্য্য-কৃত স্তোত্ররত্ন (২৬)—

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবানন্তশ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥ ১৫১ ॥

মুরারিগুপ্তের দৈন্যবশতঃ আত্মগোপন ঃ—

প্রথমে মুরারি-গুপ্ত প্রভুরে না দেখিয়া ।
বাহিরেতে পড়ি' আছে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৫২ ॥

ভগবানের ভক্তান্বেষণ ঃ—

মুরারি না দেখিয়া প্রভু করে অন্বেষণ ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন ॥ ১৫৩ ॥

মুরারির সদৈন্যে প্রভু-দর্শন ঃ—

তৃণ দুইগুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া ।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্যাধীন হঞা ॥ ১৫৪ ॥

আপনাকে অস্পৃশ্য-জ্ঞানে মুরারির প্রভুস্পর্শনে সঙ্কোচবোধ ঃ—

মুরারি দেখিয়া প্রভু আইলা মিলিতে ।
পাছে ভাগে মুরারি, লাগিলা কহিতে ॥ ১৫৫ ॥
"মোরে না ছুঁইহ প্রভু, মুঞি ত' পামর ।
তোমার স্পর্শযোগ নহে এই কলেবর ॥" ১৫৬ ॥

ভক্তের দৈন্যে ভগবানের আর্দ্রভাব ঃ—

প্রভু কহে,—"মুরারি, কর দৈন্য সম্বরণ ।
তোমার দৈন্য দেখি' মোর বিদীর্ণ হয় মন ॥" ১৫৭ ॥

ভক্তের সেবারত ভগবান্ ঃ—

এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
নিকটে বসাঞা করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন ॥ ১৫৮ ॥

চন্দ্রশেখর, পুণ্ডরীক ও গদাধরাদিকে প্রভুর প্রশংসা ও আলিঙ্গন ঃ—

আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, পণ্ডিত গদাধর ।
গঙ্গাদাস, হরিভট্ট, আচার্য্য পুরন্দর ॥ ১৫৯ ॥
প্রত্যক্ষে সবার প্রভু করি' গুণগান ।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান ॥ ১৬০ ॥

হরিদাসের অন্বেষণ ঃ—

সবারে সম্মানি' প্রভুর হইল উল্লাস ।
হরিদাসে না দেখিয়া কহে,—"কাঁহা হরিদাস ॥"১৬১॥

ঠাকুর হরিদাসের দৈন্যবশতঃ দূরে অবস্থান ঃ—

দূর হৈতে হরিদাস গোসাঞে দেখিয়া ।
রাজপথ-প্রান্তে পড়ি' আছে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৬২ ॥
মিলন-স্থানে আসি' প্রভুরে না মিলিলা ।
রাজপথ-প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা ॥ ১৬৩ ॥

ভক্তগণের হরিদাসকে প্রভু-আজ্ঞা-জ্ঞাপন ঃ—

ভক্ত সব ধাঞা আইল হরিদাসে নিতে ।
"প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে, চলহ ত্বরিতে ॥"১৬৪॥

মর্য্যাদা-বিধি-সংরক্ষণপূর্ব্বক হরিদাসের দৈন্যোক্তি ঃ—

হরিদাস কহে,—"আমি নীচ-জাতি ছার ।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার ॥ ১৬৫ ॥
নিভৃতে টোটা-মধ্যে স্থান যদি পাঙ ।
তাঁহা পড়ি' রহোঁ, একলে কাল গোঙাঙ ॥ ১৬৬ ॥
জগন্নাথ-সেবকের মোর স্পর্শ নাহি হয় ।
তাঁহা পড়ি' রহোঁ,—মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥" ১৬৭ ॥

লোকমুখে হরিদাসের দৈন্যোক্তি শুনিয়া প্রভুর আনন্দ ঃ—

এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল ।
শুনিয়া প্রভুর মনে বড় সুখ হইল ॥ ১৬৮ ॥

কাশীমিশ্রের প্রভুপদ বন্দন ঃ—

হেনকালে কাশীমিশ্র, পড়িছা,—দুই জন ।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ বন্দন ॥ ১৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১। হে অনন্ত, ভবার্ণবে নিমগ্ন থাকিয়া বহুদিন পরে আপনাকে কূলস্বরূপে লাভ করিয়াছি। হে ভগবন্, আপনিও আমাকে লাভ করিয়া আপনার দয়ার অতি উত্তম পাত্র পাইলেন। এই শ্লোকটী আলবন্দারু-যামুনাচার্য্য-কৃত স্তোত্রান্তর্গত।

১৬৬। টোটা-মধ্যে—উদ্যান-মধ্যে।

অনুভাষ্য

১৫১। হে অনন্ত, চিরায় ভবার্ণবান্তঃ (সংসার-দুঃখ-জলধি-মধ্যে) নিমজ্জতঃ (উত্থানশক্তিরহিতস্য মগ্নস্য) মে (মম) কূলং (তটম্) ইব [ত্বং ভগবান্ ময়া] লব্ধঃ অসি ; হে ভগবন্, ইদানীং (সম্প্রতি) ত্বয়া অপি দয়ায়াঃ ইদম্ অনুত্তমং (নাস্তি উত্তমং পরতমং শ্রেষ্ঠং যস্মাৎ তৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠং) পাত্রং লব্ধং (প্রাপ্তম্)।

সর্ব্ববৈষ্ণব দেখি' সুখ বড় পাইলা ।
যথাযোগ্য সবা-সনে আনন্দে মিলিলা ॥ ১৭০ ॥

প্রভুর নিকট বৈষ্ণবসেবার্থে কাশীমিশ্রের আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

প্রভুপদে দুই জনে কৈল নিবেদনে ।
"আজ্ঞা দেহ',—বৈষ্ণবের করি সমাধানে ॥ ১৭১ ॥
সবার করিয়াছি বাসা-গৃহ-স্থান ।
মহাপ্রসাদ সবাকারে করি সমাধান ॥" ১৭২ ॥

গোপীনাথাচার্য্যকে ভক্তগণের সর্ব্বকার্য্য-সম্পাদনার্থে প্রভুর আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"গোপীনাথ, যাহ' বৈষ্ণব লঞা ।
যাঁহা যাঁহা কহে বাসা, তাঁহা দেহ' লঞা ॥ ১৭৩ ॥

বাণীনাথের উপর প্রসাদ-ব্যবস্থার ভার ঃ—

মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ-স্থানে ।
সর্ব্ব বৈষ্ণব ইঁহো করিবে সমাধানে ॥ ১৭৪ ॥

কাশীমিশ্রের নিকট প্রভুর টোটাস্থ নিভৃতগৃহ-যাচ্ঞা ঃ—

আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে ।
একখানি ঘর আছে পরম-নির্জ্জনে ॥ ১৭৫ ॥
সেই ঘর আমাকে দেহ'—আছে প্রয়োজন ।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ ॥" ১৭৬ ॥

প্রভুর দ্রব্যাদি প্রভুর যথেচ্ছ গ্রহণার্থে প্রভুসমীপে কাশীমিশ্রের আবেদন ঃ—

মিশ্র কহে,—"সব তোমার, চাহ কি-কারণে?
আপন-ইচ্ছায় লহ, যেই তোমার মনে ॥ ১৭৭ ॥

কাশীমিশ্রের আপনাকে প্রভুর আজ্ঞাবহ ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার-জন্য প্রার্থনা ঃ—

আমি-দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী ।
যে চাহ, সেই আজ্ঞা দেহ' কৃপা করি' ॥" ১৭৮ ॥

বিদায় লইয়া গোপীনাথকে গৃহনির্ব্বাচন ও বাণীনাথকে প্রসাদ-ব্যবস্থা-ভারার্পণ ঃ—

এত কহি' দুইজনে বিদায় লইল ।
গোপীনাথ, বাণীনাথ—দুঁহে সঙ্গে নিল ॥ ১৭৯ ॥
গোপীনাথে দেখাইল সব বাসা-ঘর ।
বাণীনাথ-ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর ॥ ১৮০ ॥
বাণীনাথ আইলা বহু প্রসাদ পিঠা লঞা ।
গোপীনাথ আইলা বাসা সংস্কার করিয়া ॥ ১৮১ ॥

প্রভুর সকল ভক্তকেই স্নানান্তে চূড়া-দর্শনপূর্ব্বক প্রসাদ সম্মানার্থ আমন্ত্রণ ঃ—

মহাপ্রভু কহে,—"শুন, সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ ।
নিজ-নিজ-বাসা সবে করহ গমন ॥ ১৮২ ॥
সমুদ্রস্নান করি' কর চূড়া দরশন ।
তবে আজি ইঁহ আসি' করিবে ভোজন ॥" ১৮৩ ॥

প্রভু-প্রণামান্তে সকলভক্তের গোপীনাথ-নির্দ্দিষ্টগৃহ-প্রাপ্তি ঃ—

প্রভু নমস্করি' সবে বাসাতে চলিলা ।
গোপীনাথাচার্য্য সবে বাসাস্থান দিলা ॥ ১৮৪ ॥

ঠাকুর হরিদাসের নিকট প্রভুর আগমন ঃ—

মহাপ্রভু আইলা তবে হরিদাস-মিলনে ।
হরিদাস করে প্রেমে নাম-সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১৮৫ ॥

হরিদাসের প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

প্রভু দেখি' পড়ে পায় দণ্ডবৎ হঞা ।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাঞা ॥ ১৮৬ ॥

পরস্পরের গুণস্মরণে ভক্ত ও ভগবান্, উভয়ের প্রেম-বিহ্বলতা ঃ—

দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে ।
প্রভু-গুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু ভৃত্য-গুণে ॥ ১৮৭ ॥

ঠাকুর হরিদাসের আপনাকে অস্পৃশ্য-জ্ঞান ঃ—

হরিদাস কহে,—"প্রভু, না ছুঁইও মোরে ।
মুঞি—নীচ, অস্পৃশ্য, পরম পামরে ॥" ১৮৮ ॥

সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব প্রভুকর্ত্তৃক হরিদাসের আচার্য্যত্ব-কীর্ত্তন ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে ।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে ॥ ১৮৯ ॥

কৃষ্ণভক্তে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতীর্থ-স্নান ও সর্ব্বতপো-যজ্ঞ-দানাদি-বিদ্যমান ঃ—

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান ।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপো-দান ॥ ১৯০ ॥

কৃষ্ণভক্তই সাঙ্গ-বেদবেদান্তাধীতী ও নিখিল-ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীর গুরু ঃ—

নিরন্তর কর তুমি বেদ-অধ্যয়ন ।
দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন ॥" ১৯১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।৩৩।৭)—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥১৯২॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৮। আপনার যাহা চাই, কৃপা করিয়া তাহা আজ্ঞা করিয়া দিন। আমরা দুইজন আপনার আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্য।

১৮৩। চূড়া—জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়া।

১৯২। হে ভগবন্, যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান,

'সিদ্ধবকুলে' ঠাকুর হরিদাসকে স্থান-দান ঃ—

এত বলি' তাঁরে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে ।
অতি নিভৃতে তাঁরে দিলা বাসা-স্থানে ॥ ১৯৩ ॥

প্রভুর স্বয়ংই ভক্তসহ মিলনাঙ্গীকার ঃ—

"এইস্থানে রহি' কর নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
প্রতিদিন আসি' আমি করিব মিলন ॥ ১৯৪ ॥

মন্দিরের সুদর্শনচক্রকে প্রণামার্থ আজ্ঞা-দান ঃ—

মন্দিরের চক্র দেখি' করিহ প্রণাম ।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন ॥" ১৯৫ ॥

নিত্যানন্দাদির হরিদাস-দর্শনে আনন্দ ঃ—

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ ।
হরিদাসে মিলি' সবে পাইল আনন্দ ॥ ১৯৬ ॥

প্রভর সমুদ্রস্নানান্তে অদ্বৈতাদির সমুদ্রস্নান ঃ—

সমুদ্রস্নান করি' প্রভু আইলা নিজ-স্থানে ।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে ॥ ১৯৭ ॥

মন্দির-চূড়া-দর্শনান্তে সকলের প্রসাদ-সম্মান ঃ—

আসি' জগন্নাথের কৈল চূড়া দরশন ।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন ॥ ১৯৮ ॥

সকলের উপবেশন ও প্রভুর পরিবেশনারম্ভ ঃ—

সবারে বসাইলা প্রভু যোগ্য ক্রম করি' ।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি ॥ ১৯৯ ॥

শ্রীহস্তে প্রচুর পরিবেশন ঃ—

অল্প অন্ন নাহি আইসে দিতে প্রভুর হাতে ।
দুই-তিনের অন্ন দেন এক-এক-পাতে ॥ ২০০ ॥

প্রভুর ভোজন বিনা সকলেই প্রসাদ-সম্মানে বিরত ঃ—

প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন ।
ঊর্দ্ধ-হস্তে বসি' রহে সর্ব্ব ভক্তগণ ॥ ২০১ ॥

দামোদর-স্বরূপের নিতাইসহ প্রভুকে ভোজনার্থ প্রার্থনা ও স্বয়ং ভক্তগণকে পরিবেশনাঙ্গীকার ঃ—

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন ।
"তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন ॥ ২০২ ॥
তোমা-সঙ্গে রহে যত সন্ন্যাসীর গণ ।
গোপীনাথাচার্য্য তাঁরে করিয়াছে নিমন্ত্রণ ॥ ২০৩ ॥
আচার্য্য আসিয়াছেন ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা ।
পুরী, ভারতী আছেন তোমার অপেক্ষা করিয়া ॥২০৪॥
নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি ।
বৈষ্ণবের পরিবেশন করিতেছি আমি ॥" ২০৫ ॥

প্রভুর পরিবেশন-নিবৃত্তি, গোবিন্দ-দ্বারে হরিদাসকে প্রসাদ-প্রেরণ ঃ—

তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ-হাতে দিলা ।
যত্ন করি' হরিদাস-ঠাকুরে পাঠাইলা ॥ ২০৬ ॥

সন্ন্যাসিগণসহ প্রভুর প্রসাদ-সম্মান ও আচার্য্যের পরিবেশন ঃ—

আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসীরে লঞা ।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হঞা ॥ ২০৭ ॥

গোপীনাথাচার্য্য, শ্রীস্বরূপ ও জগদানন্দ-কর্ত্তৃক পরিবেশন ঃ—

স্বরূপ দামোদর আর জগদানন্দ ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশে তিন জনে—আনন্দ ॥ ২০৮ ॥

প্রসাদ-সম্মানকালে হরিধ্বনি ঃ—

নানা পিঠাপানা খায় আনন্দ করিয়া ।
মধ্যে মধ্যে 'হরি' কহে আনন্দিত হঞা ॥ ২০৯ ॥

সকলের আচমন ঃ—

ভোজন সমাপ্ত হৈল, কৈল আচমন ।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন ॥ ২১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তাঁহারা শ্বপচ হইলেও শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা আপনার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সমস্তপ্রকার তপস্যা করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন এবং সাঙ্গ সমস্ত বেদ পাঠ করিয়াছেন, সুতরাং আর্য্যমধ্যে পরিগণিত।

১৯৯। যোগ্যক্রম করি'—যাঁহার পর যাঁহার বসা উচিত, সেরূপ করিয়া।

অনুভাষ্য

১৭৫। এক্ষণে এইস্থান 'সিদ্ধবকুল-মঠ' নামে খ্যাত।

১৯২। দেবহূতি-কর্ত্তৃক ভগবান্ কপিলের স্তুতিবর্ণন-প্রসঙ্গে নিখিল গুণরাশিসম্পন্ন তদীয়-ভক্ত-মাহাত্ম্য-বর্ণন,—

যৎ (যস্য) জিহ্বাগ্রে তুভ্যং (তব) নাম বর্ত্ততে, অতঃ (দৈক্ষ্যবিপ্রাভিধানাৎ) সঃ শ্বপচঃ (শৌক্রান্ত্যজাদি-নীচকুলোদ্ভূতঃ) অপি গরীয়ান্ (শ্রেষ্ঠঃ) অহো বত (ইত্যাশ্চর্য্যম্)। যে তে (তব) নাম গৃণন্তি (উচ্চারয়ন্তি), তে তপঃ তেপুঃ (অনুষ্ঠিতবন্তঃ—তপস্বিনোঽধিকা ইত্যর্থঃ) জুহুবুঃ (হোমং কৃতবন্তঃ), সস্নুঃ (সর্ব্বেষ্বেব তীর্থেষু স্নাতাঃ), আর্য্যাঃ (সদাচারাঃ), ব্রহ্ম (সাঙ্গং বেদম্) অনূচুঃ (অধীতবন্তঃ)। ইহার তথ্য ও পূর্ব্ববর্ত্তি-শ্লোকের বিবৃতি শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

১৯৫। শ্রীহরিদাস ঠাকুর লৌকিক-স্মৃতিবিধানমতে শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে আপনাকে অযোগ্য জানিয়াছেন জানিয়া শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে দূর হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়ার অগ্রভাগে সুদর্শনচক্র দেখিয়া প্রণাম করিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং বলিলেন যে, এই সিদ্ধবকুলে তোমার জন্য মহাপ্রসাদ আসিবে।

সকলের নিজগৃহে গমন ও সন্ধ্যায় প্রভুসহ পুনর্মিলন ঃ—

বিশ্রাম করিতে সবে নিজ-বাসা গেলা ।
সন্ধ্যাকালে আসি' পুনঃ প্রভুকে মিলিলা ॥ ২১১ ॥

রামানন্দের আগমন ও বৈষ্ণবগণসহ মিলন ঃ—

হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভুস্থানে ।
প্রভু মিলাইল তাঁরে সব বৈষ্ণবগণে ॥ ২১২ ॥

সন্ধ্যায় মন্দিরাঙ্গনে ভক্তগণসহ কীর্ত্তনারম্ভ ঃ—

সবা লঞা গেলা প্রভু জগন্নাথালয় ।
কীর্ত্তন-আরম্ভ তথা কৈল মহাশয় ॥ ২১৩ ॥

সকলকে পড়িছার মাল্যচন্দন-দান, চতুর্দ্দিকে
চতুঃসম্প্রদায়ের মহাকীর্ত্তনারম্ভ ঃ—

সন্ধ্যা-ধূপ দেখি' আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন ।
পড়িছা আসি' সবারে দিল মাল্য-চন্দন ॥ ২১৪ ॥
চারিদিকে চারি-সম্প্রদায় করেন কীর্ত্তন ।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥ ২১৫ ॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে, বত্রিশ করতাল ।
হরিধ্বনি করে সবে, বলে,—ভাল, ভাল ॥ ২১৬ ॥
কীর্ত্তনের ধ্বনি মহামঙ্গল উঠিল ।
চতুর্দ্দশ লোক ভেদি' ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥ ২১৭ ॥

কীর্ত্তন-শ্রবণে বহু পুরীবাসীর আগমন ও বিস্ময় ঃ—

কীর্ত্তন-আরম্ভে প্রেম উথলি' চলিল ।
নীলাচলবাসী লোক ধাঞা আইল ॥ ২১৮ ॥
কীর্ত্তন দেখি' সবার মনে হৈল চমৎকার ।
কভু নাহি দেখি ঐছে প্রেমের বিকার ॥ ২১৯ ॥

'বেড়া-নৃত্য'-কীর্ত্তন বা মন্দির-প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কীর্ত্তন ঃ—

তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া ।
প্রদক্ষিণ করি' বুলেন নর্ত্তন করিয়া ॥ ২২০ ॥

প্রভুর অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার ঃ—

আগে-পাছে গান করে চারি-সম্প্রদায় ।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায় ॥ ২২১ ॥
অশ্রু, পুলক, কম্প, স্বেদ, গম্ভীর, হুঙ্কার ।
প্রেমের বিকার দেখি' লোকে চমৎকার ॥ ২২২ ॥
পিচ্‌কারি-ধারা জিনি' অশ্রু নয়নে ।
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে ॥ ২২৩ ॥
'বেড়ানৃত্য' মহাপ্রভু করি' কতক্ষণ ।
মন্দিরের পাছে রহি' করয়ে কীর্ত্তন ॥ ২২৪ ॥

চতুঃসম্প্রদায়-মধ্যে প্রভুর নর্ত্তন ঃ—

চারিদিকে নাচে, সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায় ।
মধ্যে তাণ্ডব-নৃত্য করে গৌররায় ॥ ২২৫ ॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি' প্রভু স্থির হৈলা ।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ॥ ২২৬ ॥

চারি মহান্ত—(১) নিত্যানন্দ, (২) অদ্বৈত ঃ—

এক সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ-রায়ে ।
অদ্বৈত-আচার্য্য নাচে আর সম্প্রদায়ে ॥ ২২৭ ॥

(৩) বক্রেশ্বর, (৪) শ্রীবাস ঃ—

আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত-বক্রেশ্বর ।
শ্রীবাস নাচে আর সম্প্রদায়-ভিতর ॥ ২২৮ ॥

কীর্ত্তন-মধ্যে প্রভুর অবস্থান ও চারিজনের নর্ত্তন-
দর্শনার্থে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ঃ—

মধ্যে রহি' মহাপ্রভু করেন দরশন ।
তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য হইল প্রকটন ॥ ২২৯ ॥
চারিদিকে নৃত্যগীত করে যত জন ।
সবে কহে,—প্রভু করে আমারে দরশন ॥ ২৩০ ॥
চারিজনের নৃত্য দেখিতে প্রভুর অভিলাষ ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥ ২৩১ ॥
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখি' মাত্র জানে ।
কেমনে চৌদিকে দেখে,—ইহা নাহি জানে ॥ ২৩২ ॥

ব্রজলীলায় সখাগণমধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের
পুলিন-ভোজনের উপমা ঃ—

পুলিন-ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্য-স্থানে ।
চৌদিকের সখা কহে,—আমারে নেহানে ॥ ২৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৪। পাঠান্তরে,—"সন্ধ্যা-ধূপ দেখি' আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন। পড়িছা আনিয়া দিল মাল্য-চন্দন।। চারিদিকে চারিসম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন। মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন।।"

২২৩। লোক সব করয়ে সিনানে—চারিদিকের লোক সব অশ্রুজলে স্নান করে।

২২৪। বেড়া-নৃত্য—মন্দির বেড়িয়া নৃত্য।

২৩৩। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ যখন পুলিনভোজন করিয়াছিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া রাখালগণ প্রত্যেকেই দেখিতেছিলেন যে, কৃষ্ণ তাঁহারই দিকে মুখ ফিরাইয়া ভোজন করিতেছেন।

অনুভাষ্য

২০৪, ২০৭। আচার্য্য—শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য ।

২০৯। তৎকালে প্রসাদসম্মানকালে শুদ্ধসম্প্রদায়ে হরিধ্বনি দিবার রীতি ছিল।

ইতি অনুভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্নিহিত নৃত্যকারী ভক্তকে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ২৩৪ ॥

মহাসঙ্কীর্ত্তন-নর্ত্তন ঃ—

মহানৃত্য, মহাপ্রেম, মহাসঙ্কীর্ত্তন।
দেখি' প্রেমাবেশে ভাসে নীলাচল-জন ॥ ২৩৫ ॥

প্রতাপরুদ্রের অট্টালিকোপরি কীর্ত্তন-দর্শন ঃ—

গজপতি রাজা শুনি' কীর্ত্তন-মহত্ত্ব।
অট্টালিকা চড়ি' দেখে স্বগণ-সহিত ॥ ২৩৬ ॥

রাজার বিস্ময় ও প্রভুপদ-দর্শনে উৎকণ্ঠা ঃ—

কীর্ত্তন দেখিয়া রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুকে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার ॥ ২৩৭ ॥

কীর্ত্তনান্তে পুষ্পাঞ্জলি-দর্শনপূর্ব্বক ভক্তগণসহ গৃহে আগমন ঃ—

কীর্ত্তন-সমাপ্ত্যে প্রভু দেখি' পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি' ॥ ২৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সেইরূপ মহাপ্রভুও যখন নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ ভক্তগণ তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া মুখ দর্শন করিয়াছিলেন। ইহাও প্রভুর একটী ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ। নেহানে—দেখে।

সকলের প্রভুহস্ত-বিতরিত প্রসাদ-সম্মান ঃ—

পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর ॥ ২৩৯ ॥

ভক্তগণকে বিশ্রামার্থে অনুমতি-দান ঃ—

সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ॥ ২৪০ ॥

প্রভুসঙ্গে অবস্থানকালে সকলের এইরূপ কীর্ত্তনানন্দ-লাভ ঃ—

যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ২৪১ ॥

বেড়ানৃত্য-কীর্ত্তন-শ্রবণে চিদ্বৃত্তিস্ফূর্ত্তি ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস।
যেবা ইহা শুনে, হয় চৈতন্যের দাস ॥ ২৪২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৪৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে 'বেড়াকীর্ত্তন'-বিলাস-বর্ণনং নাম একাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৮। পুষ্পাঞ্জলি—জগন্নাথদেবের পুষ্পাঞ্জলি।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিতে রাজা অনেক চেষ্টা করিলেন। প্রভু-নিত্যানন্দ সকলভক্তকে সঙ্গে লইয়া রাজার চিত্ত-ভাব প্রভুকে জানাইলেন। মহাপ্রভু তথাপি অস্বীকার করায় নিত্যানন্দপ্রভু একটী বহির্ব্বাস মহাপ্রভুর নিকট হইতে লইয়া রাজাকে পাঠাইয়া দিলেন। রামানন্দ রায় অন্যদিবসে রাজাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মহাপ্রভুকে জানাইলে মহাপ্রভু তাহাতে সম্মত না হইয়া, রাজার পুত্রকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন ; রাজপুত্রের কৃষ্ণোদ্দীপক বেষ দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন। রথযাত্রার পূর্ব্বেই স্বীয় ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভু গুণ্ডিচাবাড়ী ধৌত ও মার্জ্জিত করিলেন। তদনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান করিয়া উপবনে সমস্ত বৈষ্ণব লইয়া মহাপ্রভু প্রসাদসেবা করিলেন। মন্দির-মার্জ্জন-সময়ে কোন গৌড়ীয় মহাপ্রভুর চরণে জল দিয়া সেই জল পান করায় একটী প্রেম-রহস্যের উদয় হইল। আবার অদ্বৈতপুত্র শ্রীগোপাল মূর্চ্ছিত হইলে তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় না দেখিয়া, মহাপ্রভু তাঁহাকে চেতন করিলেন। প্রসাদ-সেবন-সময়ে অদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুতে একটু প্রেমকলহ হইয়াছিল। অদ্বৈতপ্রভু কহিলেন,—'অজ্ঞাত কুল-শীল নিত্যানন্দের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করা গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নয়' ; তদুত্তরে প্রভু নিত্যানন্দ বলিলেন,—"অদ্বৈতাচার্য্য 'অদ্বৈতসিদ্ধান্তে' নিপুণ ; ভদ্রলোকে তাঁহার সঙ্গে ভোজন করিলে চিত্ত, না জানি, কিরূপ হইয়া উঠে?' এই উভয় প্রভুর কথারই অত্যন্ত গূঢ়-রহস্য আছে, তাহা সদ্ভক্ত লোকেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। বৈষ্ণবদিগের সেবা হইবার পর স্বরূপাদি সজ্জন গৃহমধ্যে প্রসাদসেবা করিলেন। শ্রীনব-যৌবন-দর্শন-দিনে ভক্তগণ লইয়া মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু-দর্শনে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সন্নিহিত নৃত্যকারী ভক্তকে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ২৩৪ ॥

মহাসঙ্কীর্ত্তন-নর্ত্তন ঃ—

মহানৃত্য, মহাপ্রেম, মহাসঙ্কীর্ত্তন।
দেখি' প্রেমাবেশে ভাসে নীলাচল-জন ॥ ২৩৫ ॥

প্রতাপরুদ্রের অট্টালিকোপরি কীর্ত্তন-দর্শন ঃ—

গজপতি রাজা শুনি' কীর্ত্তন-মহত্ত্ব।
অট্টালিকা চড়ি' দেখে স্বগণ-সহিত ॥ ২৩৬ ॥

রাজার বিস্ময় ও প্রভুপদ-দর্শনে উৎকণ্ঠা ঃ—

কীর্ত্তন দেখিয়া রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুকে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার ॥ ২৩৭ ॥

কীর্ত্তনান্তে পুষ্পাঞ্জলি-দর্শনপূর্ব্বক ভক্তগণসহ গৃহে আগমন ঃ—

কীর্ত্তন-সমাপ্ত্যে প্রভু দেখি' পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি' ॥ ২৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সেইরূপ মহাপ্রভুও যখন নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ ভক্তগণ তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া মুখ দর্শন করিয়াছিলেন। ইহাও প্রভুর একটী ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ। নেহানে—দেখে।

সকলের প্রভুহস্ত-বিতরিত প্রসাদ-সম্মান ঃ—

পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর ॥ ২৩৯ ॥

ভক্তগণকে বিশ্রামার্থে অনুমতি-দান ঃ—

সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ॥ ২৪০ ॥

প্রভুসঙ্গে অবস্থানকালে সকলের এইরূপ কীর্ত্তনানন্দ-লাভ ঃ—

যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ২৪১ ॥

বেড়ানৃত্য-কীর্ত্তন-শ্রবণে চিদ্বৃত্তিস্ফূর্ত্তি ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস।
যেবা ইহা শুনে, হয় চৈতন্যের দাস ॥ ২৪২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৪৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে 'বেড়াকীর্ত্তন'-বিলাস-বর্ণনং নাম একাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৮। পুষ্পাঞ্জলি—জগন্নাথদেবের পুষ্পাঞ্জলি।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিতে রাজা অনেক চেষ্টা করিলেন। প্রভু-নিত্যানন্দ সকলভক্তকে সঙ্গে লইয়া রাজার চিত্ত-ভাব প্রভুকে জানাইলেন। মহাপ্রভু তথাপি অস্বীকার করায় নিত্যানন্দপ্রভু একটী বহির্ব্বাস মহাপ্রভুর নিকট হইতে লইয়া রাজাকে পাঠাইয়া দিলেন। রামানন্দ রায় অন্যদিবসে রাজাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মহাপ্রভুকে জানাইলে মহাপ্রভু তাহাতে সম্মত না হইয়া, রাজার পুত্রকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন; রাজপুত্রের কৃষ্ণোদ্দীপক বেষ দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন। রথযাত্রার পূর্ব্বেই স্বীয় ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভু গুণ্ডিচাবাড়ী ধৌত ও মার্জ্জিত করিলেন। তদনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান করিয়া উপবনে সমস্ত বৈষ্ণব লইয়া মহাপ্রভু প্রসাদসেবা করিলেন। মন্দির-মার্জ্জন-সময়ে কোন গৌড়ীয় মহাপ্রভুর চরণে জল দিয়া সেই জল পান করায় একটী প্রেম-রহস্যের উদয় হইল। আবার অদ্বৈতপুত্র শ্রীগোপাল মূর্চ্ছিত হইলে তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় না দেখিয়া, মহাপ্রভু তাঁহাকে চেতন করিলেন। প্রসাদ-সেবন-সময়ে অদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুতে একটু প্রেমকলহ হইয়াছিল। অদ্বৈতপ্রভু কহিলেন,—'অজ্ঞাত কুল-শীল নিত্যানন্দের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করা গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নয়'; তদুত্তরে প্রভু নিত্যানন্দ বলিলেন,—"অদ্বৈতাচার্য্য 'অদ্বৈতসিদ্ধান্তে' নিপুণ; ভদ্রলোকে তাঁহার সঙ্গে ভোজন করিলে চিত্ত, না জানি, কিরূপ হইয়া উঠে?' এই উভয় প্রভুর কথারই অত্যন্ত গূঢ়-রহস্য আছে, তাহা সম্ভক্ত লোকেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। বৈষ্ণবদিগের সেবা হইবার পর স্বরূপাদি সজ্জন গৃহমধ্যে প্রসাদসেবা করিলেন। শ্রীনব-যৌবন-দর্শন-দিনে ভক্তগণ লইয়া মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু-দর্শনে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গুণ্ডিচা-মার্জ্জনকারী গৌরসুন্দর ঃ—

শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ
সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

গৌরভক্তের নিকট গ্রন্থকারের কৃষ্ণচৈতন্যের গুণ-লীলা-বর্ণনে শক্তি প্রার্থনা ঃ—

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
শক্তি দেহ,—করি যেন চৈতন্য-বর্ণন ॥ ৩ ॥

দাক্ষিণাত্য হইতে আসার পর প্রতাপরুদ্রের প্রভু-দর্শনোৎকণ্ঠা ঃ—

পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে প্রভু যবে আইলা।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥ ৪ ॥

দর্শনার্থে ভট্টাচার্য্যকে প্রভুর অনুমতির জন্য লিপি-প্রেরণ ঃ—

কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম-ঠাঞি।
প্রভুর আজ্ঞা হয় যদি, দেখিবারে যাই ॥ ৫ ॥

ভট্টকর্ত্তৃক প্রভুর নিষেধাজ্ঞা-জ্ঞাপন, পুনঃ লৌল্যলিপি-প্রেরণ ঃ—

ভট্টাচার্য্য লিখিল,—প্রভুর আজ্ঞা না হৈল।
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল ॥ ৬ ॥

ভক্তগণ-সমীপে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা ঃ—

'প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ।
মোর লাগি' তাঁ-সবারে করিহ নিবেদন ॥ ৭ ॥

সেই সব দয়ালু মোরে হঞা সদয়।
মোর লাগি' প্রভুপদে করিবে বিনয় ॥ ৮ ॥

তাঁ-সবার প্রসাদে মিলে শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভুকৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায় ॥ ৯ ॥

প্রভু-কৃপার অভাবে রাজার নির্ব্বেদ এবং রাজ্য-ত্যাগের প্রতিজ্ঞা ঃ—

যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি' যোগী হই' হইব ভিখারী ॥' ১০ ॥

সকল ভক্তকে রাজপত্র-প্রদর্শন ঃ—

ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি' চিন্তিত হঞা।
ভক্তগণ-পাশ গেলা সেই পত্রী লঞা ॥ ১১ ॥

সবারে মিলিয়া কহিল রাজ-বিবরণ।
পিছে সেই পত্রী সবারে করাইল দরশন ॥ ১২ ॥

রাজার প্রভুভক্তি-দর্শনে সকল ভক্তেরই বিস্ময় ঃ—

পত্রী দেখি' সবার মনে হইল বিস্ময়।
প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয় !! ১৩ ॥

সকলেরই প্রভুর দৃঢ়সঙ্কল্প-হেতু ভয় ও রাজাকে অপ্রিয় সত্য-কথনে অনিচ্ছা ঃ—

সবে কহে,—"প্রভু তাঁরে কভু না মিলিবে।
আমি সব কহি যদি, দুঃখ সে মানিবে ॥" ১৪ ॥

সার্ব্বভৌমের যুক্তি—প্রভুর নিকট রাজার ভগবদ্ভক্তি-নিষ্ঠা-বর্ণনেচ্ছা ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"সবে চল' একবার।
মিলিতে না কহিব, কহিব রাজ-ব্যবহার ॥" ১৫ ॥

প্রভুসমীপে আসিয়াও সকলের রাজার কথা জ্ঞাপন করিতে ভয় ঃ—

এত বলি' সবে গেলা মহাপ্রভুর স্থানে।
কহিতে উন্মুখ সবে, না কহে বচনে ॥ ১৬ ॥

সকলের ভয়চকিত দৃষ্টি-দর্শনে প্রভুর আগমন-কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"কি কহিতে সবার আগমন?
দেখিয়ে কহিতে চাহ,—না কহ, কি কারণ ??" ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। গৌরচন্দ্র আত্মীয় ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির সম্মার্জ্জন (ও প্রক্ষালন) করত স্বীয় শীতল ও উজ্জ্বল চিত্তের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া কৃষ্ণের উপবেশন-যোগ্য করিয়াছিলেন।

১৫। সার্ব্বভৌম কহিলেন,—আমরা সকলে একত্র হইয়া মহাপ্রভুর নিকটে রাজার সুবৈষ্ণব-ব্যবহার কীর্ত্তন করিব। রাজাকে দর্শন দিবার জন্য অনুরোধ করিব না।

অনুভাষ্য

১। সঃ গৌরঃ আত্মবৃন্দৈঃ (নিজভক্তগণৈঃ সহ) শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরং সম্মার্জ্জয়ন্ (মলাদি-বিরহিতং কুর্ব্বন্) ক্ষালনতঃ (প্রক্ষালনাদিনা) স্বচিত্তবৎ (আত্মহৃদয়বৎ) শীতলং (ভোগবাসনানল-জনিত-ত্রিতাপবিহীনম্) উজ্জ্বলং (দীপ্তিবিশিষ্টং) চ কৃষ্ণোপ-বেশৌপয়িকং (কৃষ্ণস্য বাসযোগ্যং স্থানং) চকার।

৭-৯। 'কল্যাণকল্পতরু' গ্রন্থে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—"কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম। সংসার-অনল হ'তে মাগিব বিশ্রাম।। শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব-ঠাকুর। আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর।। বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। মো-হেন পামর-প্রতি হ'বৈন সদয়।।"

নিত্যানন্দের সভয়ে বক্তব্য-নিবেদন ঃ—

নিত্যানন্দ কহে,—"তোমায় চাহি নিবেদিতে।
না কহিলে রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিত্তে ॥ ১৮ ॥
যোগ্যাযোগ্য তোমায় সব চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে ॥ ১৯ ॥

গৌরকৃপার অভাবে রাজ-প্রতিজ্ঞা নিবেদন ঃ—

কাণে মুদ্রা লই' মুঞি হইব ভিখারী।
রাজ্যভোগ নহে চিত্তে বিনা গৌরহরি ॥ ২০ ॥

রাজার গাঢ় গৌরানুরাগ ঃ—

দেখিব সে মুখচন্দ্র নয়ন ভরিয়া।
ধরিব সে পাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া ॥" ২১ ॥

প্রভুর আচার্য্যোচিত কঠোর সন্ন্যাস-ধর্ম্মপর বাক্য ঃ—

যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হয় মন।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন ॥ ২২ ॥

রাজদর্শনরূপ ভক্তগণের ইচ্ছা জানিয়া প্রভুর অনুযোগ ঃ—

"তোমা-সবার ইচ্ছা,—এই আমারে লঞা।
রাজাকে মিলহ ইঁহ কটকেতে গিয়া ॥ ২৩ ॥

বিধি-লঙ্ঘনে লোকনিন্দা ও দামোদর পণ্ডিতের বাগ্দণ্ডের সম্ভাবনা ঃ—

পরমার্থ থাকুক্, লোকে করিবে নিন্দন।
লোকে রহু—দামোদর করিবে ভর্ৎসন ॥ ২৪ ॥

মর্য্যাদা-প্রদর্শনছলে দামোদরের অনধিকার-চর্চ্চার প্রতি কটাক্ষ ঃ—

তোমা-সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যবে, মিলি তবে তাঁরে ॥" ২৫ ॥

দামোদরের অভিমান ও অনুযোগ ঃ—

দামোদর কহে,—"তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর ॥ ২৬ ॥
আমি কোন্ ক্ষুদ্রজীব, তোমাকে বিধি দিব?
আপনি মিলিবে তাঁরে, তাহাও দেখিব ॥ ২৭ ॥
রাজা তোমারে স্নেহ করে, তুমি—স্নেহবশ।
তাঁর স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ ॥ ২৮ ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম-স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র ॥" ২৯ ॥

প্রভুর মতে মত দিয়া নিত্যানন্দের রাজানুরাগ সমর্থন ঃ—

নিত্যানন্দ কহে—"ঐছে হয় কোন্ জন।
যে তোমারে কহে, 'কর রাজদরশন' ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণানুরাগীর স্বভাব ও যাজ্ঞিক-বিপ্রপত্নীগণের দৃষ্টান্ত ঃ—

কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ-প্রাণ সে ছাড়য় ॥ ৩১ ॥
যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণী সব তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ লাগি' পতি-আগে ছাড়িলেক প্রাণ ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। কাণে মুদ্রা—পশ্চিমদেশে যোগিগণকে 'কাণ-ফাটা যোগী' বলে; যোগীরা কাণে শম্বুকের অস্থিদ্বারা একটী চিহ্ন ধারণ করেন।

রাজা বলিলেন,—গৌরহরির দর্শন-বিনা রাজ্য-ভোগ চিত্তে নহে অর্থাৎ ভালে লাগে না।

২৪-২৫। পরমার্থ-বিচারে সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজ-সন্দর্শন দোষাবহ। সে-দোষের ত' কথাই নাই—আবার সন্ন্যাসীর স্বল্পদোষ দেখিলেই লোকে নিন্দা করে। লোকনিন্দা পরিত্যাগের একটু তাৎপর্য্য আছে,—জগতে ধর্ম্ম-প্রচারই সন্ন্যাসীর কর্ম্ম; জগতে যদি নিন্দাই হইল, তাহা হইলে ধর্ম্ম-প্রচারকার্য্য ভালরূপে হয় না; এতন্নিবন্ধন লোক-রক্ষা করাও প্রয়োজন। লোকনিন্দার কথা দূরে থাকুক্—আমার নিকট এই যে দামোদর পণ্ডিত বসিয়া আছেন, ইঁহার হাতেই নিস্তার পাওয়া কঠিন, ইনি অবশ্যই আমাকে ভর্ৎসন করিবেন। শুধু তোমাদের আজ্ঞায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি না; যদি দামোদর মিলিত হইতে বলেন, তাহা হইলেই পারি।' প্রভুর এই বাক্যে অনেক গূঢ় অর্থ আছে,—দামোদরের ভক্তিবশ হইলেও তাঁহার বাগ্দণ্ড অনেক সময় প্রভুর পক্ষে অযোগ্য। এই কথায় দামোদরের সেই প্রবৃত্তি ছাড়িতে হইবে।

৩১-৩২। একদিন শ্রীকৃষ্ণ রাখাল ও গরুর পাল লইয়া মথুরার নিকটবর্ত্তী হইলে রাখালদিগের ক্ষুধা হইল; কৃষ্ণ কহিলেন,—'নিকটস্থ-বনে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট গিয়া আমার নামে অন্নভিক্ষা কর।' রাখালগণ গিয়া অন্ন যাচ্ঞা করিলে কর্ম্মজড় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা অন্ন দিলেন না। ব্রাহ্মণপত্নীগণ কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ রাখাল-

অনুভাষ্য

২৯। যদিও তুমি ঈশ্বর, সুতরাং কাহারও নিকট কোন প্রকারেই বাধ্য নও, তথাপি নিজস্বভাবক্রমে তুমি তোমার ঐকান্তিক ভক্তগণের প্রীতিতেই বাধ্য।

৩১। মধ্য, ২য় পঃ ২৮, ৪৩ ও ৪৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য; ৪র্থ পঃ ১৮৬ সংখ্যা এবং অন্ত্য ৪র্থ পঃ ৬১-৬৪ সংখ্যা এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

৩২। যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নীগণের কৃষ্ণপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গ—ভাঃ ১০ স্কঃ, ২৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

নিত্যানন্দের যুক্তি ঃ—

এক যুক্তি আছে, যদি কর অবধান ।
তুমি না মিলিলেহ তাঁরে, রহে তাঁর প্রাণ ॥ ৩৩ ॥
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ' কৃপা করি' ।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে, তোমার আশা ধরি' ॥" ৩৪ ॥

নিত্যানন্দাদির বশ প্রভু ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি-সব পরম বিদ্বান্ ।
যেই ভাল হয়, সেই কর সমাধান ॥" ৩৫ ॥

নিত্যানন্দকর্ত্তৃক গোবিন্দ-সমীপে প্রভুর বহির্ব্বাস গ্রহণ ঃ—

তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞি গোবিন্দের পাশ ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস ॥ ৩৬ ॥

সার্ব্বভৌমদ্বারে রাজাকে উহা প্রেরণ ঃ—

সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম-পাশ দিল ।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠা'ল ॥ ৩৭ ॥

প্রভুর বস্ত্র প্রভুসহ অভিন্ন জানিয়া রাজার সেবা ঃ—

বস্ত্র পাঞা রাজার হৈল আনন্দিত মন ।
প্রভুরূপ করি' করে বস্ত্রের পূজন ॥ ৩৮ ॥

পুরীতে আসিয়া প্রভুসঙ্গলাভার্থে রায়ের অবসর-গ্রহণ-জন্য রাজানুমতি-প্রাপ্তি ঃ—

রামানন্দ রায় যবে 'দক্ষিণ' হৈতে আইলা ।
প্রভুসঙ্গে রহিতে রাজাকে নিবেদিলা ॥ ৩৯ ॥

রায়কে প্রভুর দর্শন-লাভার্থে রাজার অনুরোধ ঃ—

তবে রাজা সন্তোষে তাঁহারে আজ্ঞা দিলা ।
আপনি মিলন লাগি' কহিতে লাগিলা ॥ ৪০ ॥

"মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে ।
মোরে মিলিবারে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে ॥" ৪১ ॥

রাজসহ কটক হইতে পুরীতে আসিয়াই রায়ের প্রভুদর্শন ঃ—

একসঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা ।
রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা ॥ ৪২ ॥

প্রভুসমীপে রাজার জন্য আবেদন ঃ—

প্রভুপদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার ।
প্রসঙ্গ পাঞা ঐছে কহে বারবার ॥ ৪৩ ॥

ব্যবহার-চতুর শ্রীরামানন্দ ঃ—

রাজমন্ত্রী রামানন্দ—ব্যবহারে নিপুণ ।
রাজপ্রীতি কহি' দ্রবাইল প্রভুর মন ॥ ৪৪ ॥

উৎকণ্ঠিত রাজাকে দর্শনদান-জন্য প্রভুকে প্রার্থনা ঃ—

উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে ।
রামানন্দ সাধিলেন প্রভুরে মিলিবারে ॥ ৪৫ ॥
রামানন্দ প্রভু-পায় কৈল নিবেদন ।
"একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ ॥" ৪৬ ॥

রায়ের নিকটই প্রভুর সদ্বিচার-যাজ্ঞা ঃ—

প্রভু কহে,—"রামানন্দ, কহ বিচারিয়া ।
রাজাকে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হঞা ? ৪৭ ॥
রাজার মিলনে ভিক্ষুকের দুই কুল নাশ ।
পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস ॥" ৪৮ ॥

প্রভুকে রায়ের বিধিনিষেধাতীত 'ঈশ্বর'-জ্ঞান ঃ—

রামানন্দ কহে,—"তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র ।
কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র ॥" ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দিগের যাজ্ঞা শ্রবণ করত পতিগণের যজ্ঞ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন দিবার জন্য অনেক বিভ্রাট স্বীকার করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবত্তত্ত্বে অনুরাগ থাকিলে তাঁহার সেবার অভাবে ভক্ত প্রাণ ছাড়িতেও প্রস্তুত হয়।

অনুভাষ্য

৩৪। রাজার ভাগ্যে তোমার দর্শন-প্রাপ্তি কিছুতেই ঘটিবে না এবং সেই দর্শনাভাবজন্য তাঁহার প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছে ; এক্ষণে যদি তোমার একখানি পরিধেয় বহির্ব্বাস কৃপা করিয়া তাঁহাকে প্রদান কর, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি তোমার দয়া আছে বলিয়া বুঝিবে এবং ভবিষ্যতে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে,—এরূপ আশায় রাজাও প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে।

৩৮। প্রভুকে যেরূপ আগ্রহসহ রাজা পূজা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, প্রভুদত্ত বহির্ব্বাস খণ্ডকে প্রভুসদৃশ জ্ঞান করিয়া তাদৃশ পূজা করিতে লাগিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গের সহিত তৎ-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। রামানন্দরায় রাজমন্ত্রিত্বে রাজকীয়-ব্যবহার ইত্যাদি সকল বিষয়ে বড়ই নিপুণ ছিলেন, সুতরাং রাজার যে মহাপ্রভুর প্রতি প্রীতি আছে, তাহা বর্ণন করিয়া প্রভুর চিত্ত দ্রব করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

পরিধেয় বসন-ভূষণাদির নিত্য-অভেদ। সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীবলদেবেরই কলা 'শেষ'-রূপী বিষ্ণু শয্যা ও বসনাদি বিবিধ-রূপে স্বীয় আরাধ্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই সবই একই কৃষ্ণ-প্রতীতিতে শুদ্ধসেবকের সেব্য ; বিশেষতঃ মহাপ্রভু—অদ্বয়জ্ঞান সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্। এইরূপ সচ্চিদানন্দময় গুরু-বৈষ্ণবের ও তাঁহাদের ব্যবহার্য্য উপকরণকেও পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ জীবের নিত্য পরমার্চ্চনীয় বিগ্রহ বলিয়া জানিতে হইবে।

আপনাকে বিধিবাধ্য দেখাইয়া প্রভুর ছলনা-চেষ্টা ঃ—

প্রভু কহে,—"আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী ।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ ৫০ ॥

বৈধসন্ন্যাসীর পক্ষে নিষ্কলঙ্ক আচরণ-কর্ত্তব্যতা ঃ—

শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায় ।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায় ॥" ৫১ ॥

মহাপাপীর উদ্ধারহেতু ভগবদ্ভক্ত রাজারও প্রভুদর্শন-সৌভাগ্যলাভে অবশ্যই অধিকার ঃ—

রায় কহে,—"যত পাপী করিয়াছ অব্যাহতি ।
ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত গজপতি ॥" ৫২ ॥

প্রভুর তথাপি রাজ-দর্শনে অনিচ্ছা ঃ—

প্রভু কহে,—"পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস ।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ ॥ ৫৩ ॥

জড়ের 'বিষয়ী'-সংজ্ঞা—সর্ব্বগুণ-নাশক ঃ—

যদ্যপি প্রতাপরুদ্র—সর্ব্ব গুণবান্ ।
তাঁহারে মলিন কৈল এক 'রাজা' নাম ॥ ৫৪ ॥

অবশেষে রায়ের আগ্রহে প্রভুর রাজপুত্রসহ মিলিতে ইচ্ছা ঃ—

তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয় ।
তবে আনি' মিলাহ তুমি তাঁহার তনয় ॥ ৫৫ ॥

পিতা ও পুত্রে দৈহিক-ধাতুগত অভেদ ঃ—

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—এই শাস্ত্রবাণী ।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিবে আপনি ॥" ৫৬ ॥

রাজাকে রায়ের প্রভুর কৃপা-সংবাদ-জ্ঞাপন ; রাজপুত্রকে প্রভু-সমীপে আনয়ন ঃ—

তবে রায় যাই' সব রাজারে কহিলা ।
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লঞা আইলা ॥ ৫৭ ॥

শ্যামবর্ণ কিশোর রাজপুত্রকে প্রভুর 'কৃষ্ণ' বলিয়া উদ্দীপন ঃ—

সুন্দর, রাজার পুত্র—শ্যামল বরণ ।
কিশোর বয়স, দীর্ঘ কমলনয়ন ॥ ৫৮ ॥
পীতাম্বর, ধরে অঙ্গে রত্ন-আভরণ ।
শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে তেঁহ হৈলা 'উদ্দীপন' ॥ ৫৯ ॥
তাঁরে দেখি' মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈল ।
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি' কহিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥

বৈষ্ণবদর্শনের চূড়ান্ত কথা ঃ—

"এই—মহাভাগবত, যাঁহার দর্শনে ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে ॥ ৬১ ॥

রাজতনয়কে প্রভুর কৃষ্ণজ্ঞানে আলিঙ্গন ঃ—

কৃতার্থ হইলাঙ আমি ইঁহার দরশনে ।"
এত বলি' কৈল তারে পুনঃ আলিঙ্গনে ॥ ৬২ ॥

আলিঙ্গনফলে রাজপুত্রের কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ঃ—

প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ ।
স্বেদ, কম্প, অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক বিশেষ ॥ ৬৩ ॥

তাঁহার প্রেমদর্শনে ভক্তগণের প্রশংসা ঃ—

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে, নাচে, করয়ে রোদন ।
তাঁর ভাগ্য দেখি' শ্লাঘা করে ভক্তগণ ॥ ৬৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক রাজপুত্রকে আশ্বাসন ও নিত্য সঙ্গ-যাচ্ঞা ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য্য করাইল ।
'নিত্য আসি আমায় মিলিহ'—এই আজ্ঞা দিল ॥৬৫॥

পুত্রের দর্শনালিঙ্গনে রাজার প্রভুস্পর্শানুভূতি ঃ—

বিদায় হঞা রায় আইল রাজপুত্রে লঞা ।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া ॥ ৬৬ ॥
পুত্রে আলিঙ্গন করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
সাক্ষাৎ স্পর্শ যেন মহাপ্রভুর পাইলা ॥ ৬৭ ॥

অনুভাষ্য

৫০। আমি চতুর্থাশ্রমস্থ মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নহি ; সুতরাং কায়মনোবাক্যে লৌকিক-ব্যবহারের ব্যভিচার আশঙ্কা করি অর্থাৎ পরাপেক্ষা করিয়া থাকি।

৫৫। তনয়—পুরুষোত্তম জানা (?)।

৫৬। শ্রীভগবদুক্তি (ভাঃ ১০।৭৮।৩৬)—" আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনম্" ; ইহার শ্রীধর-স্বামিটীকা—"আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীবঃ শরদঃ শতম্" ইত্যাদি বেদানুশাসনম্।"*

৫৯-৬১। আত্মদর্শনে অনাত্ম দেহ ও মনোরূপ ভোগ্যানুশীলনপর বহির্দর্শনাভাববশতঃ প্রভুর রাজপুত্রকে 'বিষয়ীর পুত্র বিষয়ী', সুতরাং 'যোষিৎ' বা 'যোষিৎসঙ্গী' এবং আপনাকে একজন 'যোষিদ্ভোক্তা পুরুষ' বলিয়া ধারণা আদৌ নাই। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় বাস্তব-বস্তু-দর্শনে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মায়াবাদী জীবের নিসর্গসুলভ জড়ে চিদারোপ বা ভৌমে ইজ্যধীর ন্যায় কোনপ্রকার মনোধর্ম্মজাত কল্পনা বা আরোপের আদৌ অবকাশ নাই। স্বয়ং অদ্বয়জ্ঞান বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও প্রভুর আপনাকে 'আশ্রয়'-জাতীয় ভোগ্য বা দৃশ্য 'গোপী' বলিয়া প্রতীতি এবং রাজপুত্রকে সাক্ষাৎ 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলিয়া প্রতীতি হইল,—ইহাই শুদ্ধজীবাত্মার অদ্বয়জ্ঞান-দর্শন বা 'বৈষ্ণবদর্শন' (মধ্য, ৮ম পঃ ২৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ; "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" (কঠ ও মুণ্ডকোপনিষৎ)। এই অভয়-দর্শনের অভাব-হেতুই জীবের অবিদ্যা-জনিত যত অনর্থের আবাহন বা

* *জীব স্বয়ংই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, এরূপ বেদের নির্দ্দেশ রহিয়াছে (ভাঃ ১০।৭৮।৩৬)।*

রাজপুত্রের গৌরভক্ত-মধ্যে গণন ঃ—

সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন।
প্রভুভক্তগণ-মধ্যে হৈলা একজন ॥ ৬৮ ॥

ভক্তসহ প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ৬৯ ॥

অদ্বৈতাদির সগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

আচার্য্যাদি ভক্ত করে প্রভুরে নিমন্ত্রণ।
তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ ॥ ৭০ ॥

রথযাত্রা নিকটবর্ত্তী ঃ—

এইমত নানা-রঙ্গে কত দিন গেল।
জগন্নাথের রথযাত্রা নিকট হইল ॥ ৭১ ॥

কাশীমিশ্র, পড়িছা ও ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রভুর গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জনানুমতি-যাচ্ঞা ঃ—

প্রথমেই কাশীমিশ্রে প্রভু বোলাইল।
পড়িছা-পাত্র, সার্ব্বভৌমে বোলাঞা আনিল ॥ ৭২ ॥
তিনজন-পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-সেবা মাগি' নিল ॥ ৭৩ ॥

পড়িছার দৈন্যোক্তি ঃ—

পড়িছা কহে,—"আমি-সব সেবক তোমার।
যে তোমার ইচ্ছা, সেই কর্ত্তব্য আমার ॥ ৭৪ ॥

রাজাজ্ঞায় প্রভু-সেবায় অধিকার ঃ—

বিশেষে রাজার আজ্ঞা হঞাছে আমারে।
প্রভুর আজ্ঞা যেই, সেই শীঘ্র করিবারে ॥ ৭৫ ॥

পড়িছার গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-তত্ত্বে অনভিজ্ঞতা ঃ—

তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জন।
এই এক লীলা কর, যে তোমার মন ॥ ৭৬ ॥

প্রচুর ঘট ও সম্মার্জ্জনী-সংগ্রহ ঃ—

কিন্তু ঘট, সম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ—আজি সব ইঁহা আনি দিয়ে ॥" ৭৭ ॥

নূতন একশত ঘট, শত সম্মার্জ্জনী।
পড়িছা আনিয়া দিল প্রভুর ইচ্ছা জানি' ॥ ৭৮ ॥

প্রভাতে ভক্তগণসহ প্রভুর গুণ্ডিচায় গমন ঃ—

আর দিনে প্রভাতে লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিলা চন্দন ॥ ৭৯ ॥
শ্রীহস্তে দিল সবারে এক এক মার্জ্জনী।
সবগণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি ॥ ৮০ ॥

প্রথমেই স্বয়ং আচরণদ্বারা আদর্শ-প্রদর্শন ঃ—

গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন ॥ ৮১ ॥
ভিতর মন্দির উপর,—সকল মাজিল।
সিংহাসন মাজি' পুনঃ স্থাপন করিল ॥ ৮২ ॥
ছোট-বড়-মন্দির কৈল মার্জ্জন-শোধন।
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন ॥ ৮৩ ॥

প্রভুর স্বয়ং শোধন ও শিক্ষাদান ঃ—

চারিদিকে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী করে।
আপনি শোধেন প্রভু, শিখা'ন সবারে ॥ ৮৪ ॥

ভক্তগণের প্রভুকে অনুসরণ ঃ—

প্রেমোল্লাসে শোধেন, লয়েন কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে, করে নিজ-কাম ॥ ৮৫ ॥

অশ্রুজলে মন্দির-মার্জ্জন ঃ—

ধূলি-ধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কাঁহা কাঁহা অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন ॥ ৮৬ ॥

সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে শোধন-মার্জ্জন ঃ—

ভোগমন্দির শোধন করি' শোধিল প্রাঙ্গন।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন ॥ ৮৭ ॥

ভক্তগণের তৃণ-ধূলি প্রভৃতি বহির্নিক্ষেপ ঃ—

তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুর, সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া ॥ ৮৮ ॥
এইমত ভক্তগণ করি' নিজ-বাসে।
তৃণ, ধূলি বাহিরে ফেলায় পরম-হরিষে ॥ ৮৯ ॥

অনুভাষ্য

সংসৃতি ;—"সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া 'পুরুষ' অভিমানে মরি" (ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদকৃত 'কল্যাণকল্পতরু')।

৭৩। গুণ্ডিচা-মন্দির—শ্রীমন্দির হইতে পূর্ব্বোত্তরে একক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। রথযাত্রা-কালে তথায় শ্রীজগন্নাথদেব সপ্তাহের জন্য গমন করেন, পরে পুনরায় রথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জনশ্রুতিমূলে জানা যায় যে, শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-রাজপত্নী 'গুণ্ডিচা'-নামে পরিচিত ছিলেন। শাস্ত্রগ্রন্থে গুণ্ডিচা-মন্দিরের উল্লেখ আছে।

গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণটী—দৈর্ঘ্যে ২৮৮ হাত, প্রস্থে ২১৫ হাত ; মূল মন্দিরটী—দৈর্ঘ্যে ৩৬ হাত, প্রস্থে ৩০ হাত ; নাটমন্দিরটী—দৈর্ঘ্যে ৩২ হাত, প্রস্থে ৩০ হাত।

৮২। গুণ্ডিচার মূলমন্দিরের মধ্যে বার হাত দীর্ঘ ও দুই হাত উচ্চ একটী রত্নবেদী আছে,—ইহাই সিংহাসন।

৮৩। শ্রীজগমোহন—মূলমন্দির ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী মন্দিরটী ৩২ হাত দীর্ঘ।

৮৭। ভোগমন্দিরটী—দৈর্ঘ্যে ৪০ হাত এবং প্রস্থে ১৭ হাত।

মলের পরিমাণানুসারে মার্জ্জন-তারতম্য ঃ—

প্রভু কহে,—"কে কত করিয়াছ সম্মার্জ্জন ।
তৃণ, ধূলি দেখিলেই জানিব পরিশ্রম ॥" ৯০ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুর মার্জ্জনফলেই গুণ্ডিচার নির্ম্মলতাধিক্য ঃ—

সবার ঝ্যাঁটান বোঝা করিল একত্র ।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥ ৯১ ॥

সেবকগণসঙ্গে সেব্যের সেবা-নির্ব্বাহ ঃ—

এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন ।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন ॥ ৯২ ॥

মন্দিরকে মলহীন করিতে প্রভুর আজ্ঞা ঃ—

"সূক্ষ্ম ধূলি, তৃণ, কাঁকর, সব করহ দূর ।
ভালমতে শোধন করহ প্রভুর অন্তঃপুর ॥" ৯৩ ॥

দুইবার আবরণ পরিষ্করণ ঃ—

সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল ।
দেখি' মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥ ৯৪ ॥

অপর সম্প্রদায়ের মন্দির-মার্জ্জনে সহায়তা ঃ—

আর শত-জন শত-ঘটে জল ভরি' ।
প্রথমেই লঞা আছে কাল অপেক্ষা করি' ॥ ৯৫ ॥
'জল আন' বলি' যবে মহাপ্রভু কহিল ।
তবে শত ঘট আনি' প্রভু-আগে দিল ॥ ৯৬ ॥

মন্দিরের সর্ব্বত্র প্রক্ষালন-শোধন ঃ—

প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন ।
ঊর্দ্ধ-অধো ভিত্তি, গৃহ-মধ্য, সিংহাসন ॥ ৯৭ ॥
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল ।
সেই জলে ঊর্দ্ধে সব ভিত্তি প্রক্ষালিল ॥ ৯৮ ॥

স্বহস্তে ভগবৎসিংহাসন-মার্জ্জন ঃ—

শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন ।
প্রভুর আগে জল আনি' দেয় ভক্তগণ ॥ ৯৯ ॥

ভক্তগণের বিচিত্র সেবা ঃ—

ভক্তগণ করে গৃহ-মধ্য প্রক্ষালন ।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন ॥ ১০০ ॥
কেহ জল আনি' দেয় মহাপ্রভুর করে ।
কেহ জল দেয় তাঁর চরণ-উপরে ॥ ১০১ ॥
কেহ লুকাঞা করে সেই জলপান ।
কেহ মাগি' লয়, কেহ অন্যে করে দান ॥ ১০২ ॥

পয়ঃ প্রণালীতে জল-নিঃসারণ ঃ—

ঘর ধুই' প্রণালিকায় জল ছাড়ি' দিল ।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল ॥ ১০৩ ॥

স্ববস্ত্রে গৃহ ও সিংহাসন-মার্জ্জন ঃ—

নিজ-বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জ্জন ।
মহাপ্রভু নিজ-বস্ত্রে মাজিল সিংহাসন ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরাধার নির্ম্মল-মনের সহিত মার্জ্জিত ও
ধৌত-মন্দিরের উপমা ঃ—

শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জ্জন ।
মন্দির শোধিয়া কৈল—যেন নিজ মন ॥ ১০৫ ॥
নির্ম্মল, শীতল, স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে ।
আপন-হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥ ১০৬ ॥

শত শত ভক্তের মন্দির-শোধন-চেষ্টা ঃ—

শত শত জন জল ভরে সরোবরে ।
ঘাটে স্থান নাহি, কেহ কূপে জল ভরে ॥ ১০৭ ॥
পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ ।
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শত জন ॥ ১০৮ ॥

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী, পুরী প্রভৃতির
মন্দির-মার্জ্জন, অন্যভক্তের জলানয়ন ঃ—

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী, পুরী ।
ইঁহা বিনা আর সব আনে জল ভরি' ॥ ১০৯ ॥

মন্দির-শোধন-মার্জ্জনে সকলেরই উৎসাহ ঃ—

ঘটে ঘটে ঠেকি' কত ঘট ভাঙ্গি' গেল ।
শত শত ঘট লোক তাঁহা লঞা আইল ॥ ১১০ ॥

মার্জ্জন-প্রক্ষালনকালে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ঃ—

জল ভরে, ঘর ধোয়, করে হরিধ্বনি ।
'কৃষ্ণ' 'হরি' ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি ॥ ১১১ ॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি করে ঘট সমর্পণ ॥ ১১২ ॥
যেই যেই কহে, সেই কহে কৃষ্ণনামে ।
কৃষ্ণনাম হইল সঙ্কেত সব-কামে ॥ ১১৩ ॥

প্রভুর অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণ ও একারই
শতভক্তের তুল্য সেবা ঃ—

প্রেমাবেশে প্রভু কহে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ'-নাম ।
একলে প্রেমাবেশে করে শতজনের কাম ॥ ১১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৩। প্রণালিকায়—নর্দ্দমায়।

অনুভাষ্য

১০৯। বৈষ্ণবগণ জলানয়ন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রভু-নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, দামোদর-স্বরূপ, ব্রহ্মানন্দ-ভারতী ও পরমানন্দ-পুরী—এই পাঁচজন মহাপ্রভুর সহিত জল গ্রহণ করিয়া মার্জ্জন-কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন।

স্বয়ংই আচার ও উপদেশকারী ঃ—

শত-হস্তে করেন যেন ক্ষালন-মার্জ্জন ।
প্রতিজন-পাশে যাই' করান শিক্ষণ ॥ ১১৫ ॥

সুষ্ঠুসেবকের সেবার প্রশংসা ঃ—

ভালকর্ম্ম দেখি' তারে করে প্রশংসন ।
মনে না মিলিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন ॥ ১১৬ ॥

সুষ্ঠু সেবককে আচার্য্যের কার্য্য করিতে আজ্ঞা ঃ—

"তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে ।
এইমত ভাল কর্ম্ম সেই যেন করে ॥" ১১৭ ॥

প্রভুর উৎসাহে ভক্তগণ সোৎসাহে সেবারত ঃ—

এ-কথা শুনিয়া সবে সঙ্কুচিত হঞা ।
ভাল-মতে কর্ম্ম করে সবে মন দিয়া ॥ ১১৮ ॥

মন্দিরের সর্ব্বত্র প্রক্ষালন ঃ—

তবে প্রক্ষালন কৈল শ্রীজগমোহন ।
ভোগমন্দির-আদি তবে কৈল প্রক্ষালন ॥ ১১৯ ॥
নাটশালা ধুই' ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গন ।
পাকশালা-আদি করি' করিল প্রক্ষালন ॥ ১২০ ॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ প্রক্ষালন কৈল ।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল ॥ ১২১ ॥

এক গৌড়ীয়-ভক্তের প্রভুর চরণ ধুইয়া পাদোদক-পান ঃ—

হেনকালে গৌড়ীয় এক সুবুদ্ধি সরল ।
প্রভুর চরণ-যুগে দিল ঘট জল ॥ ১২২ ॥
সেই জল লঞা আপনে পান কৈল ।
তাহা দেখি' মহাপ্রভুর মনে রোষ হৈ ॥ ১২৩ ॥

জগদ্গুরু আচার্য্যের লীলাপ্রদর্শক প্রভুর ক্রোধ ঃ—

যদ্যপি গোসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ ।
ধর্ম্মসংস্থাপন লাগি' বাহিরে মহারোষ ॥ ১২৪ ॥

মাধ্ব-গৌড়ীয়েশ্বর দামোদরস্বরূপের নিকট প্রভুর অভিযোগ ঃ—

শিক্ষা লাগি' স্বরূপে ডাকি' কহিল তাঁহারে ।
"এই দেখ তোমার 'গৌড়ীয়া'র ব্যবহারে ॥ ১২৫ ॥

ভগবন্মন্দিরে পদধৌতি—জীবের সেবাপরাধ ঃ—

ঈশ্বর-মন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল ।
সেই জল আপনি লঞা পান কৈল ॥ ১২৬ ॥

প্রভুর সেবাপরাধ (?) ভয়ে কাতরতা ঃ—

এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি !
তোমার 'গৌড়ীয়া' করে এতেক দুর্গতি !!" ১২৭ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক 'গৌড়ীয়া'কে গুণ্ডিচা হইতে বহিষ্করণ ঃ—

তবে স্বরূপগোসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিয়া ।
ঢেকা মারি' পুরীর বাহির রাখিলেন লঞা ॥ ১২৮ ॥

প্রভুপদে ক্ষমাভিক্ষা ঃ—

পুনঃ আসি' প্রভু পায় করিল বিনয় ।
"অজ্ঞে অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায় ॥" ১২৯ ॥

প্রভুর ক্ষমা ; সকলের দুইপার্শ্বে উপবেশন ঃ—

তবে মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ।
সারি করি' দুই পাশে সবারে বসাইল ॥ ১৩০ ॥

মধ্যস্থলে প্রভুর তৃণাদি আহরণ ঃ—

আপনে বসিয়া মাঝে, আপনার হাতে ।
তৃণ, কাঁকর, কুটা লাগিলা কুড়াইতে ॥ ১৩১ ॥

স্বল্পাহরণকারী ব্যক্তিকে প্রসাদ-গ্রহণরূপ শাস্তি দান ঃ—

"কে কত কুড়ায়, সব একত্র করিব ।
যার অল্প, তার ঠাঞি পিঠা-পানা লইব ॥" ১৩২ ॥

গুণ্ডিচা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মলীকৃত ঃ—

এইমত সব পুরী করিল শোধন ।
শীতল, নির্ম্মল কৈল—যেন নিজ-মন ॥ ১৩৩ ॥

পয়ঃপ্রণালী-দ্বারে জল-নিঃসারণ ঃ—

প্রণালিকা ছাড়ি' যদি পানি বহাইল ।
নূতন-নদী যেন সমুদ্রে মিলিল ॥ ১৩৪ ॥

গুণ্ডিচার বিভিন্ন পথ পরিষ্কৃত ঃ—

এইমত পুরদ্বার-আগে পথ যত ।
সকল শোধিল, তাহা কে বর্ণিবে কত ॥ ১৩৫ ॥

অনুভাষ্য

১২৫। তোমার—সকল গৌড়ীয়-বৈষ্ণবই শ্রীদামোদর-স্বরূপের অধীন, তজ্জন্য প্রভু 'তোমার'-শব্দ ব্যবহার করিলেন।

১২৬-১২৭। জীবের নিত্যপ্রভু ভগবানের মন্দিরে পদধৌতি প্রভৃতি তাঁহার নিত্যদাস জীবের পক্ষেই মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-হেতু সেবাপরাধ (হঃ ভঃ বিঃ) ; কিন্তু প্রভু স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তাঁহার পক্ষে অপরাধাদির আরোপ নিতান্ত অসম্ভব ও বেদ-বিরুদ্ধ হইলেও তিনি বাহিরে জগদ্গুরু, লোকশিক্ষক ও আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন বলিয়া আপনাকে একজন বিভিন্নাংশ জীবমাত্র মনে করিয়া নির্ব্বোধ গুরুব্রুবগণকে সেবাপরাধ হইতে সতর্ক করিবার জন্য শিক্ষা দিলেন।

১২৮। ঢেকা—ধাক্কা ; পুরীর—গুণ্ডিচাপুরীর।

১৩৫। *গুণ্ডিচা-মার্জ্জনলীলা-রহস্য,*—জগদ্গুরু মহাপ্রভু এই লীলাটীর দ্বারা এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব স্বীয় হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত ; হৃদয়টীকে নির্ম্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়-

অনুভাষ্য

ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদি-রূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও পরমসেব্য ভগবান্‌কে বসান যায় না। হৃদয়ের ঐ মল বা আবর্জ্জনাগুলি—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ-চেষ্টাদি ব্যতীত আর কিছুই নয়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলেন, —"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।"

যেখানে ভক্তীতর অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-তপস্যাদি বা ভক্তিপ্রতিকূল-ভাবদ্বারা আত্মার নিত্য স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি আবৃত হইয়াছে, সেখানে শুদ্ধভক্তি নাই। শুদ্ধসত্ত্বময়ী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না।

অন্যাভিলাষ অর্থাৎ 'জগতে যতক্ষণ থাকিব, কেবল নিজ-ইন্দ্রিয়ের তর্পণই করিব'—এইরূপ ইতর অভিলাষ,—উহা কণ্টকময় তৃণের মত শুদ্ধজীবের সুকোমলা হৃদবৃত্তি কেবলা-ভক্তিকে বিদ্ধ করে। কর্ম্মচেষ্টা অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতিদ্বারা 'স্বর্গাদি উচ্চলোকে সুখ বা ইহলোকে সুখ ভোগ করিব' এইরূপ বাসনাময়ী ক্রিয়া ; উহা—ধূলিসদৃশ। কর্ম্মাবর্ত্তের ঘূর্ণিবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়-দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। সৎ ও অসৎ কর্ম্মের বাসনারূপ অসংখ্য ধূলিরাশি হরিবিমুখ-জীবের হৃদয়কে কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মলিন করিয়াছে, তাই তাহার কর্ম্মবাসনা দূর হইতেছে না। হরিবিমুখ জীব মনে করেন, কর্ম্মের দ্বারা বোধ হয় কর্ম্ম-শল্যের নির্হরণ * হইতে পারে ; কিন্তু ঐ ধারণা—ভুল ; তদ্বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কেবল আত্মবঞ্চিত হইতে থাকেন মাত্র। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন হস্তী আবার গায়ে ধূলি মাখিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মবাসনা বিদূরিত হয় না। একমাত্র কেবলাভক্তিদ্বারাই জীবের সমস্ত অসুবিধা দূর হয়। তখন তাঁহার সেই নির্ম্মল-হৃদয়সিংহাসনেই শ্রীভগবান্ বিশ্রাম-যোগ্য স্থান লাভ করিয়া থাকেন। এজন্য ভক্তকবি গাহিয়াছেন,—"ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।"

নির্ব্বিশেষ ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টা—ঠিক কঙ্করের মত। তদ্দ্বারা শ্রীহরির তোষণ বা সেবা ত' দূরের কথা—শ্রীহরির দেহে শেল বিদ্ধ করিবারই প্রয়াস করা হয়। যদিও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানে প্রথমে মুমুক্ষু-অবস্থায় শ্রীহরির নামাদি গৌণভাবে স্বীকার করা হয়, কিন্তু মুক্ত বা ব্রহ্ম-অভিমানকালে তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না ; সুতরাং ভগবান্ তাদৃশ দুর্ভাগ্য বিমুক্তাভিমানী জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হন না ; সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর ঐ সকল তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুরাদি আবর্জ্জনা-

অনুভাষ্য

রাশি ভগবন্মন্দিরের চতুঃসীমানার ভিতরও রাখিলেন না ; পরন্তু নিজ-বহির্ব্বাসদ্বারা তৎসমুদয় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন—পাছে বাত্যার (বায়ুর) সহায়তায় ঐ সকল জঞ্জাল পুনরায় শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

অনেকসময় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মল থাকিয়া যায়। উহাকে 'কুটিনাটি', 'প্রতিষ্ঠাশা', 'জীবহিংসা', 'নিষিদ্ধাচার', 'লাভ', 'পূজা" প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কুটিনাটি-শব্দে—কপটতা, প্রতিষ্ঠাশা-শব্দে—নির্জ্জনভজনাদি বা বুজ্‌রুগীদ্বারা 'নির্ব্বোধ লোক আমাকে একজন বড় সাধু বা মহান্ত বলুক'—এইরূপ জড়ীয়-সম্মানাদির আশা, অথবা বিষয়-ভোগ-ক্রমে স্বার্থপূরণোদ্দেশে কাঠিন্যপ্রাপ্ত হৃদয়ে কৃত্রিম বিকারাদি ভাবাভাস-প্রদর্শনদ্বারা 'ভক্ত' বা 'অবতার' সাজিবার আশা ; জীবহিংসা-শব্দে—শুদ্ধভক্তি-প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা, মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাহাদের 'মন' রাখিয়া কথা বলা ; 'লাভ-পূজা'-শব্দে—ধর্ম্মের নামে হরিনাম-মন্ত্র-বিগ্রহ-ভাগবতজীবী হইয়া নির্ব্বোধ লোককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা সম্মানপ্রাপ্তি ; 'নিষিদ্ধাচার'-শব্দে—স্ত্রীসঙ্গ এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ বুঝায়।

এইরূপে একবার বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কাঁকর, তৃণ, ধূলিরাশি প্রভৃতি ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর দুই দুইবার করিয়া মন্দিরের সমগ্রাংশ মার্জ্জন ও জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবার পর, যদি কোথাও আবার কোনও সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তজ্জন্য তিনি নিজের পরিধেয় শুষ্কবস্ত্রের দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবৎপীঠস্থানরূপ সিংহাসন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এত করিয়া প্রক্ষালন-মার্জ্জন-ঘর্ষণাদির পর শ্রীমন্দিরে আর ধূলিকণার লেশ, এমন কি একটী সূক্ষ্ম দাগও নাই। শ্রীমন্দিরটী স্ফটিকবৎ নির্ম্মল, কেবল তাহাই নহে, আবার সুশীতলও হইল। অর্থাৎ সাধকের হৃদয়টী 'রবিতপ্ত-মরুভূমিসম'-তাপ-হীন অর্থাৎ বিষয়ভোগ-বাসনা-জনিত আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ানল-জ্বালা-রহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি চেষ্টারূপা ভুক্তি-মুক্তি-কামনা বিদূরিত হইয়া আত্মবৃত্তি শুদ্ধভক্তি প্রকটিত হইলে উহা এইরূপই শান্ত ও সুশীতল হয়।

অনেক সময় সমস্ত কামনা-বাসনা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ের কোনও কোনও অজ্ঞাত কোণে এক একটী সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তাহা নির্ব্বোধ জীব বুঝিতে পারে না ; উহাই 'মুক্তি-কামনা'। নির্ব্বিশেষবাদীর সাযুজ্যমুক্তি-কামনা ত' দূরের কথা—

* *কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মশল্যের নির্হরণ, অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মরূপ কণ্টকের উত্তোলন।*

নৃসিংহ-মন্দির-শোধনান্তে সকলের বিশ্রাম ঃ—

নৃসিংহমন্দির-ভিতর-বাহির শোধিল।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি' নৃত্য আরম্ভিল ॥ ১৩৬ ॥

চতুর্দ্দিকে মহাসঙ্কীর্ত্তন ও মধ্যে প্রভুর নৃত্য ঃ—

চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করেন প্রভু মত্তসিংহ-সম ॥ ১৩৭ ॥

প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার ও অশ্রুবর্ষণ ঃ—

স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ, পুলক, হুঙ্কার।
নিজ-অঙ্গ ধুই' আগে চলে অশ্রুধার ॥ ১৩৮ ॥
চারিদিকে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন।
শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণ ॥ ১৩৯ ॥
মহা-উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল ॥ ১৪০ ॥

উচ্চৈঃস্বরে স্বরূপের কীর্ত্তনে প্রভুর আনন্দ-নর্ত্তন ঃ—

স্বরূপের উচ্চ-গান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায় ॥ ১৪১ ॥

নৃত্যান্তে বিশ্রাম ঃ—

এইমত কতক্ষণ নৃত্য যে করিয়া।
বিশ্রাম করিলা প্রভু সময় জানিয়া ॥ ১৪২ ॥

অদ্বৈতপুত্র গোপালকে নর্ত্তনে আদেশ ঃ—

আচার্য্য-গোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল-নাম।
নৃত্য করিতে তাঁরে আজ্ঞা দিল গৌরধাম ॥ ১৪৩ ॥

নৃত্যফলে গোপালের মূর্চ্ছা ঃ—

প্রেমাবেশে নৃত্য করি' হইলা মূর্চ্ছিতে।
অচেতন হঞা তেঁহ পড়িলা ভূমিতে ॥ ১৪৪ ॥

আচার্য্যের ব্যস্ততা ঃ—

আস্তে-ব্যস্তে আচার্য্য তাঁরে কৈল কোলে।
শ্বাস-রহিত দেখি' আচার্য্য হৈলা বিকলে ॥ ১৪৫ ॥

অদ্বৈতের নৃসিংহমন্ত্র-দ্বারা পুত্রের চৈতন্য-সম্পাদন-চেষ্টা ঃ—

নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি' মারে জল ছাঁটি।
হুঙ্কারের শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি' ॥ ১৪৬ ॥

গোপালের তথাপি চেতনাভাব, আচার্য্যাদি ভক্তগণের দুঃখ ঃ—

অনেক করিল, তবু না হয় চেতন।
আচার্য্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ ॥ ১৪৭ ॥

শ্রীচৈতন্যের কৃপায় চৈতন্য-লাভ ও ভক্তগণের হর্ষ ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁর বুকে হস্ত দিল।
'উঠহ গোপাল' বলি' উচ্চৈঃস্বরে কহিল ॥ ১৪৮ ॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
'হরি' বলি' নৃত্য করে সর্ব্বভক্তগণ ॥ ১৪৯ ॥

ঠাকুর বৃন্দাবনদাস-কর্ত্তৃক এই লীলা বর্ণিত ঃ—

এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপে করি' করিলুঁ বর্ণন ॥ ১৫০ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর স্নান ঃ—

তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া।
স্নান করিবারে গেলা ভক্তগণ লঞা ॥ ১৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৬। নৃসিংহ-মন্দির—গুণ্ডিচাবাড়ীর সন্নিকটে একটী সুন্দর ও পুরাতন নৃসিংহমন্দির আছে। তথায় নৃসিংহচতুর্দ্দশীর দিবস বৃহৎ মহোৎসব হয়। শ্রীমুরারিগুপ্ত-রচিত শ্রীচৈতন্যচরিত-গ্রন্থে, শ্রীনবদ্বীপ-ধামে নৃসিংহ-মন্দির-সংস্করণ-লীলা বর্ণিত আছে।

অনুভাষ্য

অপর চতুর্ব্বিধ-মুক্তিকামনারূপ সূক্ষ্মদাগকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় বস্ত্রদ্বারা ঘষিয়া উঠাইলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর—কিরূপে সাধক স্বীয় হৃদয়কে বৃন্দাবনরূপে পরিণত করিয়া স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ-বিহারস্থল করিবার জন্য, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার জন্য, মহোৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণার্থে স্বহৃদয় মার্জ্জন করিবেন, তাহা জীবের মঙ্গলার্থে আপনাকে জীবাভিমান করিয়া জগদ্গুরুরূপে স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগিলেন—"যদ্যপ্যনা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব।" মহাপ্রভু প্রতি ভক্তের নিকটে গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির-মার্জ্জন-সেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাঁহার কার্য্য ভাল হইতেছে, তাঁহাকে প্রশংসা এবং যাঁহার সেবা কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময়ী শ্রীরাধার ভাব-সুবলিত প্রভুর নিজ-মনোমত হইতেছে না, তাঁহাকেও পবিত্র ভর্ৎসনপূর্ব্বক হাতে ধরিয়া কৃষ্ণসেবা-প্রণালী শিক্ষা দিলেন। শুধু তাহাই নহে—চৈতন্যশিক্ষানুগত লব্ধ-ভজন-কৌশল, অদ্বয়জ্ঞানে ভক্তিযোগযুক্ত শুদ্ধহৃদয় ভক্তগণকে অপর বিমুখ-জীবগণের 'আচার্য্যে'র কার্য্য করিবার জন্যও আদেশপূর্ব্বক উৎসাহান্বিত করিলেন। (১১৭ সংখ্যা)। আবার, যিনি যত বেশী-পরিমাণ অভদ্ররাশি হৃদয় হইতে আহরণপূর্ব্বক পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই তত বেশী প্রভুপ্রিয় হইবেন এবং যাঁহার অনর্থ-নিবৃত্তি সামান্যই ঘটিয়াছে, তাঁহার পক্ষে শাস্তিস্বরূপ হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাই বিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

১৪৩। শ্রীগোপাল—আদি, ১২ পঃ ১৯-২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫০। গোপালের এই বৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয় না।

স্নানান্তে নৃসিংহপ্রণামপূর্ব্বক উদ্যানে গিয়া উপবেশন ঃ—

তীরে উঠি' পরেন প্রভু শুষ্ক বসন ।
নৃসিংহদেবে নমস্করি' গেলা উপবন ॥ ১৫২ ॥

বাণীনাথের প্রসাদ-আনয়ন ঃ—

উদ্যানে বসিলা প্রভু ভক্তগণ লঞা ।
তবে বাণীনাথ আইলা মহাপ্রসাদ লঞা ॥ ১৫৩ ॥

কাশীমিশ্র ও তুলসী-পড়িছার ৫০০ মূর্ত্তির পরিমিত প্রসাদ-প্রেরণ ঃ—

কাশীমিশ্র, তুলসী-পড়িছা—দুই জন ।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভোজন ॥ ১৫৪ ॥
তত অন্ন-পিঠা-পানা, সব পাঠাইল ।
দেখি' মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥ ১৫৫ ॥

সগণপ্রভুর প্রসাদ-সম্মানার্থ উপবেশন ঃ—

পুরী-গোসাঞি, মহাপ্রভু, ভারতী ব্রহ্মানন্দ
অদ্বৈত-আচার্য্য, আর প্রভু-নিত্যানন্দ ॥ ১৫৬ ॥
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাস, গদাধর ।
শঙ্কর, নন্দনাচার্য্য, আর রাঘব, বক্রেশ্বর ॥ ১৫৭ ॥
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম ।
পিণ্ডার উপরে প্রভু বৈসে লঞা ভক্তগণ ॥ ১৫৮ ॥
তার তলে, তার তলে করি' অনুক্রম ।
উদ্যান ভরি' বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ॥ ১৫৯ ॥

হরিদাসকে প্রভুর আহ্বান ঃ—

'হরিদাস' বলি' প্রভু ডাকে ঘনে ঘন ।
দূরে রহি' হরিদাস করে নিবেদন ॥ ১৬০ ॥

হরিদাসের স্বাভাবিক দৈন্য ও শুদ্ধভক্তে মর্য্যাদা-বুদ্ধি ঃ—

"ভক্ত-সঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার ।
এ-সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার ॥ ১৬১ ॥

সর্ব্বশেষে প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা ; প্রভুর সম্মতি ঃ—

পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে ।"
মন জানি' প্রভু পুনঃ না বলিল তাঁরে ॥ ১৬২ ॥

স্বরূপাদি সাতজনের পরিবেশন ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি, জগদানন্দ, দামোদর ।
কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ, শঙ্কর ॥ ১৬৩ ॥

প্রসাদ-সেবনকালে হরিধ্বনি ঃ—

পরিবেশন করে তাঁহা এই সাতজন ।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ॥ ১৬৪ ॥

দ্বাপরে কৃষ্ণের পুলিন-ভোজন-লীলার উদ্দীপন ঃ—

পুলিন-ভোজন কৃষ্ণ পূর্ব্বে যৈছে কৈল ।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ॥ ১৬৫ ॥

প্রভুর ধৈর্য্য ও ভাব-সম্বরণ ঃ—

যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা অস্থির ।
সময় বুঝিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥ ১৬৬ ॥

প্রভুর বৈরাগ্যলীলা ঃ—

প্রভু কহে,—"মোরে দেহ' লাফ্‌রা-ব্যঞ্জনে ।
পিঠা-পানা, অমৃত-গুটিকা দেহ' ভক্তগণে ॥" ১৬৭ ॥

স্বরূপদ্বারে প্রতিভক্তকে মনোমত প্রসাদ-দান ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন, যাঁরে যেই ভায় ।
তাঁরে তাঁরে সেই দেওয়ায় স্বরূপ-দ্বারায় ॥ ১৬৮ ॥

জগদানন্দের প্রভুপ্রীতির নিদর্শন ঃ—

জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে ।
প্রভুর পাতে ভাল-দ্রব্য দেন আচম্বিতে ॥ ১৬৯ ॥

প্রভু না চাহিলেও প্রভুকে উত্তম ভোগ দিয়া সন্তোষ ঃ—

যদ্যপি দিলে প্রভু তাঁরে করেন রোষ ।
বলে-ছলে তবু দেন, দিলে সে সন্তোষ ॥ ১৭০ ॥

জগদানন্দের মানের ভয়ে প্রভুর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ ঃ—

পুনরপি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ ।
তাঁর ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥ ১৭১ ॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস ।
তাঁর আগে কিছু খা'ন—মনে ঐ ত্রাস ॥ ১৭২ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রভুকে মিষ্টপ্রসাদ-পরিবেশন ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি ভাল মিষ্টপ্রসাদ লঞা ।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাঞা ॥ ১৭৩ ॥
"এই মহাপ্রসাদ অল্প করহ আস্বাদন ।
দেখ, জগন্নাথ কৈছে কর্য্যাছেন ভোজন ॥" ১৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১-১৫২। ইন্দ্রদ্যুম্ন-পুষ্করিণী—গুণ্ডিচাবাড়ীর নিকট ; সেই পুষ্করিণীতে প্রভু স্নান করিয়া নৃসিংহদেবকে নমস্কার করত উপবনে গেলেন।

১৬৭। লাফ্‌রা-ব্যঞ্জন—সামান্য চচ্চড়ীর ন্যায় একপ্রকার ব্যঞ্জনবিশেষ ; মাখা অন্নের সহিত তাহা মিলাইয়া দুঃখি-লোককে পরিবেশন করে ; অমৃতগুটিকা—ক্ষীরে ফেলা মোটা 'পুরী', যাহাকে সচরাচর 'অমৃতরসাবলী' বলে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অনুভাষ্য

১৫৮। পিণ্ডা (উৎকল-ভাষা)—কাষ্ঠাসন, বঙ্গভাষায় 'পিঁড়ি'।

১৬৪। হরিধ্বনি—মধ্য ১১শ পঃ ২০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৭। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ৪৩-৪৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুকর্ত্তৃক স্বরূপের বাঞ্ছাপূরণ ঃ—

এত বলি' আগে কিছু করে সমর্পণ ৷
তাঁর স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভোজন ৷৷ ১৭৫ ৷৷

স্বরূপ ও জগদানন্দের বিচিত্র-প্রেমবশ প্রভু ঃ—

এইমত দুইজন করে বারবার ৷
বিচিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ-ব্যবহার ৷৷ ১৭৬ ৷৷

উভয়ের প্রভুপ্রীতি-দর্শনে সার্ব্বভৌমের হাস্য ঃ—

সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাঞাছেন বাম-পাশে ৷
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি' সার্ব্বভৌম হাসে ৷৷ ১৭৭ ৷৷

সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রভুর স্নেহ ঃ—

সার্ব্বভৌমে দেয়ান প্রভু প্রসাদ উত্তম ৷
স্নেহ করি' বারবার করান ভোজন ৷৷ ১৭৮ ৷৷

প্রভু-আজ্ঞায় গোপীনাথের ভট্টকে উত্তমপ্রসাদ-দান ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি' ৷
সার্ব্বভৌমে দেন প্রসাদ প্রভু-আজ্ঞা মানি' ৷৷ ১৭৯ ৷৷

সার্ব্বভৌমের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান আচরণের তুলনা ঃ—

"কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড়-ব্যবহার ৷
কাঁহা এই পরমানন্দ,—করহ বিচার ৷৷" ১৮০ ৷৷

ভট্টাচার্য্যের দৈন্য ও গোপীনাথকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"আমি তার্কিক কুবুদ্ধি ৷
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পৎ-সিদ্ধি ৷৷ ১৮১ ৷৷

প্রভুর অহৈতুকী কৃপা-মহিমা বর্ণন ঃ—

মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময় ৷
কাকেরে গরুড় করে,—ঐছে কোন্ হয় ৷৷ ১৮২ ৷৷

স্বীয় পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থার সমালোচনা ঃ—

তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ-ভেউ করি ৷
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ' 'হরি' ৷৷ ১৮৩ ৷৷
কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক-শিষ্যগণ-সঙ্গে ৷
কাঁহা এই সঙ্গসুধা-সমুদ্র-তরঙ্গে ৷৷" ১৮৪ ৷৷

সার্ব্বভৌমকে মানদ প্রভুর প্রশংসা ঃ—

প্রভু কহে,—"পূর্ব্বে সিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি ৷
তোমা-সঙ্গে আমা-সবার হৈল কৃষ্ণে মতি ৷৷" ১৮৫ ৷৷

ভক্তগুণ-কীর্ত্তনে ভগবান্ শ্রীচৈতন্য—অদ্বিতীয় ঃ—

ভক্ত-মহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে ৷
মহাপ্রভু বিনা অন্য নাহি ত্রিজগতে ৷৷ ১৮৬ ৷৷

সকল ভক্তকে প্রসাদ দান ঃ—

তবে প্রভু প্রত্যেকে, সব ভক্তের নাম লঞা ৷
পিঠা-পানা দেওয়াইল প্রসাদ করিয়া ৷৷ ১৮৭ ৷৷

নিতাই ও অদ্বৈত, পরস্পরের কৌতুক-কলহ ঃ—

অদ্বৈত-নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি ৷
দুইজনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই ৷৷ ১৮৮ ৷৷

অদ্বৈতকর্ত্তৃক সূত্রপাত ঃ—

অদ্বৈত কহে,—"অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তি ৷
ভোজন করিলুঁ, না জানি হবে কোন্ গতি ৷৷ ১৮৯ ৷৷

সন্ন্যাসীর অন্নস্পর্শদোষ নাই ঃ—

প্রভু ত' সন্ন্যাসী, উঁহার নাহি অপচয় ৷
অন্ন-দোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয় ৷৷ ১৯০ ৷৷
"নান্নদোষেণ মস্করী"—এই শাস্ত্র-প্রমাণ ৷
আমি ত' গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ, আমার দোষ-স্থান ৷৷ ১৯১ ৷৷

অনুভাষ্য

১৮০। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে স্মার্ত্তবিচারপর থাকিয়া প্রাকৃত জড়বিশ্বাস পোষণ করিয়া প্রসাদে, গোবিন্দ-নামে ও বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ছিলেন না। এক্ষণে মহাপ্রভুর কৃপায় অপ্রাকৃত-দর্শনে বিশ্বাস লাভ করিয়া প্রসাদাদিগ্রহণে পরমানন্দ লাভ করিলেন,—ইহাই আলোচ্য বিষয়।

১৮৪। বহির্ম্মুখ—যাহারা বহিঃ-রূপ-রসাদিতে আপনাদিগকে ভোক্তৃরূপে অভিমান করিয়া নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত এবং কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখ, তাহারাই বহির্ম্মুখ। (ভাঃ ৭।৫।৩১)—"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্। অদান্ত-গোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্।। ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।।"* জড়বিষয়-ভোগপর অভিজ্ঞান হইতে কৃষ্ণসেবার স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। অপ্রাকৃত-রাজ্যের বহির্দ্দেশে এই দেবীধাম অবস্থিত, এ রাজ্যের সকল

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯১। 'নান্নদোষেণ মস্করী'— অর্থাৎ সন্ন্যাসীর অন্নদোষ লাগে না।

** শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন,—হে পিতঃ! যাহাদের কখনও নিজ হইতে অথবা গুরু হইতে কৃষ্ণে মতি হয় না, সেই গৃহব্রতগণ পরস্পর আসক্তিতে আবদ্ধ হয়। তাহারা অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং পুনঃ পুনঃ এই ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই চর্ব্বণ করিতে থাকে। যাহারা বাহ্য জড়বিষয়গুলিকেই বহুমানন করে, সেইসকল দুরাশয় ব্যক্তিগণ সর্ব্বস্বার্থের একমাত্র গতিই যে শ্রীবিষ্ণু, সেই তাঁহাকে জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্য অন্ধদ্বারা চালিত হয়, সেরূপ তাহারাও (অন্ধ-পরম্পরায়) বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে কাম্যকর্ম্মের দামসমূহে আবদ্ধ।*

'আপনাকে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ' বলিয়া অদ্বৈতের লৌকিক স্মার্ত্তসমাজের আনুগত্য-ছলনা ঃ—

জন্মকুলশীলাচার না জানি যাহার ।
তার সঙ্গে এক পংক্তি—বড় অনাচার ॥" ১৯২ ॥

নিত্যানন্দের কেবলাদ্বৈতবাদ-গর্হণ ঃ—

নিত্যানন্দ কহে,—"তুমি অদ্বৈত-আচার্য্য ।
'অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে' বাধে শুদ্ধভক্তিকার্য্য ॥ ১৯৩ ॥

নিত্যানন্দকর্ত্তৃক অদ্বৈতের নিন্দাচ্ছলে অদ্বয়জ্ঞান-মহিমা-বর্ণন ঃ—

তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে ।
'এক' বস্তু বিনা সেই 'দ্বিতীয়' নাহি মানে ॥ ১৯৪ ॥

অদ্বয়জ্ঞান-বিরোধী জড়-দ্বৈতজ্ঞানী বা মায়াবাদীর সঙ্গের নিষিদ্ধতা-বিষয়ে ইঙ্গিত ঃ—

হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্রে ভোজন ।
না জানি, তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ॥" ১৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৩-১৯৫। নিত্যানন্দ কহিলেন,—তুমি অদ্বৈত-আচার্য্য ; তোমার সিদ্ধান্তসকল যেন অদ্বৈতবাদ, যাহাতে শুদ্ধভক্তিকার্য্যের বাধা হয় ; তোমার সিদ্ধান্তে যিনি আসক্ত হয়েন, তিনি একবস্তু (চিদ্বিলাস) ব্রহ্ম বই আর কিছুই দেখিতে পান না ; এবম্বিধ তোমার সঙ্গ দ্বৈতবাদীর ত্যাজ্য হইলেও তোমার সহিত একত্র ভোজন ঘটিতেছে,—ইহাতে আমার মন লয় না।

অনুভাষ্য

বস্তুসমূহই প্রাকৃত। স্বরূপ-বিভ্রান্তিক্রমে তাহাই বদ্ধজীবের সেব্য-বস্তুরূপে প্রতীত হয়।

১৮৬। ভাঃ ৩।১৬ অঃ এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

১৮৮-১৯৬। দুইজনে ক্রীড়া-কলহ—মধ্য, ৩য় পঃ ৯৩-১০১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯৪। অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত—সেব্যসেবক-লীলা যে নিত্য-সত্য, ইহা অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তানুমোদিত নহে। তাহারা কৃষ্ণ-সেবারূপ অপ্রাকৃত ভক্তিকার্য্যকে মানবের কামাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি-জনিত সুখদুঃখ-ভোগ বা কর্ম্মফলান্তর্গত অন্যতম প্রাকৃত বিষয়-ভোগ-চেষ্টা বলিয়া জ্ঞান করে ; সুতরাং তাদৃশ সিদ্ধান্ত—ভগবদ-ভিন্ন-নামরূপগুণলীলা-বৈচিত্র্যসেবাময় নির্ম্মল ভক্তিকার্য্যের প্রতিবন্ধক।

আদি ১ম পঃ ৭ম শ্লোক এস্থলে বিশেষভাবে আলোচ্য ; অসুরগণের মোহনের নিমিত্ত শ্রীমদদ্বৈত-প্রভুর নিন্দাচ্ছলে শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর উক্তিমধ্যে প্রাকৃত-লোকের বহির্দৃষ্টিতে মায়াবাদী কৈবলাদ্বৈত-বাদীর 'অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত' বা 'নির্ভেদ-ব্রহ্মসাযুজ্য'বাদের সহিত শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ অদ্বয়-জ্ঞানকে 'এক' বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর "শুদ্ধভক্তিশংসন"-হেতুই আচার্য্য-পদবী ; তাঁহার যে "অদ্বৈতসিদ্ধান্ত",—তাহা অদ্বয়জ্ঞানোপাসনা বা শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আর কিছু নহে ; অতএব গৌরকৃষ্ণ-ভক্তি-মহিমা-কীর্ত্তন-কারী বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে নিন্দাচ্ছলে 'ব্যাজ-স্তুতি' করিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, শুদ্ধবৈষ্ণব অথবা শুদ্ধভক্তিপন্থিগণ (ভাঃ ১।২।১১)—"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।"* অথবা (ছাঃ উঃ ৬।২।১)—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া তত্ত্ববস্তুর অসমোর্দ্ধত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহাকে কেবল নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র 'ব্রহ্ম' বা সচ্চিদাত্মক 'ভূমা', 'বিরাট্‌-শব্দে অভিহিত না করিয়া সেই একমাত্র তত্ত্ববস্তুকে 'চিদ্বিলাসী রসময় ভগবান্'-শব্দেই উদ্দেশ করেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, শক্তিমদ্‌বিগ্রহ এক 'অদ্বয়জ্ঞান' হইলেও তাঁহার একই শক্তির প্রভাবগত বহু বিভেদ বা বৈচিত্র্য আছে। তাঁহাতে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ বা জ্ঞেয়-জ্ঞান-জ্ঞাতা,—এই অবস্থাত্রয় নিত্য-বর্ত্তমান এবং তাঁহার স্বরূপবিগ্রহাভিন্ন নিত্য, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ; সুতরাং ভক্তিমার্গীয় বৈষ্ণবগণ কখনই অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী নহেন। বলা বাহুল্য, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পৃথক্ অধিষ্ঠান না থাকিলে পরস্পর জ্ঞান, বিলাস বা রসবৈচিত্র্য থাকে না ; সুতরাং কেবলাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত—প্রচ্ছন্ন অবৈদিক নাস্তিক্যবাদ-মাত্র। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ইহাকেই গর্হণ করিয়াছেন। পরমার্থভূত বাস্তববস্তু 'এক' শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর বস্তুতে যে 'দ্বিতীয়' প্রতীতি—উহাই মায়া। মায়া দ্বিবিধা—'জীব-মায়া' ও 'গুণ-মায়া' ; গুণমায়াও 'প্রকৃতি' ও 'প্রধান'-ভেদে দুইপ্রকার। যেস্থলে কৃষ্ণ-প্রতীতি, তথায় 'দ্বিতীয়ে'র (মায়ার) প্রতীতি নাই,—(ভাঃ ২।৯।৩৩ এবং ১১।৩।৪৫ শ্লোকের গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য) ; তখন মহাভাগবতের অবস্থা—শুদ্ধভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় 'এক' কৃষ্ণপ্রতীতি-বিশিষ্ট—"কৃষ্ণগ্রহ-গৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্"✤ (ভাঃ ৭।৪।৩৭), সুতরাং তাঁহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত মৃত্যু বা ভয় অর্থাৎ সংসৃতি (বৃঃ আঃ ১।৪।২) থাকে না। শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু আচার্য্যরূপে এই 'অদ্বয়জ্ঞান-দর্শন'মূলে "শুদ্ধভক্তিরই শংসন" করিয়াছেন—

---

* *'তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সেই বাস্তব-তত্ত্ববস্তুকে 'অদ্বয়জ্ঞান' বলিয়া থাকেন, যাহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় আখ্যাত হন।' 'এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক, অদ্বিতীয় সদ্বস্তুমাত্র ছিলেন।*

✤ *প্রহ্লাদের মন কৃষ্ণগ্রহগ্রস্ত হওয়ায় জগৎ যে এইপ্রকার কৃষ্ণেতর প্রতীতিময়, তাহা তিনি জানিতেন না।*

নিন্দাচ্ছলে প্রভুদ্বয়ের পরস্পরের স্তুতি ঃ—

এইমত দুইজনে করে বলাবলি ।
ব্যাজ-স্তুতি করে দুঁহে, যেন গালাগালি ॥ ১৯৬ ॥

প্রভুর সকল ভক্তকে মহাপ্রসাদ-দান ঃ—

তবে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের নাম লঞা ।
মহাপ্রসাদ দেন মহা-অমৃত সিঞ্চিয়া ॥ ১৯৭ ॥

প্রসাদ-সম্মানান্তে হরিধ্বনি দিয়া উত্থান ও আচমন ঃ—

ভোজন করি' উঠে সবে হরিধ্বনি করি' ।
হরিধ্বনি উঠিল সব স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি' ॥ ১৯৮ ॥

ভক্তগণকে স্বহস্তে মাল্য-চন্দন-দান ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব নিজ-ভক্তগণে ।
সবাকারে শ্রীহস্তে দিলা মাল্য-চন্দনে ॥ ১৯৯ ॥

স্বরূপাদি সপ্ত পরিবেশকের সর্ব্বশেষে প্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাতজন ।
গৃহের ভিতরে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥ ২০০ ॥

গোবিন্দের সাহায্যে হরিদাসের প্রভু-ভুক্তশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া ।
সেই অন্ন হরিদাসে কিছু দিল লঞা ॥ ২০১ ॥

গোবিন্দের সর্ব্বশেষ প্রভূচ্ছিষ্ট প্রাপ্তি ঃ—

ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ কিছু মাগি' নিল ।
সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাইল ॥ ২০২ ॥

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলারই নামান্তর 'ধোয়াপাখলা'-লীলা ঃ—

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা ।
'ধোয়াপাখলা' নাম কৈল এই এক লীলা ॥ ২০৩ ॥

অনবসরান্তে নেত্রোৎসব বা অঙ্গরাগোৎসব ঃ—

আর দিনে জগন্নাথের 'নেত্রোৎসব'-নাম ।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ সমান ॥ ২০৪ ॥

১৫ দিন পরে পাইয়া প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন ঃ—

পক্ষদিন দুঃখী লোক প্রভুর অদর্শনে ।
দর্শন করিয়া লোক সুখ পাইল মনে ॥ ২০৫ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর জগন্নাথদর্শনে যাত্রা ঃ—

মহাপ্রভু সুখে লঞা সব ভক্তগণ ।
জগন্নাথ-দরশনে করিলা গমন ॥ ২০৬ ॥

প্রভুর অগ্রে বলবান্ কাশীশ্বর ও পশ্চাৎ গোবিন্দের গমন ঃ—

আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া ।
পাছে গোবিন্দ যায় জল-করঙ্গ লঞা ॥ ২০৭ ॥

প্রভুর অগ্রবর্ত্তী পুরী-ভারতীর পার্শ্বে স্বরূপ-অদ্বৈত ঃ—

প্রভুর আগে পুরী, ভারতী,—দুঁহার গমন ।
স্বরূপ, অদ্বৈত,—দুঁহের পার্শ্বে দুইজন ॥ ২০৮ ॥

পশ্চাতে অন্যান্য ভক্ত ঃ—

পাছে পাছে চলি' যায় আর ভক্তগণ ।
উৎকণ্ঠাতে গেলা সব জগন্নাথ-ভবন ॥ ২০৯ ॥

কমলনয়ন-দর্শনার্থ ভক্তগণের অনুরাগবশতঃ মর্য্যাদা-লঙ্ঘন ঃ—

দর্শন-লোভেতে করি' মর্য্যাদা লঙ্ঘন ।
ভোগ-মণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখ দর্শন ॥ ২১০ ॥

রাধাভাবে ভাবিত প্রভুর নিষ্পলকনেত্রে কৃষ্ণমুখ-সন্দর্শন ঃ—

তৃষ্ণার্ত্ত প্রভুর নেত্র—ভ্রমর-যুগল ।
গাঢ় তৃষ্ণায় পিয়ে কৃষ্ণের বদন-কমল ॥ ২১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৬। ব্যাজ-স্তুতি—ছলস্তুতি অর্থাৎ বাহিরে নিন্দা-বাক্য, ভিতরে মাহাত্ম্যসূচক।

১৯৭। মহাপ্রভু বৈষ্ণবদিগকে মহাপ্রসাদ দেওয়াইলেন ; তাহাতে প্রভুর কৃপারূপ অমৃত সিঞ্চিত হওয়ায় ততোধিক উপাদেয় হইল।

২০৩। 'ধোয়াপাখলা'—এই গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলাকে উৎকল-ভাষায় 'ধোয়াপাখলা' বলে।

অনুভাষ্য

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু দ্বিতীয়াভিনিবেশকারী ভোগরত জড়-দ্বৈত-বাদীকে তিরস্কার করিয়া শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর এই অদ্বয়জ্ঞান-দর্শন-কেই প্রশংসা করিলেন।

১৯৫। শ্রীরূপপ্রভু 'উপদেশামৃতে',—"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতি-লক্ষণম্।।" এজন্য ভোজনাদি সঙ্গবিষয়ক বিচার—শুদ্ধভক্তের অবশ্য পালনীয় ; প্রকারান্তরে প্রচ্ছন্ন-মায়াবাদী বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-রত প্রাকৃত-সহজিয়ার সহিত শুদ্ধভক্তের কখনই একত্র ভোজন যে বিধেয় নয়,—ইহাও নিত্যানন্দপ্রভু ইঙ্গিতদ্বারা জানাইলেন।

২০৫। পূর্ণিমার স্নান-যাত্রার পর শ্রীজগন্নাথ-মূর্ত্তি একপক্ষকাল দর্শকের নেত্রানন্দের বিষয় হন না। যে-দিন দর্শনার্থী ব্যক্তি পক্ষকাল অনবসরের পর শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়া স্বীয় চক্ষুর সফলতা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৪। 'নেত্রোৎসব'—স্নানের সময় জগন্নাথের বর্ণ ধৌত হওয়ায় 'অনবসর'-কালে শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের 'অঙ্গরাগ' হয়। 'নব-যৌবন'-দিবসেই প্রাতঃকালে নেত্রোৎসব অর্থাৎ চক্ষুর অঙ্গরাগ হয়।

২০৫। পক্ষ-দিন—পনর দিবস।

২১০। মর্য্যাদা-লঙ্ঘন—শাস্ত্রের যে বিধি-অনুসারে দেব দর্শন করিতে হয়, সেই বিধির নাম 'মর্য্যাদা'। দর্শনলোভে অনেকেই সেই মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক নবযৌবন-দর্শনে গেলেন।

শ্রীবিগ্রহের অসমোর্দ্ধ এবং নিত্য নব-নবায়মান
ও বর্দ্ধনশীল মাধুর্য্য ঃ—

প্রফুল্ল-কমল জিনি' নয়ন-যুগল ।
নীলমণি-দর্পণ-কান্তি গণ্ড ঝলমল ॥ ২১২ ॥
বান্ধুলীর ফুল জিনি' অধর সুরঙ্গ ।
ঈষৎ হসিত কান্তি—অমৃত-তরঙ্গ ॥ ২১৩ ॥
শ্রীমুখ-সুন্দরকান্তি বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে ।
কোটিভক্ত-নেত্র-ভৃঙ্গ করে মধুপানে ॥ ২১৪ ॥
যত পিয়ে, তত তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর ।
মুখাম্বুজ ছাড়ি' নেত্র না যায় অন্তর ॥ ২১৫ ॥

দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত শ্রীমুখদর্শন-লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দরশন ॥ ২১৬ ॥

প্রভুর ভাবাবেশ হইলেও সম্বরণপূর্ব্বক দর্শন-সেবা-সুখ ঃ—

স্বেদ, কম্প, অশ্রু-জল বহে সর্ব্বক্ষণ ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ ॥ ২১৭ ॥

ভোগকালে প্রভুর দর্শন-কীর্ত্তন ঃ—

মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে, মধ্যে দরশন ।
ভোগের সময়ে প্রভু করেন কীর্ত্তন ॥ ২১৮ ॥

কৃষ্ণদর্শন-সেবাসুখে প্রভুর আত্মবিস্মৃতি ;
শেষে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা ।
ভক্তগণ মধ্যাহ্নেতে প্রভুরে লঞা গেলা ॥ ২১৯ ॥
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক জানিয়া ।
সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া ॥ ২২০ ॥

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা-শ্রবণে অশুচিরও চিত্ত-শুদ্ধিলাভ ঃ—

গুণ্ডিচা-গৃহ-মার্জ্জন সংক্ষেপে কহিল ।
যাহা দেখি' শুনি' পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল ॥ ২২১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচা-গৃহ-মার্জ্জনং
নাম দ্বাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১২। নীলমণি অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত দর্পণের কান্তির ন্যায় শ্রীজগন্নাথদেবের গণ্ডস্থল ঝলমল করিতেছিল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

বিধান করেন। ঐ বিয়োগ-পক্ষের পর সেই প্রথম দর্শনকেই 'নেত্রোৎসব' বলে।

২০৭। করঙ্গ—চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসীর জলপাত্র।

২১০-২১১। শ্রীমহাপ্রভু জগমোহনের প্রান্তভাগে সর্ব্বদা 'গরুড়-স্তম্ভে'র পশ্চাদ্দেশ হইতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন। পক্ষকাল দর্শন না পাইয়া প্রবল বিপ্রলম্ভপুষ্ট চেষ্টাক্রমে জগমোহন অতিক্রম করিয়া ভোগমণ্ডপে গিয়া শ্রীমুখ দর্শন করিলেন। বরণীয়-বস্তুর নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হওয়ায় মর্য্যাদার লঙ্ঘন বুঝিতে হইবে। পিপাসাক্লিষ্ট ভ্রমর যেরূপ পুষ্পমধুপানে সুদৃঢ়া চেষ্টা প্রদর্শন করে, তদ্রূপ প্রভুর নেত্রযুগলের সহিত ভ্রমরদ্বয়ের এবং জগন্নাথের শ্রীমুখের সহিত পদ্মপুষ্পের উপমা। গাঢ়তৃষ্ণাবশে কৃষ্ণমুখকমল-দর্শনরূপ পানকার্য্যে প্রভুর পিপাসাতিশয্য প্রকাশ পাইতেছিল।

২১৩। বান্ধুলী—এস্থলে ঐ জাতীয় রক্তবর্ণ পুষ্প বুঝিতে হইবে ; সুরঙ্গ—হিঙ্গুল-বর্ণ।

২১২-২১৫। শ্রীবিগ্রহ-মাধুরী-বিষয়ে শ্রীরূপপ্রভু শ্রীলঘু-ভাগবতামৃতে—"অসমানোর্দ্ধমাধুর্য্যতরঙ্গামৃতবারিধিঃ। জঙ্গম-স্থাবরোল্লাসিরূপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ।।" তন্ত্রে—"কন্দর্প-কোট্যর্ব্বুদ-রূপশোভা-নীরাজ্য-পাদাব্জনখাঞ্চলস্য। কুত্রাপ্যদৃষ্টশ্রুতরম্যকান্তে-র্ধ্যানং পরং নন্দসুতস্য বক্ষ্যে।।"* ভাঃ ১০।২৯।৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২১৫। শ্রীমহাপ্রভু যতই শ্রীমুখ দর্শন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দর্শন-পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রভুর চক্ষু ও কৃষ্ণমুখপদ্ম উভয়ের মধ্যে আর ভেদ বা অন্তরায় ঘটিল না।

২১৭। আদি, ৪র্থ পঃ সংখ্যা ২০১-২০৩ বিশেষভাবে আলোচ্য।

ইতি অনুভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

** 'যাঁহার সমান বা যাঁহার অপেক্ষা অধিক নাই, এইপ্রকার মাধুর্য্যতরঙ্গময় অমৃতসিন্ধু যিনি, সেই শ্রীনন্দনন্দনের রূপ স্থাবর ও জঙ্গম নির্ব্বিশেষে সকল প্রাণীর উল্লাস বর্দ্ধন করে।' তন্ত্রে—'যাঁহার পাদপদ্মের নখপ্রদেশ অসংখ্য কন্দর্পের রূপশোভা-কর্ত্তৃক নিত্য নীরাজিত, যাঁহার রম্যকান্তি আর কোথাও (এমনকি, মথুরা-দ্বারকাধীশেও) দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না, সেই নন্দনন্দনের ধ্যান-বিধি বলিব।' 'কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।। (ভাঃ ১০।২৯।৪০)—গোপীগণ বলিলেন,—'হে কৃষ্ণ! ত্রিজগতের মধ্যে এমন কোন্ স্ত্রী আছে, যে তোমার সুমধুর পদ ও দীর্ঘ মূর্চ্ছনাযুক্ত অমৃতময় সঙ্গীতে মোহিত হইয়া আর্য্যধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? তোমার ত্রিলোক-মানসাকর্ষী দিব্যরূপের দর্শনে গো, পশু, পক্ষী এবং বৃক্ষগণ পর্য্যন্ত পুলকিত হয়।'*

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—প্রাতঃস্নান করিয়া প্রভু জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার পাণ্ডুবিজয়ের সহিত রথারোহণ দর্শন করিলেন। সেই-সময় রাজা সুবর্ণ-মার্জ্জনীর দ্বারা পথ সম্মার্জ্জন করিতেছিলেন। লক্ষ্মীর অনুমতি লইয়া জগন্নাথ গুণ্ডিচাবাড়ী চলিলেন। বালুকাময় সুপ্রশস্ত পথ, দুইদিকে গৃহ ও উদ্যানাদি, সেই পথমধ্য দিয়া গৌড়গণ রথ টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মহাপ্রভু নিজগণকে সাত-সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া চৌদ্দ মাদলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনসময়ে মহাপ্রভুর বহুবিধ ভাব উদিত হইতে লাগিল ; এমন কি, যেন জগন্নাথ ও মহাপ্রভু পরস্পর ভাববিনিময়ের পরিচয় দিতে লাগিলেন। বলগণ্ডিপর্য্যন্ত রথ আসিলে তথায় সাধারণের একটী ভোগ নিবেদিত হইতে লাগিল। উদ্যানের নিকটবর্ত্তী উপবনে মহাপ্রভু নৃত্যপরিশ্রমের কিছু শান্তি করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

রথাগ্রে আশ্চর্য্য-নর্ত্তনকারী গৌরহরির জয় ঃ—

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্রোতৃ-চিত্তাকর্ষণ ঃ—

জয় শ্রোতাগণ, শুন, করি' এক মন ।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরম মোহন ॥ ৩ ॥

পাহাণ্ডি-দর্শনার্থ প্রাতঃস্নানানন্তর সগণ প্রভুর গমন ঃ—

আর দিন মহাপ্রভু হঞা সাবধান ।
রাত্রে উঠি' গণ-সঙ্গে কৈল প্রাতঃস্নান ॥ ৪ ॥

পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিল গমন ।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি' সিংহাসন ॥ ৫ ॥

পাহাণ্ডি-দর্শনে সপরিকর রাজার সহায়তা ঃ—

আপনি প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়-দর্শন ॥ ৬ ॥

নিতাই অদ্বৈতাদির সহিত প্রভুর পাহাণ্ডি-দর্শন ঃ—

অদ্বৈত, নিতাই আদি সঙ্গে ভক্তগণ ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর-গমন ॥ ৭ ॥

দয়িতাগণের জগন্নাথকে রথারোহণে চেষ্টা ঃ—

বলিষ্ঠ 'দয়িতা'গণ—যেন মত্ত হাতী ।
জগন্নাথ বিজয় করায় করি' হাতাহাতি ॥ ৮ ॥

কতক দয়িতা করে স্কন্ধ আলম্বন ।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্ম-চরণ ॥ ৯ ॥

কটিতটে বদ্ধ, দৃঢ়, স্থূল পট্টডোরী ।
দুইদিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি' ॥ ১০ ॥

উচ্চ দৃঢ় তুলী সব পাতি' স্থানে স্থানে ।
এক তুলী হৈতে ত্বরায় আর তুলী আনে ॥ ১১ ॥

জগন্নাথের গুরুত্ব ঃ—

প্রভু-পদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড খণ্ড ।
তুলা সব উড়ি' যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। জগন্নাথের রথাগ্রে যিনি নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ-চৈতন্য জয়যুক্ত হউন ; তাঁহার সেই নৃত্য দেখিয়া সমস্ত জগৎ এবং স্বয়ং জগন্নাথ বিস্মিত হইয়াছিলেন।

৫। জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা,—এই শ্রীমূর্ত্তিত্রয়কে পট্টডোরে বাঁধিয়া সেবকগণ মন্দির হইতে যে-প্রণালীতে সিংহ-দ্বারের নিকট রথে উঠাইয়া দেন, তাহাকে 'পাণ্ডু-বিজয়' বলে।

৮। দয়িতাগণ,—'দয়িত'-শব্দ হইতে 'দয়িতা' হইয়াছে। দয়িতা-নামে একশ্রেণীর সেবক আছে ; ইঁহারা জাতিতে ভদ্র নয়, কিন্তু জগন্নাথের সেবা প্রাপ্ত হইয়া ভদ্রবর্ণের সম্মান লাভ করিয়াছেন। স্নানের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া রথ হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত দয়িতাগণের শ্রীজগন্নাথে বিশেষ অধিকার থাকে। দয়িতাগণকে 'ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে' 'শবর' বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে ; তাঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগকে 'দয়িতাপতি' বলে। ইঁহারা জগন্নাথদেবকে অনবসর-কালে মিষ্টান্ন-ভোগ দেন এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে বালভোগ-মিষ্টান্ন অর্পণ করেন। ইঁহারা অনবসর-কালে 'জগন্নাথদেবের জ্বর হইয়াছে' বলিয়া ঔষধি ও পাঁচন (মিষ্টরসের পানা) অর্পণ করেন। ফল কথা এই যে, শ্রীজগন্নাথ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে শবরদের

অনুভাষ্য

১। যঃ (মহাপ্রভুঃ) রথাগ্রে (শ্রীজগন্নাথদেবস্য রথস্য সম্মুখে) ননর্ত্ত, যেন (নর্ত্তনমাধুর্য্যেণ) জগতাং (লোকানাং) চিত্রং (কুতূহলম্) আসীৎ, জগন্নাথঃ অপি বিস্মিতঃ (বভূব), সঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ জীয়াৎ (বিজয়েত)।

৫। পাণ্ডুবিজয় বা পাহাণ্ডি—সিংহাসন হইতে রথারোহণ।

স্বেচ্ছাময় প্রভু জগন্নাথ ঃ—

বিশ্বম্ভর জগন্নাথে কে চালাইতে পারে ?
আপন-ইচ্ছায় চলে করিতে বিহারে ॥ ১৩ ॥

জগন্নাথকে কাতরভাবে আহ্বান ঃ—

মহাপ্রভু 'মণিমা' 'মণিমা' করে ধ্বনি ।
নানা-বাদ্য-কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥ ১৪ ॥

স্বয়ং রাজার ঝাড়ুদাররূপে সেবা ঃ—

তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন ।
সুবর্ণ-মার্জ্জনী লঞা করে পথ সম্মার্জ্জন ॥ ১৫ ॥
চন্দন-জলেতে করে পথ নিষেচনে ।
তুচ্ছ সেবা করে বসি' রাজ-সিংহাসনে ॥ ১৬ ॥

রাজার দৈন্যময়ী সেবা-দর্শনে প্রভুর কৃপা ঃ—

উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ সেবন ।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥ ১৭ ॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে-সেবা দেখিতে ।
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সে-সেবা হইতে ॥ ১৮ ॥

রথের শোভা ঃ—

রথের সাজনি দেখি' লোকে চমৎকার ।
নব হেমময় রথ—সুমেরু-আকার ॥ ১৯ ॥
শত শত সু-চামর-দর্পণে উজ্জ্বল ।
উপরে পতাকা শোভে চাঁদোয়া নির্ম্মল ॥ ২০ ॥
ঘাঘর, কিঙ্কিণী বাজে, ঘণ্টার ক্বণিত ।
নানা চিত্র-পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত ॥ ২১ ॥

জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথারোহণ ঃ—

লীলায় চড়িল ঈশ্বর রথের উপর ।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা, হলধর ॥ ২২ ॥

অনবসরকালে ১৫ দিন লক্ষ্মীসহ জগন্নাথের বিলাস ঃ—

পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা ।
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ ২৩ ॥

বিলাসান্তে লক্ষ্মীর মত লইয়া রথারোহণ ঃ—

তাঁহার সম্মতি লঞা ভক্তে সুখ দিতে ।
রথে চড়ি' বাহির হৈল বিহার করিতে ॥ ২৪ ॥

রথগমন-পথের বর্ণন ঃ—

সূক্ষ্ম শ্বেতবালু পথে পুলিনের সম ।
দুইদিকে টোটা, সব—যেন বৃন্দাবন ॥ ২৫ ॥
রথে চড়ি' জগন্নাথ করিলা গমন ।
দুইপার্শ্বে দেখি' চলে আনন্দিত-মন ॥ ২৬ ॥

গৌড়গণের রথরজ্জু-কর্ষণ, স্বেচ্ছাময়ের ইচ্ছামত সঞ্চলন ঃ—

'গৌড়' সব রথ টানে করিয়া আনন্দ ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ, ক্ষণে চলে মন্দ ॥ ২৭ ॥
ক্ষণে স্থির হঞা রহে, টানিলেহ না চলে ।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় চলে, না চলে কারো বলে ॥ ২৮ ॥

ভক্তগণকে প্রভুর স্বহস্তে মাল্য-চন্দন দান ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব লঞা ভক্তগণ ।
স্বহস্তে পরাইল সবে মাল্য-চন্দন ॥ ২৯ ॥

আদৌ গুরুবর্গের সম্মান ঃ—

পরমানন্দ পুরী, আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ ॥ ৩০ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য, আর প্রভু-নিত্যানন্দ ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দুঁহার হইল আনন্দ ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মধ্যে শ্রীনীলমাধব-মূর্ত্তি ছিলেন, সেই নীলমাধব-মূর্ত্তি পরে 'জগন্নাথে' পরিণত হওয়ায় শবর-দয়িতাদিগের জগন্নাথের অন্তরঙ্গসেবায় অধিকার জন্মিয়াছে।

১১। তুলী—আবরিত তুলা, তুলার ছোট ছোট গদি (বালিসের ন্যায়)।

১৪। মণিমা—উৎকলদেশীয় লোকেরা পূজনীয় পাত্র এবং রাজাকে 'মণিমা' বলিয়া সম্বোধন করেন।

অনুভাষ্য

১১। পাতি—পাতিয়া, বিছাইয়া ; আর তুলী—অন্য তুলীতে।

১২। প্রভু—শ্রীজগন্নাথদেব।

১৯। সাজনি—সজ্জা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩। শ্রীজগন্নাথদেব, স্নানের পর যে একপক্ষ-কাল নিভৃতে থাকেন, তাহাকে 'অনবসর' বা নিভৃত-কাল বলে ; তাহার পর তিনি লক্ষ্মীর অনুমতি লইয়া রথে গমন করিয়া থাকেন।

২৭। গৌড়—উৎকলীয় গোয়ালাদিগকে 'গৌড়' বলে।

অনুভাষ্য

২১। ঘাঘর—ঝাঁঝ ; কিঙ্কিণী—ঘুঙুর ; ক্বণিত—শব্দ, ধ্বনি।

২৩-২৫। অনবসরকালে জগন্নাথদেব পক্ষকাল নির্জ্জনে মহালক্ষ্মীসহ মর্য্যাদান্বিত হইয়া অবাধে ক্রীড়া করিয়াছিলেন ; এক্ষণে লক্ষ্মীর সম্মতিক্রমে অনুরাগমার্গীয় কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ ভক্ত-গণের আনন্দবিধানার্থে রথে চড়িয়া স্বচ্ছন্দ-বিহারে বহির্গত হইলেন ; বলা বাহুল্য, স্বকীয়-ভাব—এস্থলে শ্লথ। রথগমনের

প্রধান কীর্ত্তনীয়া শ্রীস্বরূপ ও শ্রীবাসের সমাদর ঃ—

কীর্ত্তনীয়াগণে দিল মাল্য-চন্দন ।
স্বরূপ, শ্রীবাস,—যাঁহা মুখ্য দুইজন ॥ ৩২ ॥

বাইন ও দোহার সহ ৪টী কীর্ত্তন-সম্প্রদায় ঃ—

চারি সম্প্রদায়ে হৈল চব্বিশ গায়ন ।
দুই দুই মৃদঙ্গ করি হৈল অষ্টজন ॥ ৩৩ ॥

মহাপ্রভুকর্ত্তৃক কীর্ত্তন-সম্প্রদায় বিভাগ ঃ—

তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া ।
চারি সম্প্রদায় দিল গায়ন বাঁটিয়া ॥ ৩৪ ॥

৪ সম্প্রদায়ে ৪ জন নর্ত্তক ঃ—

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, বক্রেশ্বরে ।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ॥ ৩৫ ॥

১ম দলে শ্রীস্বরূপই মূলগায়ক ঃ—

প্রথম-সম্প্রদায়ে কৈল স্বরূপ—প্রধান ।
আর পঞ্চজন দিল তাঁর পালিগান ॥ ৩৬ ॥

তাঁহার ৫ জন দোহার ঃ—

দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ ।
রাঘব পণ্ডিত, আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥ ৩৭ ॥

আর অদ্বৈতই নর্ত্তক ; ২য় দলে শ্রীবাসই মূলগায়ক ঃ—

অদ্বৈতেরে নৃত্য করিবারে আজ্ঞা দিল ।
শ্রীবাস—প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥ ৩৮ ॥

৫ জন দোহার, নিতাই নর্ত্তক ঃ—

গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ ।
শ্রীরাম পণ্ডিত, তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ ॥ ৩৯ ॥

৩য় দলে মুকুন্দই মূলগায়ক, ৫ জন দোহার, হরিদাস ঠাকুরই নর্ত্তক ঃ—

বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি যাঁহা গায় ।
মুকুন্দ—প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥ ৪০ ॥
শ্রীকান্ত, বল্লভসেন আর দুই জন ।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন ॥ ৪১ ॥

৪র্থ দলে গোবিন্দ ঘোষই মূলগায়ক, ৫ জন দোহার, বক্রেশ্বরই নর্ত্তক ঃ—

গোবিন্দ ঘোষ—প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ।
হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, যাঁহা গায় ॥ ৪২ ॥
মাধব, বাসুদেব-ঘোষ,—দুই সহোদর ।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত-বক্রেশ্বর ॥ ৪৩ ॥

রথের একপার্শ্বে কুলীনগ্রামবাসীর কীর্ত্তন-দল ঃ—

কুলীন-গ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ ।
তাঁহা নৃত্য করেন রামানন্দ, সত্যরাজ ॥ ৪৪ ॥

অপরপার্শ্বে অদ্বৈতানুগতগণ ঃ—

শান্তিপুরের আচার্য্যের এক সম্প্রদায় ।
অচ্যুতানন্দ নাচে তথা, আর সব গায় ॥ ৪৫ ॥

পশ্চাৎ খণ্ডবাসীর কীর্ত্তনদলে নরহরি ও রঘুনন্দনই নর্ত্তক ঃ—

খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন ।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৪৬ ॥

সাতসম্প্রদায়ের অবস্থানের পুনরালোচন ঃ—

জগন্নাথের আগে চারিসম্প্রদায় গায় ।
দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায় ॥ ৪৭ ॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল ।
যার ধ্বনি শুনি' হৈল বৈষ্ণব পাগল ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। পালিগান—দোহার।

অনুভাষ্য

পথটী—যমুনার পুলিনসদৃশ সূক্ষ্ম শ্বেতবালুকা-পূর্ণ ; পথের দুই পার্শ্ব—বৃন্দাবনের মত কানন-বেষ্টিত।

৩৩-৪৮। গায়ন—গায়ক ; সাতসম্প্রদায়ের বিবরণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে,—

জগন্নাথের রথাগ্রে—(ক) প্রথম-সম্প্রদায়ে প্রধান (মূল) গায়ক—দামোদর-স্বরূপ ; গায়ক (দোহার)—১। দামোদর পণ্ডিত, ২। নারায়ণ, ৩। গোবিন্দ দত্ত, ৪। রাঘব পণ্ডিত, ৫। গোবিন্দানন্দ ; নর্ত্তক—অদ্বৈত। (খ) দ্বিতীয়-সম্প্রদায়ে মূল-গায়ক—শ্রীবাস ; দোহার—১। গঙ্গাদাস, ২। (বড় ?) হরিদাস, ৩। শ্রীমান্, ৪। শুভানন্দ, ৫। শ্রীরাম ; নর্ত্তক—নিত্যানন্দ। (গ) তৃতীয়-সম্প্রদায়ে মূলগায়ক—মুকুন্দ ; দোহার—১। বাসুদেব দত্ত, ২। গোপীনাথ, ৩। মুরারি, ৪। শ্রীকান্ত, ৫। বল্লভসেন ; নর্ত্তক—ঠাকুর হরিদাস। (ঘ) চতুর্থ-সম্প্রদায়ে মূলগায়ক—গোবিন্দ ; দোহার—১। (ছোট ?) হরিদাস, ২। বিষ্ণুদাস, ৩। রাঘব, ৪। মাধব, ৫। বাসুঘোষ ; নর্ত্তক—বক্রেশ্বর। রথের বামপার্শ্বে—(ঙ) পঞ্চম-সম্প্রদায়ে গায়ক—কুলীনগ্রামবাসি-গণ ; নর্ত্তক—রামানন্দ ও সত্যরাজ। রথের দক্ষিণ পার্শ্বে—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৮। সাতসম্প্রদায়—পূর্ব্বোক্ত চারি সম্প্রদায়ের সহিত কুলীন গ্রামের সম্প্রদায়, শান্তিপুরের সম্প্রদায় ও শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় মিলিত হইয়া সাত সম্প্রদায় হইল এবং দুইটী দুইটী মাদল (খোল)-হিসাবে চৌদ্দ মাদলের কীর্ত্তন হইল।

মহাসঙ্কীর্ত্তন-বর্ণন ঃ—

বৈষ্ণবের মেঘ ঘটায় হইল বাদল ।
কীর্ত্তনানন্দে সব বর্ষে নেত্র-জল ॥ ৪৯ ॥
ত্রিভুবন ভরি' উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি ।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥ ৫০ ॥

প্রভুর আচরণ ঃ—

সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি' 'হরি' বলি' ।
'জয় জগন্নাথ', বলেন হস্তযুগ তুলি' ॥ ৫১ ॥

প্রভুর সপ্তপ্রকাশ ঃ—

আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ ।
এককালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস ॥ ৫২ ॥
সবে কহে,—'প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায় ।
অন্য ঠাঞি নাহি যা'ন আমারে দয়ায় ॥' ৫৩ ॥

প্রভুর শক্তি শুদ্ধভক্তেরই বেদ্য ঃ—

কেহ লক্ষিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্যশক্তি ।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে, যাঁর শুদ্ধভক্তি ॥ ৫৪ ॥

কীর্ত্তন-দর্শনে জগন্নাথের আনন্দ ঃ—

কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত ।
সঙ্কীর্ত্তন দেখে রথ করিয়া স্থগিত ॥ ৫৫ ॥

তদ্দর্শনে রাজার বিস্ময় ঃ—

প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময় ।
দেখিতে শরীর যাঁর হৈল প্রেমময় ॥ ৫৬ ॥

কাশীমিশ্রকে তদ্রহস্য প্রকাশ ঃ—

কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা ।
কাশীমিশ্র কহে,—'তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ॥'৫৭॥

সার্ব্বভৌমসহ রাজার নির্ব্বাক্ ইঙ্গিত ঃ—

সার্ব্বভৌম-সঙ্গে রাজা করে ঠারাঠারি ।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি ॥ ৫৮ ॥

কৃপাতেই তদুপলব্ধি, তর্কপন্থায় তিনি ব্রহ্মারও অজ্ঞেয় ঃ—

যাঁরে তাঁর কৃপা, সেই জানিবারে পারে ।
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে ॥ ৫৯ ॥

রাজার দীন-সেবা-দর্শনে প্রভুর সন্তোষ ঃ—

রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি' প্রভুর তুষ্ট মন ।
সেই ত' প্রসাদে পাইল 'রহস্য-দর্শন' ॥ ৬০ ॥

রাজপ্রতি সাক্ষাতে বিরাগ, পরোক্ষে কৃপা ঃ—

সাক্ষাতে না দেয় দেখা, পরোক্ষে ত' দয়া ।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যচন্দ্রের মায়া ॥ ৬১ ॥

ভট্ট ও মিশ্রের তদ্দর্শনে বিস্ময় ঃ—

সার্ব্বভৌম, কাশীমিশ্র,—দুই মহাশয় ।
রাজারে প্রসাদ দেখি' হইলা বিস্ময় ॥ ৬২ ॥

স্বয়ং মূলগায়ক হইয়া সর্ব্বসম্প্রদায়কে নর্ত্তনে প্রেরণ ঃ—

এইমত লীলা প্রভু কৈল কতক্ষণ ।
আপনে গায়েন, নাচা'ন নিজ-ভক্তগণ ॥ ৬৩ ॥

কীর্ত্তন-মধ্যে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ঃ—

কভু এক মূর্ত্তি, কভু হন বহু-মূর্ত্তি ।
কার্য্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥ ৬৪ ॥

অধীনা লীলাশক্তির স্বীয় প্রভুকে সেবন ঃ—

লীলাবেশে প্রভুর নাহি নিজানুসন্ধান ।
ইচ্ছা জানি' 'লীলা শক্তি' করে সমাধান ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫২। যেরূপ রাসে ও মহিষী-বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ 'বহু' বিগ্রহ হইয়া 'প্রকাশ' হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তদ্রূপ সেই শক্তি প্রকাশপূর্ব্বক প্রত্যেক সম্প্রদায়ে আপনাকে 'প্রকাশ' করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করিতেছিলেন যে, 'প্রভু আমার সম্প্রদায়েই আছেন, অন্য সম্প্রদায়ে নাই।'

অনুভাষ্য

(চ) ষষ্ঠ-সম্প্রদায়ে গায়ক—অদ্বৈতানুগতগণ ; নর্ত্তক—অচ্যুতানন্দ। রথের পশ্চাতে —(ছ) সপ্তম-সম্প্রদায়ে গায়ক—খণ্ডবাসিগণ ; নর্ত্তক—নরহরি ও রঘুনন্দন।

৫৯। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৯-৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬০। রহস্য-দর্শন—শ্রীজগন্নাথদেব মহাপ্রভুর নৃত্যগীতাদি-দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া নিজরথের গতি স্তব্ধ করিলেন।

অনুভাষ্য

মহাপ্রভুও তাঁহার সমক্ষে নৃত্যাদিদ্বারা জগন্নাথের আনন্দ বিধান করিলেন। 'দ্রষ্টা' ও 'দৃশ্য' এখানে এক বস্তু হইলেও লীলা-বিচিত্রতাক্রমে এই অদ্ভুত রহস্যের প্রকাশ, মহাপ্রভুর কৃপায় রাজা বুঝিতে পারিলেন। সাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভুর যুগপৎ অবস্থিতিও যে রহস্যের অন্যতর,—রাজা তাহাও উপলব্ধি করিলেন।

৬১। প্রত্যক্ষভাবে 'রাজা'-নামের প্রতি আচার্য্যলীলাভিনয়-কারী প্রভুর তীব্র বিতৃষ্ণা, কিন্তু পরোক্ষভাবে তাঁহার প্রতি এত কৃপা যে, রাজা প্রভুকৃপায় তাঁহার গূঢ়লীলা-রহস্য পর্য্যন্ত ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন। বাস্তবিক মহাপ্রভুর এই কৃপা ও বঞ্চনলীলা অর্থাৎ যুগপৎ ঈশ্বর ও জীববৎ লীলার তাৎপর্য্য—তাঁহারই ঐকান্তিক ভক্ত ব্যতীত অপর কেহই বুঝিতে সমর্থ নহে।

দ্বাপরে রাসে ও মহিষী-বিবাহেও এইরূপ প্রকাশ ঃ—

পূর্ব্বে যৈছে রাসাদি-লীলা কৈল বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর কৈল ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৬৬ ॥

"অপ্রাকৃতবস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর" ঃ—

ভক্তগণ অনুভবে, নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥ ৬৭ ॥

প্রভুর নর্ত্তনে লোকোদ্ধার ঃ—

এইমত মহাপ্রভু করে নৃত্য-রঙ্গে।
ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৬৮ ॥

সগণ প্রভুর নর্ত্তন-কীর্ত্তনের মধ্যে জগন্নাথের রথারোহণ ও গুণ্ডিচা-গমন ঃ—

এইমত হৈল কৃষ্ণের রথে আরোহণ।
তার আগে প্রভু নাচাইল ভক্তগণ ॥ ৬৯ ॥
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা-গমন।
তার আগে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন ॥ ৭০ ॥
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করিল কতক্ষণ।
আপন-উদ্যোগে নাচাইল ভক্তগণ ॥ ৭১ ॥

নর্ত্তনেচ্ছা-হেতু ৯ জন ভক্তসহ স্বরূপের কীর্ত্তন-দল-গঠন ঃ—

আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥ ৭২ ॥
শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ।
হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ ॥ ৭৩ ॥

অনুভাষ্য

৬৫। সাতটী কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ে স্বতন্ত্র নিরঙ্কুশেচ্ছাময় প্রভু ইচ্ছানুরূপ কখনও এক মূর্ত্তি, কখনও বহুমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া স্বয়ং নাচিয়া, গাহিয়া এবং ভক্তগণকে নাচাইয়া আনন্দ আস্বাদন করিতে এতই মত্ত ছিলেন যে, নিজস্বরূপ-বিষয়ে অনুসন্ধান বা লক্ষ্য করিবার আদৌ অবকাশ পান নাই—যেন সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলেন! (তাঁহার অপ্রাকৃত চিন্ময় অনন্তলীলা-বৈচিত্র্যের,—চিদ্বিলাসের, ইহাও একটী ব্যাপার) ; কিন্তু ইচ্ছা-মাত্রেই স্বরূপশক্তিরূপিণী ইচ্ছা-শক্তি প্রভুর প্রকাশ-বিগ্রহ প্রকটিত করিয়া স্বীয় প্রভুর সেবা বিধান করিলেন।

৬৭। কৃষ্ণলীলায় যে-প্রকার রাসস্থলীতে কৃষ্ণের বহুত্ব এবং মহিষী-বিবাহে যে-প্রকার একই মূর্ত্তি অনেক হইয়া প্রকট হইয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌর-লীলায় সাতটী ভিন্ন ভিন্ন কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের ভক্তগণের নিকট ও প্রতাপরুদ্রাদি দ্রষ্টৃবর্গের চক্ষে ভগবান্ গৌরসুন্দর অনেক মূর্ত্তিতে প্রকট হইলেন। ভক্ত ব্যতীত তাঁহার লোকাতীত লীলাদর্শনে অন্যের অধিকার হয় না। রাসে ও মহিষী-বিবাহে কৃষ্ণের যুগপৎ অনেক মূর্ত্তিতে প্রকট হইবার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।

উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর যবে হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নব জন ॥ ৭৪ ॥

অন্যান্য ভক্তের চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তন ঃ—

এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায়, ধায়।
আর সব সম্প্রদায় চারিদিকে গায় ॥ ৭৫ ॥

প্রভুর জগন্নাথ-স্তুতি ঃ—

দণ্ডবৎ করি, প্রভু যুড়ি' দুই হাত।
ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি' জগন্নাথ ॥ ৭৬ ॥

বিষ্ণুপুরাণে (১।১৯।৬৫)—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৭৭ ॥

শ্রীকুলশেখর-কৃত মুকুন্দমালা-স্তোত্রে—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ৭৮ ॥

অপ্রাকৃত নবীন কামদেবের জয় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯০।৪৮)—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥ ৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৭। ব্রহ্মণ্যদেব, গো-ব্রাহ্মণের হিতস্বরূপ, জগতের মঙ্গল-স্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও গোবিন্দস্বরূপ সেই পরমতত্ত্বকে নমস্কার করি।

৭৮। এই দেবকীনন্দন-দেবতা জয়যুক্ত হউন ; এই বৃষ্ণি-বংশ-প্রদীপ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ; এই নবজলধর-শ্যাম কোমলাঙ্গ-কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ; পৃথিবীর ভারনাশী মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন।

৭৯। জননিবাস, দেবকীজন্মবাদ (দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ-কারিরূপে খ্যাত), যদুদিগের সভাপতি, নিজবাহুদ্বারা অধর্ম্ম-নাশকারী, স্থাবর-জঙ্গমের পাপহারী, মধুর-হাস্য মুখের দ্বারা ব্রজপুর-বনিতাদিগের কামবর্দ্ধনকারী কৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

অনুভাষ্য

৭৭। গো-ব্রাহ্মণহিতায় (গবাদিসর্ব্বমঙ্গলাকরবস্তূনাং শুভানু-ধ্যায়িনে) ব্রহ্মণ্যদেবায় (ব্রহ্মণ্যানাম্ উপাস্যায়) জগদ্ধিতায় (লোককল্যাণনিবাসায়), গোবিন্দায় কৃষ্ণায় নমঃ নমঃ নমঃ (অসকৃৎ প্রণতিঃ)।

৭৮। অসৌ দেবকীনন্দনঃ (ইতি প্রসিদ্ধঃ) দেবঃ জয়তি

অহং-পদার্থবাচ্য জীবাত্ম-স্বরূপ ঃ—

পদ্যাবলীতে (৭৪) ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত-শ্লোক—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রদ্যোন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮০। আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়-রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই অথবা ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই ; কিন্তু উন্মীলিত (অর্থাৎ নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান) নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণ অমৃতসমুদ্ররূপ 'শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস' বলিয়া পরিচয় দিই।

অনুভাষ্য

জয়তি (সর্ব্বোত্তমত্বেন বর্ত্ততে) ; বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ (বৃষ্ণীনাং যদূনাং বংশং কুলং প্রদীপয়তি যঃ সঃ বৃষ্ণিকুলোজ্জ্বলকারী) কৃষ্ণঃ জয়তি জয়তি ; মেঘ-শ্যামলঃ (নবঘনশ্যামলঃ ইব বর্ণঃ যস্য সঃ ইন্দ্রনীলঘনশ্যামঃ) কোমলাঙ্গঃ (কোমলং—"যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহম্" ইত্যাদি-শ্লোকোদিতং সুকোমলম্ অঙ্গং যস্য সঃ কৃষ্ণঃ) জয়তি জয়তি ; পৃথ্বীভারনাশঃ (কৃষ্ণভক্তার্দ্দিতধরা-ভারক্লেশ-নাশন-বীরঃ) মুকুন্দঃ (মুক্তিপ্রদো হরিঃ) জয়তি জয়তি।

৭৯। মহাভাগবত শ্রীশুকদেব দশমস্কন্ধের শেষাংশে সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমতা কহিতেছেন,—

জননিবাসঃ (জনেষু গোপ-যাদবাদি-মধ্যেষু এব নিবাসো যস্য সঃ, যদ্বা জনানাং জীবানাং যো নিবাসঃ আশ্রয়ঃ, জীবেষু বা নিবসতি অন্তর্য্যামিতয়া তথা সঃ) দেবকীজন্মবাদঃ (দেবক্যাং জন্ম ইতি বাদমাত্রং যস্য সঃ, অথবা দেবক্যোর্নন্দ-বসুদেবগৃহিণ্যো-র্জন্মৈব বাদঃ সিদ্ধান্তো যত্র সঃ, বস্তুতঃ অজন্মা) যদুবরপরিষৎ (যদুবরাঃ গোপাঃ ব্রজস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুরস্থাঃ চ পরিষৎ সভা সেবকরূপা যস্য সঃ) স্বৈঃ দোর্ভিঃ (ইচ্ছামাত্রেণ নিরসনসমর্থো-ঽপি ক্রীড়ার্থং দোর্ভিঃ দোস্তুল্যৈঃ স্বভক্তজনৈঃ অর্জ্জুনাদিভির্বা) অধর্ম্মং (ধর্ম্মপ্রতিপক্ষমসুরসংঘম্) অস্যন্ (ক্ষিপ্যন্, দূরীকুর্ব্বন্, নিঘ্নন্) স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ (স্থিরচরাণাং—স্থিরাণাং স্থাবরাণাং চরাণাং জঙ্গমানাং, বৃজিনং সংসারদুঃখং ব্রজপুরস্থানাং তেষাং সেবকানাং স্ববিয়োগদুঃখং বা হন্তি যঃ সঃ) ব্রজপুরবনিতানাং (ব্রজবনিতানাং

প্রভুর অনুগমনে ভক্তগণের ভগবৎপ্রণাম ঃ—

এত পড়ি' পুনরপি করিল প্রণাম।
যোড়হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্ ॥ ৮১ ॥

প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য-বর্ণন ঃ—

উদ্দণ্ড নৃত্য প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
চক্র-ভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার ॥ ৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮২। 'চক্র ভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার'—দগ্ধ (জ্বলিত) অঙ্গারচক্রের ন্যায় মহাপ্রভু চক্রভ্রমী-রূপ ভ্রমিতে (ঘুরিতে) লাগিলেন।

অনুভাষ্য

পুরবনিতানাঞ্চ মথুরা-দ্বারকা-পুরস্থানুরাগিণীনাং তাসাং যোষিতাং) কামদেবং (কামশ্চাসৌ দিব্যতীতি বিজিগীষতে সংসারমিতি দেবশ্চ, যদ্বা, দেবঃ অপ্রাকৃতস্তৎস্বরূপভূতঃ তং স্বপ্রকাশস্বরূপং) সুস্মিতশ্রীমুখেন (শোভনং স্মিতং তদুপলক্ষিতং প্রসাদবিলাসা-দিকং যত্র তেন স্বভাবত এব শ্রীমতা শোভনহাস্য-যুতেন মুখেনৈব) বর্দ্ধয়ন্ (উদ্দীপয়ন্ সন্) [এবম্ভূতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ] জয়তি (সর্ব্বোত্তমত্বেন বর্ত্ততে)।

৮০। অহং (জীবাত্মস্বরূপঃ) বিপ্রঃ (প্রাকৃতবুদ্ধ্যা শৌক্র-সাবিত্র্য-দৈক্ষ-ত্রিবিধ-জন্মাভিমানী ব্রাহ্মণঃ) ন (ন অস্মি), নরপতিঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) চ ন, বৈশ্যঃ ন, শূদ্রঃ চ ন (নাহং বর্ণাভি-মানীত্যর্থঃ) ; [পুনঃ] অহং (জীবঃ) বর্ণী (ব্রহ্মচারী) ন, গৃহপতিঃ (গৃহস্থঃ) চ ন, বনস্থঃ (বানপ্রস্থঃ) ন, যতিঃ (তুর্য্যাশ্রমী সন্ন্যাসী বা) ন (নাস্মি—নাহং আশ্রমাভিমানীত্যর্থঃ)। কিন্তু [কোঽহমিতি চেৎ? তত্রাহ—অহং জীবস্বরূপঃ] প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণা-মৃতাব্ধেঃ (প্রকৃষ্টরূপেণ উদ্যান্ উদয়মাবিষ্কুর্ব্বন্ প্রকাশমান ইতি যাবৎ, যঃ নিখিলঃ পরমানন্দঃ, তেন এব পূর্ণঃ অমৃতাব্ধিঃ তস্য) গোপীভর্ত্তুঃ (গোপীজনবল্লভস্য তস্যৈব স্বয়ংভগবত্তায়াঃ স্বয়ং-রূপত্বাদ্বা) পদকমলয়োঃ (পাদপঙ্কজয়োঃ) দাসদাসানুদাসঃ (বৈষ্ণবদাস্যানুদাস্যে সংপ্রতিষ্ঠিতঃ ত্রিগুণাতীতঃ কৃষ্ণদাসঃ)।

৮২। অলাতচক্র অর্থাৎ জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডকে অতিদ্রুতবেগে ঘুরাইলে উহা যেমন একটী অবিচ্ছিন্ন জ্বলন্ত চক্রের ন্যায় প্রতিভাত হয়, কিন্তু বাস্তবিক জ্বলন্ত-চক্র নয়, তদ্রূপ মহাপ্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে 'একক'-বিগ্রহ হইয়াও সর্ব্বত্র 'ব্যাপক'-রূপে দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

অমৃতাণুকণা—৮০। শ্রুতিতে ভূতশুদ্ধির যে-মন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে, আচার্য্য শ্রীশঙ্কর-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদ-শাস্ত্রে যাহা অন্যতম মহাবাক্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃহদারণ্যক)-মন্ত্রের বিদ্বদ্‌রূঢ়িবৃত্তি-গত অর্থ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বকৃত "নাহং বিপ্রঃ"-শ্লোকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। অর্চ্চনের পূর্ব্বে যাহাতে অর্চ্চার অধিষ্ঠানটি সেবনোপযোগিরূপে পরিণত হয়, তজ্জন্যই ভূতশুদ্ধির আবশ্যকতা। কারণ, 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ'—অদৈব ব্যক্তির দেবতা-অর্চ্চনে অধিকার নাই। "দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ"—দেবত্ব লাভ করিয়াই দেবতা-যজনের বিধি। সেইহেতু লোকাতীত ভগবন্নামাবতার বা অর্চ্চাবতারের প্রতি স্বীয় সেবনবৃত্তি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে সাধক-জীব নিজ অলৌকিক স্বরূপ-সম্বন্ধে অবহিত হইবেন,—নতুবা লৌকিক ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনারূপ পিশাচীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সেবাধিকার-

নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল ।
সসাগর-শৈল মহী করে টলমল ॥ ৮৩ ॥

প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ঃ—

স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ্য ।
নানা ভাবে বিবশতা, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥ ৮৪ ॥

আছাড় খাঞা পড়ে ভূমে গড়ি' যায় ।
সুবর্ণ-পর্ব্বত যৈছে ভূমেতে লোটায় ॥ ৮৫ ॥

নিতাইর রক্ষণ-চেষ্টা ঃ—

নিত্যানন্দপ্রভু দুই হাত প্রসারিয়া ।
প্রভুরে ধরিতে চাহে আশপাশ ধাঞা ॥ ৮৬ ॥

চ্যুত হইবেন। ইহাই ভূতশুদ্ধির তাৎপর্য্য। কিন্তু শাঙ্করগণ 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-মন্ত্রদ্বারা মুক্তিস্পৃহা-রূপ পিশাচীকে আবাহন করায় তথায় ভূতশুদ্ধি সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। "জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৯)। তাঁহাদের যে ব্রহ্মধ্যান, তাহা ব্রহ্ম (?) হইয়া স্বয়ং ব্রহ্মকে পরিবর্জ্জনের জন্যই, ব্রহ্ম-পূজনের উদ্দেশ্যে নহে। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন,—"ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"—ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে লাভ হয় ; "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা"—সেই মুক্তাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত যাবতীয় সেবাভিলাষ উপভোগ করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কহিতেছেন,—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।"

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তের সাররূপে জীবের পরিচয় ব্যক্ত করিয়া কহিতেছেন,—"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্" (ভাঃ ১২। ১৩।১২)। ব্রহ্মে যে লক্ষণ, জীবাত্মায় সেই লক্ষণ বর্ত্তমান—উভয়ে সজাতীয় সমতাৎপর্য্যপর না হইলে অদ্বয়জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। ভেদজগতে যে অবস্থা, জ্ঞেয়পদার্থ সেইরূপ ভেদজাতীয় হইলে অদ্বয়জ্ঞানের পরিবর্ত্তে জড়ভোগ বা ত্যাগমূলক চিন্ত্য দ্বৈতবাদের অপকৃষ্টতা আসিয়া উপস্থিত হয়। 'আমার নিত্য চেতনময়, আনন্দময়, জ্ঞানময় প্রভু তিনি, আমি তাঁহার আনন্দবিধানকারী চিৎকণ পদার্থ, তাঁহা-ভিন্ন আমার অবস্থানই মায়া, অবিদ্যা'—ইহাই ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্বের লক্ষণ। এইস্থলেই অদ্বয়জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মের সহিত জীবের নিত্য সেব্য-সেবক, ব্যাপক-ব্যাপ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া জীবকে পরংব্রহ্ম-সন্নিধানে উপনীত করায়—"ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ" (ভাঃ ১১।১২।১৩)।

শ্রুতি-কথিত সেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-মন্ত্রে জীবের যে স্বরূপ-বিজ্ঞান অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই "বেদান্তকৃদ্-বেদবিদেব চাহম্" (গীঃ ১৫।১৫) অর্থাৎ মূল বেদান্তকারী ও সর্ব্ববেদতাৎপর্য্যবেত্তা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রকাশ করিতেছেন—'অহং গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসোঽস্মি'—আমি গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলযুগলাশ্রিত দাসদাসানুদাস। শ্রুতিগণের বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় যে মুকুন্দপদবী, যাহা বেদান্তের একমাত্র চরম প্রতিপাদ্য বিষয়, তাঁহাকেই মহামহাবৈদান্তিকাগ্রগণ্যা, বিশুদ্ধচেতনে অবস্থিতা, পরমসিদ্ধা গোপীগণ সর্ব্বচিদিন্দ্রিয়-দ্বারা সর্ব্বোন্নত-রসে সেবায় নিয়োজিতা। পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিখিল পরমানন্দ-অমৃতসিন্ধু হইয়াও, যাঁহারা তাঁহার সর্ব্ব আনন্দের উৎস—স্ব-স্ব-ভজনানুসারে তিনি সকলকে ভজনে (প্রতিদানে) সমর্থ হইলেও যাঁহাদিগের প্রীতির অনুরূপ প্রতিদানে সমর্থ হন না—যাঁহাদিগের তুল্য অপর তাঁহার মর্ম্মজ্ঞ নাই, সেই সর্ব্বগোপীশ্রেষ্ঠা, মূলা হ্লাদিনী-স্বরূপিণী, পরা ব্রহ্মস্বরূপা, স্বরূপশক্তি শ্রীবার্ষভানবীর দয়িতের দাসদাসানুদাস-সূত্রে তটস্থাশক্তিজাত, কেশাগ্রের শত-সহস্র-ভাগস্বরূপ অণুচেতন পদার্থ জীব নিজকে সম্বন্ধিত করিতে পারিলে, তাহা, জীবের আত্মগত-বিচারে যতপ্রকার পরিচয় সম্ভব, তন্মধ্যে সর্ব্বশিরোমণিরূপে দেদীপ্যমান হইয়া ব্রহ্মা-শিবাদিরও বন্দনীয়রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহাই 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-মন্ত্রের স্বরূপাবধি।

সেই আত্মজগতে অবিমিশ্র-চেতনরাজ্যে সকলই চেতনময়—তাহাতে অচেতনতা, অনিত্যতা, অবরতা, অসম্পূর্ণতা বা অভাবের অবকাশ নাই। অপরদিকে এই অনাত্মজগৎ—মিশ্রচেতনরাজ্য, এস্থানে অচেতনের মধ্যে চেতনের বিকাশ-হেতু নিত্যতা, সম্পূর্ণতা, অকপটতা, অব্যভিচারিতা, ঈশতা, নির্গুণতা, অবিমিশ্রতা প্রভৃতির অবস্থিতি নাই—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (গীতা ২।১৬)। তজ্জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডগত যাবতীয় স্থূল-সূক্ষ্মভাব চিদ্-অচিদ্-মিশ্র বলিয়া তাহা অনুপাদেয়তা, অচেতনতা, অসম্পূর্ণতা-রহিত হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সেই সমগ্র স্থূল-সূক্ষ্মভাব পরিহারার্থে উপদেশ করিয়াছেন,—'আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য বা শূদ্রও নহি, কিম্বা আশ্রমবিচারে আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নহি।' "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" (গীতা ৩।৪৩)—অশুদ্ধ-অহঙ্কারদ্বারা জীব বিমূঢ়তা লাভ করিয়া 'আমিই কর্ত্তা'-অভিমানে নিজ-সুবিধামত কখনও ভোগী, কখনও ত্যাগী হইয়া পড়ে। সেই অশুদ্ধ-অহঙ্কারবশতঃ বর্ণাশ্রম-বিচারে বা 'জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী'র পরিমাপে জীবের যাবতীয় অভিমান সকলই নিতান্ত জড়ীয় অথবা অচিদ্‌মিশ্র, কুণ্ঠাযুক্ত। সুতরাং তত্তদ্-অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল-চেতনরাজ্য বৈকুণ্ঠে অভিযান সম্ভব হয় না।

জীবের শুদ্ধ-অহঙ্কারে অদ্বয়জ্ঞান-পরতত্ত্বের সেবকবিচারে যে কেবল তদ্দাসদাসানুদাস অভিমান, তাহা কিছু জড়ীয় দৈন্য নহে। এ জগতে দৈন্যের কারণ দূরীভূত হইলেই দম্ভ আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং সে-দৈন্য দম্ভেরই দ্বিতীয়রূপ। 'অশুদ্ধ-অহং'গ্রস্ত জীব 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-মন্ত্রে নিজকে ব্রহ্মের প্রতিযোগিরূপে ধ্যান করত কেবল দম্ভমাত্র সঞ্চয় করিয়া ভগবচ্চরণকমলে অপরাধ করিতে থাকে এবং তৎফলে অধঃপতন তাহার অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" বা সম্রাট্ কুলশেখর-কৃত 'ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্যভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ'—এইরূপে যে আত্মগত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র-অভিমান, তাহা জগতে তৃণমধ্যে যে জড়ের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাভিমান নিহিত আছে, উহারও অতীত। সেই আত্মগত দৈন্য শুদ্ধভক্তির অনুভাব-রূপে মাত্র প্রকাশিত হয় এবং তাহা ভক্তির সম্বর্দ্ধনক্রমে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া কৃষ্ণাকর্ষণ করে। তখন দৈন্যের কারণ দূরীভূত হইলেও সেই দৈন্য নবনবায়মান হইয়া কৃষ্ণপ্রীত্যুৎপাদক বিভূষণে পরিণত হয়।

প্রভুর পশ্চাতে হরিধ্বনি-নিরত অদ্বৈত ঃ—

প্রভু-পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার ।
'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে বার বার ॥ ৮৭ ॥

প্রভুকে লোকস্পর্শ হইতে রক্ষণার্থ তিনদলের বেষ্টন ঃ—

লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল ।
প্রথম-মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল ॥ ৮৮ ॥

কাশীশ্বর মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ ।
হাতাহাতি করি' হৈল দ্বিতীয় আবরণ ॥ ৮৯ ॥

বাহিরে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ ।
মণ্ডল হঞা করে লোক নিবারণ ॥ ৯০ ॥

হরিচন্দন-সঙ্গে রাজার প্রভুনৃত্য-দর্শন ঃ—

হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া ।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হঞা ॥ ৯১ ॥

রাজসম্মুখে শ্রীবাসের প্রভুনৃত্য-দর্শন-সেবা ঃ—

হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট-মন ।
রাজার আগে রহি' দেখে প্রভুর নর্ত্তন ॥ ৯২ ॥

অবাধে রাজার দর্শন-সুযোগজন্য শ্রীবাসকে হরিচন্দনের মৃদুভাবে অপসারণ-চেষ্টা ঃ—

রাজার আগে হরিচন্দন দেখে শ্রীনিবাস ।
হস্তে তাঁরে স্পর্শি কহে,—'হও একপাশ ॥' ৯৩ ॥

সেবা-রত শ্রীবাসের পুনঃ পুনঃ সেবা-বিঘ্নহেতু ক্রোধ ঃ—

নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে ।
বার বার ঠেলে, তেঁহো ক্রোধ হৈল মনে ॥ ৯৪ ॥

হরিচন্দনকে চপেটাঘাত, তৎফলে তাহার ক্রোধ ঃ—

চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ ।
চাপড় খাঞা ক্রুদ্ধ হৈলা হরিচন্দন ॥ ৯৫ ॥

হরিচন্দনকে রাজার নিবারণ ঃ—

ক্রুদ্ধ হঞা তাঁরে কিছু চাহে বলিবারে ।
আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে ॥ ৯৬ ॥

বৈষ্ণবকর্ত্তৃক অপমান বা আঘাতও সৌভাগ্যসূচক ঃ—

"ভাগ্যবান্ তুমি—ইঁহার হস্ত-স্পর্শ পাইলা ।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হৈলা ॥" ৯৭ ॥

নিষ্পলকনেত্রে নিশ্চলভাবে জগন্নাথের প্রভুনৃত্যদর্শনে পরমানন্দ ঃ—

প্রভুর নৃত্য দেখি' লোকে হৈল চমৎকার ।
অন্য আছুক্, জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥ ৯৮ ॥

রথ স্থির কৈল, আগে না করে গমন ।
অনিমিষ-নেত্রে করে নৃত্য দরশন ॥ ৯৯ ॥

প্রভুনৃত্যদর্শনে সুভদ্রা ও বলরামের হর্ষ ঃ—

সুভদ্রা-বলরামের হৃদয়ে উল্লাস ।
নৃত্য দেখি' দুই জনার শ্রীমুখেতে হাস ॥ ১০০ ॥

অষ্টসাত্ত্বিক-ভাব-কদম্ব-শোভিত প্রভুর রূপ ও লীলা ঃ—

উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার ।
অষ্টসাত্ত্বিক-ভাব উদয় সমকাল ॥ ১০১ ॥

মাংস ব্রণ-সম রোমবৃন্দ পুলকিত ।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টক-বেষ্টিত ॥ ১০২ ॥

এক এক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয় ।
লোকে জানে, দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥ ১০৩ ॥

সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ, তাতে রক্তোদ্গম ।
'জজ গগ' 'জজ গগ"—গদ্গদ-বচন ॥ ১০৪ ॥

জলযন্ত্র-ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল ।
আশ-পাশে লোক যত ভিজিল সকল ॥ ১০৫ ॥

অনুভাষ্য

৮৮। মহাবল—শ্রীবলদেব।

তিনমণ্ডল—লোক-বিমর্দ্দন-নিবারণ-কল্পে মহাপ্রভুকে কেন্দ্র-স্থলে সংস্থাপনপূর্ব্বক ভক্তগণ আপনাদিগকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া তিনটী ভিন্ন বৃত্ত রচনা করিলেন। প্রথম-বৃত্তে—অন্যান্য ভক্তসহ নিত্যানন্দপ্রভু, প্রথম-বৃত্তকে কেন্দ্র করিয়া পুনরায় চক্রাকারে বেষ্টনপূর্ব্বক কাশীশ্বর ও মুকুন্দাদি এবং দ্বিতীয়-বৃত্তকে কেন্দ্রজ্ঞানে লোকসমূহদ্বারা বেষ্টন করাইয়া প্রতাপরুদ্র রাজা তৃতীয়-বৃত্ত রচনা করিলেন। তৃতীয়-বৃত্তদ্বারা আবরণ করিয়া, দ্বিতীয়, প্রথম ও তদন্তঃস্থিত শ্রীমহাপ্রভুকে লোকের ভিড় হইতে স্বতন্ত্র করিলেন। উদ্দেশ্য,—লোকের ভিড়ে তৃতীয়মণ্ডল বিপর্য্যস্ত হইলে দ্বিতীয় এবং তাহাও তদ্রূপ সম্মর্দ্দিত হইলে, প্রথম-মণ্ডল প্রভুর সংরক্ষণ-কার্য্যে আসিবে।

৯৫। তারে—হরিচন্দনকে।

৯৬। তাঁরে—শ্রীবাসকে।

১০১। একইকালে আটপ্রকার সাত্ত্বিক ভাবের উদয়।

১০২। প্রভুর রোমবৃন্দ পুলকিত হইয়া লোমকূপের মাংস ব্রণ-সদৃশ দৃষ্ট হইল।

১০৪। 'জজ গগ'—'জগন্নাথ' বলিতে অর্থাৎ উচ্চারণ করিতে প্রভুর তাদৃশ অস্ফুট-বাক্য।

১০৫। জল-যন্ত্র—পিচ্‌কারী অথবা জল-সেচনী ঝাঁজ্‌রা বা ফোয়ারা।

দেহকান্তি গৌরবর্ণ দেখিয়ে অরুণ ।
কভু কান্তি দেখি' যেন মল্লিকা-পুষ্পসম ॥ ১০৬ ॥
কভু স্তম্ভ, কভু প্রভু ভূমিতে লোটায় ।
শুষ্ককাষ্ঠসম পদ-হস্ত না চলয় ॥ ১০৭ ॥
কভু ভূমে পড়ে, কভু শ্বাস হয় হীন ।
যাহা দেখি' ভক্তগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর মুখচন্দ্রে ফেণামৃত-ধারা ঃ—

কভু নেত্রে-নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন ।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ॥ ১০৯ ॥

শুভানন্দের পান ঃ—

সেই ফেন লঞা শুভানন্দ কৈল পান ।
কৃষ্ণপ্রেমরসিক তেঁহো মহাভাগ্যবান্ ॥ ১১০ ॥

নর্ত্তনান্তে প্রভুর কান্তসহ কান্তার মিলনগীতি-শ্রবণ ঃ—

এইমত তাণ্ডব-নৃত্য কৈল কতক্ষণ ।
ভাব-বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥ ১১১ ॥
তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি' স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল ।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল ॥ ১১২ ॥

শ্রীদামোদরস্বরূপের গীত ঃ—

তথাহি পদম্—

"সেই ত' পরাণ-নাথ পাইনু ।
যাহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু ॥" ১১৩ ॥ ধ্রু ॥

গীত-শ্রবণে প্রভুর নৃত্য ঃ—

এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর ।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ॥ ১১৪ ॥

জগন্নাথের প্রভু-পশ্চাতে গমন ঃ—

ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন ।
আগে নৃত্য করি' চলেন শচীর নন্দন ॥ ১১৫ ॥

সকল ভক্তেরই জগন্নাথমুখী হইয়া নর্ত্তন-কীর্ত্তন ঃ—

জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে নাচে, গায় ।
কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু পাছে পাছে যায় ॥ ১১৬ ॥

বহুকাল-বিরহান্তে শ্রীরাধাভাবান্বিত প্রভুর দয়িত শ্রীকৃষ্ণসহ মিলন ঃ—

জগন্নাথ-মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয় ।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয় ॥ ১১৭ ॥

শ্রীরাধাভাব-সুবলিত প্রভুতেই কৃষ্ণাপেক্ষা অধিক প্রেম ঃ—

গৌর যদি পাছে চলে, শ্যাম হয় স্থিরে ।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে ॥ ১১৮ ॥
এইমত গৌর-শ্যামে, দোঁহে ঠেলাঠেলি ।
স্বরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥ ১১৯ ॥

বিচ্ছেদান্তে মিলনস্থলের স্মৃতি-দ্যোতক শ্লোক-পাঠ ঃ—

নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈলা ভাবান্তর ।
হস্ত তুলি' শ্লোক পড়ে করি' উচ্চৈঃস্বর ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৩। তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়িয়া মহাপ্রভুর হৃদয়ে কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাব উদিত হইল। বহুদিন বিচ্ছেদের পর, এই গানটী স্বভাবতঃই আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনুভাষ্য

১১০। শুভানন্দ—আদি, ১০ম পঃ ১১০ সংখ্যা এবং মধ্য, ১৩শ পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৩। মধ্য, ১ম পঃ ৫৩-৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৮-১১৯। শ্রীমহাপ্রভুর ভাব এই যে—ব্রজেন্দ্রনন্দন গোকুল-বাসিনীদিগকে ত্যাগ করিয়া পৌরলীলায় মত্ত হইয়া-ছিলেন, পরে কুরুক্ষেত্র-মিলনে তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করেন। এস্থলে, ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ শ্রীজগন্নাথদেবকে রাধাভাবসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর ঐশ্বর্য্যলীলা-ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র-নীলাচল হইতে মাধুর্য্য-লীলাভূমি গুণ্ডিচার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। শ্রীরাধা ও গোপীগণের ভাবে ভাবান্বিত গৌরহরির পশ্চাৎপদ হইবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজভাববিস্মৃত হইয়া তাঁহাদিগকে (শ্রীরাধাদি গোপীগণকে) অনাদর করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের চেষ্টায় পুনরায় কৃষ্ণের ব্রজগত-মাধুরীর উদয়-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৮। যে-সময়ে গৌরচন্দ্র গীতের অভিনয় করিতে করিতে পিছু হাঁটেন, জগন্নাথ তখন স্থির হইয়া দাঁড়ান ; গৌর যখন আগে চলেন, জগন্নাথ তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হন।

অনুভাষ্য

হেতু ঐশ্বর্য্যলীলা হইতে মাধুর্য্যলীলার উৎকর্ষ উপলব্ধি হওয়ায় কৃষ্ণের রথবিজয়। শ্রীরাধাদি ব্রজজনের প্রতি আন্তরিক সৌহার্দ্দের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণ বাস্তবিকই যাইতেছেন কিনা, অথবা তাঁহার তদিতর অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ-নিরাকরণ-জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু পিছাইয়া পড়িতেছেন। মহাপ্রভুর হৃদ্‌গত ভাব অবগত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবও স্বীয় গতি বন্ধ করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ, বৃন্দাবনে-শ্বরীর অভাবে ব্রজভাবের সৌষ্ঠব-সম্ভাবনা নাই। জগন্নাথকে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া গোপীভাবের সামর্থ্য বুঝিয়া উৎসাহিত হইয়া গৌরসুন্দর অগ্রসর হইলে শ্রীজগন্নাথদেবও লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। শ্রীরাধাদি-গোপীভাবে ভাবুক গৌরের অনুগমন ও গৌরের জন্য অপেক্ষা-যোগ্যতা জগন্নাথদেবেরই দেখা যায়, সুতরাং জগন্নাথের প্রতি মহাপ্রভুর

তথাহি কাব্যপ্রকাশে (১।৪), সাহিত্যদর্পণে (১।১০) ;

পদ্যাবলীতে (৩৮২)—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-

স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।

সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ

রেবা-রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ১২১ ॥

প্রভুর হৃদয়ভাব-রসজ্ঞ শ্রীস্বরূপ ঃ—

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার ।
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ না জানে ইহার ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত ঃ—

এই শ্লোকার্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান ।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান ॥ ১২৩ ॥

বহুকাল বিরহান্তে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণসহ গোপীগণের মিলন ঃ—

পূর্ব্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন ॥ ১২৪ ॥

জগন্নাথ-দর্শনেও প্রভুর তদ্রূপ গোপী-ভাব ঃ—

জগন্নাথ দেখি' প্রভুর সে ভাব উঠিল ।
সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধুয়া গাওয়াইল ॥ ১২৫ ॥

রাজবেশী কৃষ্ণের প্রতি গোপবধূ শ্রীমতী রাধিকার উক্তি ঃ—

অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন ।
'সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব সঙ্গম ॥ ১২৬ ॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন-চরণ ॥ ১২৭ ॥
ইঁহা লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি ।
তাঁহা পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি ॥ ১২৮ ॥
এই রাজবেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ ।
তাঁহা গোপবেশ, সঙ্গে মুরলী-বাদন ॥ ১২৯ ॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন ।
সেই সুখসমুদ্রের ইঁহা নাহি এক কণ ॥ ১৩০ ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে ।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত' পূরণে ॥' ১৩১ ॥

১ম পরিচ্ছেদে সূত্রবর্ণন-মধ্যে ইহা বর্ণিত ঃ—

ভাগবতে আছে যৈছে রাধিকা-বচন ।
পূর্ব্বে তাহা সূত্রমধ্যে করিয়াছি বর্ণন ॥ ১৩২ ॥

ভাগবত-শ্লোকার্থ স্বরূপ ও রূপ ব্যতীত অন্যের অজ্ঞেয় ঃ—

সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে আর শ্লোক ।
সেই সব শ্লোকের অর্থ নাহি বুঝে লোক ॥ ১৩৩ ॥
স্বরূপ-গোসাঞি জানে, না কহে অর্থ তার ।
শ্রীরূপ-গোসাঞি কৈল সে অর্থ প্রচার ॥ ১৩৪ ॥

নৃত্যমধ্যে নিত্যাস্বাদিত শ্লোকের উচ্চারণ ঃ—

স্বরূপ সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন ।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন ॥ ১৩৫ ॥

গোপীর স্বগৃহে কৃষ্ণকে পাইতে আকাঙ্ক্ষা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৮)—

আহুশ্চ তে নলিন-নাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ১৩৬ ॥

অস্যার্থঃ ; [যথা রাগঃ—]

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাময় শুদ্ধহৃদয়রূপ বৃন্দাবনেই কৃষ্ণের উদয়-যোগ্যতা ঃ—

"অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি ।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥ ১৩৭ ॥

শুদ্ধহৃদয়ে কৃষ্ণসঙ্গ-লালসা ঃ—

প্রাণনাথ, শুন মোর নিবেদন ।
ব্রজ—আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন ॥ ১৩৮ ॥ ধ্রু ॥

অনুভাষ্য

ভাব ও মহাপ্রভুর প্রতি জগন্নাথের ভাব,—উভয়ের এই প্রকার ভাবের ঠেলাঠেলিতে বা সংমর্দ্দে শ্রীরাধাভাব-সুবলিত মহাপ্রভু অথবা তাঁহার প্রেমই অধিকতর বলবান্।

১২১-১২২। মধ্য, ১ম পঃ ৫৮-৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৩। মধ্য, ১ম পঃ ৫৩, ৭৭-৮০, ৮২-৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩২। মধ্য, ১ম পঃ ৮১ সংখ্যা, ১৩শ পঃ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৩-১৩৫। মধ্য, ১ম পঃ ৫৯-৬০, ৬৯-৭২ ও ৭৬-৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। অন্যলোকের মনই হৃদয় ; কিন্তু আমার মন বৃন্দাবন হইতে পৃথক্ নয়। মন ও বৃন্দাবনকে 'এক' বলিয়াই আমি জানি।

অনুভাষ্য

১৩৬। মধ্য, ১ম পঃ ৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। প্রাকৃত মানব সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক ধর্ম্মবিশিষ্ট হৃদয়কে 'মন' বলিয়া জানে। প্রাকৃত-ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমার কৃষ্ণসেবাপর চিত্তকেই আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিহারস্থল

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছায় ঐশ্বর্য্যসূচক জ্ঞান শিথিল ঃ—

পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ-জ্ঞানে কহিলা উপায় ।
তুমি—বিদগ্ধ, কৃপাময়, জানহ আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায় ॥ ১৩৯ ॥

ঐকান্তিক কৃষ্ণপ্রেমে তদিতরাভিনিবেশ অসম্ভব ঃ—

চিত্ত কাঢ়ি' তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নারি কাঢ়িবারে ।
তারে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥ ১৪০ ॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাভ্যাসে গোপীর বিরাগ ঃ—

নহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার,
ধ্যান করি' পাইবে সন্তোষ ।
তোমার বাক্য-পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটী,
শুনি' গোপীর আরো বাঢ়ে রোষ ॥ ১৪১ ॥

কৃষ্ণবিরহের গ্রাস হইতেই গোপীর উদ্ধারলাভে ইচ্ছা,
স্বীয় সংসারবন্ধন-মোচনেচ্ছা নাই ঃ—

দেহ-স্মৃতি নাহি যার, সংসার-কূপ কাঁহা তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার ।
বিরহ-সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে,
গোপীগণে নেহ' তার পার ॥ ১৪২ ॥

ব্রজলীলা ও স্বজনবর্গের বিস্মরণজন্য কৃষ্ণকে অনুযোগ ঃ—

বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন, বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা ।
সেই ব্রজের জনগণ, মাতা, পিতা, বন্ধুগণ,
বড় চিত্র, কেমনে পাসরিলা ॥ ১৪৩ ॥

কৃষ্ণের ব্রজ-বিস্মৃতি-দর্শনে দয়িতকে দোষ না দিয়া
নিজাদৃষ্টকে ধিক্কার ঃ—

বিদগ্ধ, মৃদু, সদ্গুণ, সুশীল, স্নিগ্ধ, করুণ,
তুমি, তোমার নাহি দোষাভাস ।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে—আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস ॥ ১৪৪ ॥

যশোদার দুঃখ জানাইয়া আবেদনদ্বারা কৃষ্ণের করুণোদ্রেকচেষ্টা ;
কৃষ্ণবিচ্ছেদাপেক্ষা ব্রজবাসীর মৃত্যুকামনা ঃ—

না দেখি আপন-দুঃখ, দেখি' ব্রজেশ্বরী-মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে ।
কিবা মার' ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি',
কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবারে ? ১৪৫ ॥

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যলীলায় ব্রজবাসীর অরুচি, অথচ
ব্রজত্যাগে কৃষ্ণবিরহে মৃতবৎ ঃ—

তোমার যে অন্যবেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায় ।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায় ?? ১৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৯-১৪৬। হে কৃষ্ণ, তুমি যখন মথুরায় ছিলে, তখন উদ্ধবমুখে 'জ্ঞানযোগ' উপদেশ প্রেরণ করিয়া জ্ঞানযোগে যে তোমাকে পাওয়া যায়, এই কথা বলিয়াছিলে ; সম্প্রতি এই কুরুক্ষেত্রে সাক্ষাৎ মিলনেও সেইরূপ 'জ্ঞানযোগ' বলিতেছ! আমার হৃদয়—প্রেমময়, ইহাতে জ্ঞানযোগের স্থল নাই। এইরূপ জানিয়াও তোমার এরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। আমি তোমা হইতে চিত্ত উঠাইয়া লইয়া বিষয়ে লাগাইতে চাহিলেও তাহা করিতে পারি না! অতএব তোমাতে এরূপ আনুরক্তিই যখন আমার স্বভাব, তখন আমাকে ধ্যান শিক্ষা দেওয়া—কেবল লোকহাস্যকর মাত্র ; সুতরাং তুমি স্থানাস্থান বিচার কর নাই। গোপী কিছু যোগেশ্বর নয় যে, তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া আনন্দ লাভ করিবে। তোমার বাক্যে পারিপাট্য যথেষ্ট থাকিলেও গোপীকে (তোমার) ধ্যান শিখান—একটী কুটীনাটী (মাত্র) ; এই (ধ্যান-শিক্ষার আবশ্যকতা) শুনিয়া গোপীর অধিক অভিমান জন্মে। গোপীগণের স্বভাবতঃই যখন দেহস্মৃতি নাই, তখন 'সংসার-কূপ' বলিয়া তাহাদের কিছুই নাই ; সুতরাং মুক্তিজনক ধ্যানপদ্ধতি তাহাদের পক্ষে বিফল (মাত্র)। তোমার বিরহসমুদ্রে পতিত গোপীগণকে কেবল তোমার সেবা-কামরূপ তিমিঙ্গিলই (সুবৃহৎ মৎস্যবিশেষ) গিলিতেছে, তাহা অর্থাৎ সেই বিরহ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার কর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুমি তোমার সেই ব্রজজন অর্থাৎ মাতা, পিতা, বন্ধুগণকে কিরূপে ভুলিয়া গেলে? তুমি বিশুদ্ধপুরুষ, মৃদু, সদ্গুণদ্বারা সর্ব্বদা সুশীল, স্নিগ্ধ, করুণ, অতএব তোমার এরূপ ব্যবহার দোষাভাসও নয় ; তবে

অনুভাষ্য

'বৃন্দাবন' বলিয়া জানি। প্রাকৃত-বিষয়-চেষ্টারহিত মনকে বৃন্দাবনের সহ 'অভিন্ন' বলিয়া জানি।

১৩৯। উদ্ধব-দ্বারে—ভাঃ ১০ম স্কঃ, ৪৭ অঃ দ্রষ্টব্য।

১৪০। বিষয়—কৃষ্ণেতর বস্তু বা ব্যাপার।

১৪১। কুটিনাটী—কপটতা।

১৪২। দেহস্মৃতি বা দেহাভিনিবেশ হইতেই 'সংসার'—

কৃষ্ণকে ব্রজে আসিতে কাতর আবেদন ঃ—

তুমি—ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি—ব্রজের সকল সম্পদ্ ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি' জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজ-পদ ॥' ১৪৭ ॥

কৃষ্ণের লজ্জা, ব্যাকুলতা এবং শ্রীরাধাকে সান্ত্বনা ঃ—

[পুনর্যথা রাগঃ—]

শুনিয়া রাধিকা-বাণী, ব্রজপ্রেম মনে জানি,
ভাবে ব্যাকুলিত দেহ-মন ।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি', আপনাকে 'ঋণী' মানি',
করে কৃষ্ণ তাঁরে আশ্বাসন ॥ ১৪৮ ॥

কৃষ্ণের সহেতুক প্রত্যুত্তর ঃ—

'প্রাণপ্রিয়ে, শুন, মোর এ সত্য বচন ।
তোমা-সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোন জন ॥ ১৪৯ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রজবাসিগণের বিশেষতঃ গোপী ও শ্রীরাধিকার স্তুতি ঃ—

ব্রজবাসী যত জন, মাতা, পিতা, সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণসম ।
তাঁর মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি—মোর জীবনের জীবন ॥ ১৫০ ॥

ব্রজবাসিগণসহ বিচ্ছেদ—কৃষ্ণেরই দুরদৃষ্ট ফল ঃ—

তোমা-সবার প্রেমরসে, আমাকে করিল বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল ।
তোমা-সবা ছাড়াঞা, আমা দূর-দেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল ॥ ১৫১ ॥

পরস্পরের বিচ্ছেদ মৃত্যুজনক হইলেও পরস্পরের প্রীত্যর্থেই কান্ত ও কান্তার জীবনধারণেচ্ছা ঃ—

প্রিয়া প্রিয়-সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়া-সঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে,—এ সত্য প্রমাণ ।
মোর দশা শোনে যবে, তাঁর এই দশা হবে,
এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ ॥ ১৫২ ॥

বিরহসত্ত্বেও প্রণয়পাত্রের মঙ্গল বা প্রীতিবাঞ্ছাই যথার্থ প্রেমের পরিচয় ঃ—

সেই সতী—প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে ।
না গণে আপন-দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥ ১৫৩ ॥

শ্রীরাধাকে প্রবোধ-দান-ছলনা ঃ—

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি-নিতি ।
তোমা-সনে ক্রীড়া করি', পুনঃ যাই যদুপুরী,
তাহা তুমি মানহ মোর স্ফূর্ত্তি ॥ ১৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যে তুমি ব্রজজনকে আর স্মরণ কর না, তাহা কেবল আমারই দুর্দ্দৈববিলাস (দুরদৃষ্টের খেলা)। আমি নিজের দুঃখ দেখিতেছি না, (কিন্তু সত্য বলিতে কি,) ব্রজেশ্বরী যশোদার দুঃখ দেখিয়া ব্রজজনের হৃদয় বাস্তবিকই বিদীর্ণ হয়। তুমি ব্রজবাসীকে বিচ্ছেদের দ্বারা কখনও মৃতবৎ কর, কখনও সংযোগের দ্বারা জীবিত কর,—কেন যে দুঃখ সহাইবার জন্য জীবিত রাখ, তাহা বলিতে পারি না। তোমার যে মাথুর রাজবেশাদি ধারণ—ব্রজ হইতে পৃথক্‌স্থানে অবস্থান এবং মহিষীগণের সঙ্গ, তাহা ব্রজজনের আদৌ ভাল লাগে না। ব্রজজনের এই এক বিচিত্র কথা যে, তাহারা ব্রজভূমি ছাড়িয়াও অন্যত্র যাইতে পারে না, অথচ তোমাকে না দেখিলেও মরিয়া থাকে ; অতএব ব্রজজনের উপায় কি হইবে, তাহা তুমিই জান।

১৪৯। ঝুরোঁ—রোদন করিয়া থাকি।

অনুভাষ্য

ভাঃ ১১।২।৩৭, ১১।৩।৬ প্রভৃতি অসংখ্য ভাগবত-শ্লোক-প্রমাণ আছে ; বাহুল্য-ভয়ে উদ্ধৃত হইল না। গোপীগণের (এবং সিদ্ধ

অনুভাষ্য

১৫২। প্রিয়সঙ্গহীনা প্রিয়া স্ত্রী, প্রিয়া-সঙ্গহীন প্রিয়পুরুষ যে বাঁচিতে পারে না,—ইহাই সত্য প্রমাণ ; তথাপি (উভয়ে এই মনে করিয়া) এইজন্য বাঁচিয়া থাকে যে, 'আমি মরিয়াছি শুনিলে তাহারও মৃত্যু হইবে।'

১৫৪। তুমি আমার নিত্যপ্রিয়া ও আমার বিরহে তুমি যে বাঁচিবে না—ইহা জানিয়া আমি নারায়ণের সেবা করত তাঁহার

অনুভাষ্য

মহাভাগবত বা পরমহংসেরও) দেহস্মৃতি নাই, ভাঃ ১০।২৯।৩০, ৩৩-৩৪, ১১।৩০।৪৩, ১০।৩২।২২, ১১।৩৫।১৯ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য। কাম—ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ সাধনভক্তিলহরীতে গৌতমীয়তন্ত্র-বাক্য—আদি ৪র্থ পঃ ১৬২-২১৪ সংখ্যা এবং মধ্য ৮ম পঃ ২০৭-২১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; তিমিঙ্গিল—বৃহৎ তিমি-মৎস্যকেও গিলিতে সমর্থ, এমন সুবৃহৎ জলচর জন্তু ; 'নেহ'—লইয়া যাও ; তার—বিরহ-সমুদ্রের।

১৪৮। ঋণী—আদি ৪র্থ পঃ ১৭৯-১৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৪। যদুপুরী—দ্বারকায় ও মথুরায়।

শ্রীরাধাপ্রেমেই কৃষ্ণপ্রাকট্য ঃ—

মোর ভাগ্য মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম—পরম প্রবল ।
লুকাঞা আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥ ১৫৫ ॥

শ্রীরাধাকে স্বীয় ব্রজ-গমন-বিষয়ে আশ্বাস-দান ঃ—

যাদবের বিপক্ষ, যত দুষ্ট কংসপক্ষ,
তাহা আমি কৈলুঁ সব ক্ষয় ।
আছে দুই-চারি জন, তাহা মারি' বৃন্দাবন,
আইলাম আমি, জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৫৬ ॥
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা ।
যেবা স্ত্রী-পুত্র-ধনে, করি রাজ্য আবরণে,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া ॥ ১৫৭ ॥

'ব্রজে আসিব' বলিয়া শ্রীরাধাসমীপে কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ঃ—

তোমার যে প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ,
আনিবে আমা দিন দশ-বিশে ।
পুনঃ আসি' বৃন্দাবনে, ব্রজবন্ধু তোমা-সনে,
বিলসিব রজনী-দিবসে ॥' ১৫৮ ॥

কৃষ্ণোক্ত শ্লোক-শ্রবণে শ্রীরাধার প্রত্যয় ঃ—

এত তাঁরে কহি' কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি' শুনাইল ।
সেই শ্লোক শুনি' রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যে প্রতীতি হইল ॥ ১৫৯ ॥

গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেমই তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির কারণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ১৬০ ॥

স্বরূপসহ প্রভুর আস্বাদন ঃ—

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে ।
রাত্রি-দিনে ঘরে বসি' করে আস্বাদনে ॥ ১৬১ ॥

জগন্নাথকে দেখিয়া রাধা-ভাবান্বিত প্রভুর শ্লোকপঠন ঃ—

নৃত্যকালে সেই ভাবে আবিষ্ট হঞা ।
শ্লোক পড়ি' নাচে জগন্নাথ-মুখ চাঞা ॥ ১৬২ ॥

গ্রন্থকারের শ্রীদামোদর-স্বরূপকে স্তুতি ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন ।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়, বাক্য, মন ॥ ১৬৩ ॥

কৃষ্ণসেবা-রত প্রভু ও স্বরূপের ইন্দ্রিয়গণ অভিন্ন ঃ—

স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ ।
আবিষ্ট হঞা করে গান-আস্বাদন ॥ ১৬৪ ॥

কান্তের ঔদাসীন্যে মলিন-বদনা মানিনী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট প্রভু ঃ—

ভাবের আবেশে কভু ভূমিতে বসিয়া ।
তর্জ্জনীতে ভূমে লিখে অধোমুখ হঞা ॥ ১৬৫ ॥

প্রভুর অঙ্গুলির ক্ষত-ভয়ে শ্রীস্বরূপের সতর্কতা ঃ—

অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি' দামোদর ।
ভয়ে নিজ-করে নিবারয়ে প্রভু-কর ॥ ১৬৬ ॥

স্বরূপের কীর্ত্তনে প্রভুহৃদয়ে রাধাভাব-বৈচিত্র্যের মূর্ত্তি-পরিগ্রহ ঃ—

প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান ।
যবে যেই রস, তাহা করে মূর্ত্তিমান্ ॥ ১৬৭ ॥

জগন্নাথের শ্রীরূপ-বর্ণন ঃ—

শ্রীজগন্নাথের দেখে শ্রীমুখ-কমল ।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল ॥ ১৬৮ ॥
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল ।
মাল্য, বস্ত্র, দিব্য, অলঙ্কার, পরিমল ॥ ১৬৯ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ ঃ—

প্রভুর হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিল ।
উন্মাদ, ঝঞ্ঝা-বাত ততক্ষণে উঠিল ॥ ১৭০ ॥
আনন্দোন্মাদে উঠায় ভাবের তরঙ্গ ।
নানা-ভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধ-রঙ্গ ॥ ১৭১ ॥
ভাবোদয়, ভাবশান্তি, সন্ধি, শাবল্য ।
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ী স্বভাব-প্রাবল্য ॥ ১৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বিভুত্বশক্তিবলে প্রতিদিন ব্রজে আসিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিয়া পুনরায় যদুপুরীতে ফিরিয়া যাই ; অতএব ব্রজে থাকিয়া তুমি আমারই স্ফূর্ত্তি-লাভ (করিয়াছ বলিয়া) মনে করিয়া থাক।

১৬৪। স্বরূপদামোদর যখন এই সকল ভাবের গান করেন, তখন প্রভুর চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি নিজেন্দ্রিয়গণ স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে আবিষ্ট হইয়া গান আস্বাদন করিতে থাকেন, অর্থাৎ উভয়ের একচিত্ততা ও একতানতা প্রকৃষ্টরূপে উদিত হয়।

অনুভাষ্য

১৫৭। যেবা—যদিও।

১৬০। আদি, ৪র্থ পঃ ২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৬। দামোদর—শ্রীস্বরূপ।

১৬৯। পরিমল—সুগন্ধ।

১৭০। উন্মাদ—মধ্য, ২য় পঃ ৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণ-গিরিসহ প্রভুতনুর ও পুষ্পবৃক্ষসহ সাত্ত্বিক ভাবের উপমা ঃ—

প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ-হেমাচল।
ভাব-পুষ্পদ্রুম তাহে পুষ্পিত সকল ॥ ১৭৩ ॥

প্রভুপ্রেম-দর্শনে সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত ঃ—

দেখিতে আকর্ষয়ে সবার চিত্ত-মন।
প্রেমামৃতবৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সবার মন ॥ ১৭৪ ॥
জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক লোক, নীলাচলবাসী যত জন ॥ ১৭৫ ॥
প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি' হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উপজিল হৃদয়ে সবার ॥ ১৭৬ ॥

সকলের প্রেম-কলরব ঃ—

প্রেমে নাচে, গায়, লোক, করে কোলাহল।
প্রভু-নৃত্যে কৈল যাত্রী চৌগুণ মঙ্গল ॥ ১৭৭ ॥

কৃষ্ণবলরামের প্রভুনৃত্য-দর্শন ঃ—

অন্যের কি কায, জগন্নাথ-হলধর।
প্রভুর নৃত্য দেখি' সুখে চলিলা মন্থর ॥ ১৭৮ ॥

গমন-বিরত হইয়া উভয়ের প্রভুনৃত্য-দর্শন ঃ—

কভু সুখে নৃত্যরঙ্গ দেখে রথ রাখি'।
সে কৌতুক যে দেখিল, সেই তার সাক্ষী ॥ ১৭৯ ॥

নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর রাজাগ্রে পতনোন্মুখতা ঃ—

এইমত নৃত্য প্রভু করিতে ভ্রমিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে ॥ ১৮০ ॥

রাজার প্রভুকে ধারণ, প্রভুর বাহ্যদশা ঃ—

সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাঁহাকে দেখিতে প্রভুর বাহ্য হইল ॥ ১৮১ ॥

বাহ্যদশায় লোকশিক্ষক জগদ্গুরু আচার্য্যলীলাকারী প্রভুর রাজস্পর্শে আত্মধিক্কার ঃ—

রাজা দেখি' মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
"ছি, ছি, বিষয়ীর স্পর্শ হইল আমার ॥" ১৮২ ॥
আবেশেতে নিত্যানন্দ হৈলা অসাবধান।
কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি ছিলা অন্যস্থান ॥ ১৮৩ ॥

রাজার দৈন্যময়ী কৃষ্ণসেবা-দর্শনে অন্তরে সন্তোষ, ভক্তিসাধক-হিতার্থে বাহিরে রোষাভাস ঃ—

যদ্যপি রাজারে দেখি' হাড়ির সেবনে।
প্রসন্ন হঞাছে তাঁরে মিলিবারে মনে ॥ ১৮৪ ॥
তথাপি আপন-গণে করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান্ ॥ ১৮৫ ॥

প্রভুবাক্যে রাজার ভয়, সার্ব্বভৌমের আশ্বাস ঃ—

প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে,—"তুমি না কর সংশয় ॥ ১৮৬ ॥
তোমার উপরে প্রভুর সুপ্রসন্ন মন।
তোমা লক্ষ্য করি' শিখায়েন নিজগণ ॥ ১৮৭ ॥
অবসর জানি' আমি করিব নিবেদন।
সেইকালে যাই' করিহ প্রভুর মিলন ॥" ১৮৮ ॥

প্রভুর স্বয়ং রথ-সঞ্চালন ঃ—

তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ করিয়া।
রথ-পাছে যাই' ঠেলে রথে মাথা দিয়া ॥ ১৮৯ ॥

রথ-চলন-দর্শনে লোকের হরিধ্বনি ঃ—

ঠেলিতেই চলিল রথ 'হড়' 'হড়' করি'।
চতুর্দ্দিকে লোক সব বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ১৯০ ॥

সুভদ্রা-বলরাম-রথাগ্রে সগণ প্রভুর নর্ত্তন ঃ—

তবে প্রভু নিজ-ভক্তগণ লঞা সঙ্গে।
বলদেব-সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে ॥ ১৯১ ॥

তৎপর জগন্নাথ-রথাগ্রে নর্ত্তন ঃ—

তাঁহা নৃত্য করি' জগন্নাথাগ্রে আইলা।
জগন্নাথ-আগে নৃত্য করিতে লাগিলা ॥ ১৯২ ॥

বলগণ্ডিতে রথস্থিতি ঃ—

চলিয়া আইল রথ 'বলগণ্ডি'-স্থানে।
জগন্নাথ রাখি' দেখে ডাহিনে-বামে ॥ ১৯৩ ॥
বামে—'বিপ্রশাসন', নারিকেল বন।
ডাহিনে ত' পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন ॥ ১৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭০। ঝঞ্ঝাবাত—মাঝে মাঝে স-তেজ বাতাস।

১৭২। 'ভাবোদয়', 'ভাবশান্তি', 'সন্ধি', 'শাবল্য'—ভাবোদয়, ভাবশান্তি, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য।

১৭৭। চৌগুণ মঙ্গল—চতুর্গুণ মঙ্গলধ্বনি।

১৭৮। মন্থর—ধীরে ধীরে।

১৯৩। 'বলগণ্ডি'-স্থানে—শ্রদ্ধাবালু ও অর্দ্ধাসনী দেবীর মধ্যে যে স্থানটী, তাহার নাম 'বলগণ্ডি'।

অনুভাষ্য

১৭১-১৭২। মধ্য, ২য় পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৪-১৭৬। মধ্য, ২য় পঃ ৮১-৮২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮৪। হাড়ির সেবন—রাস্তায় ঝাড়ুদারের কার্য্য ; মধ্য ১৩ পঃ ১৫-১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮৫। আপন-গণ—ভবসাগরের পারগমনেচ্ছু, নিষ্কিঞ্চন, ভগবদ্ভজনোন্মুখ অর্থাৎ প্রেমারুরুক্ষুর লীলাকারী ভক্তগণ।

১৯৪। উৎকল-দেশে ব্রাহ্মণপল্লীকে 'বিপ্রশাসন' বলে।

আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রথ রাখি' জগন্নাথ করেন দরশন ॥ ১৯৫ ॥

জগন্নাথের উত্তম-ভোগাস্বাদন ঃ—

সেই স্থলে ভোগ লাগে, আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন ॥ ১৯৬ ॥
জগন্নাথের ছোট-বড় যত ভক্তগণ।
নিজ নিজ উত্তম-ভোগ করে সমর্পণ ॥ ১৯৭ ॥

ছোট-বড়, প্রজা-রাজ-নির্ব্বিশেষে সকলের ভোগসমর্পণ ঃ—

রাজা, রাজমহিষীবৃন্দ, পাত্র, মিত্রগণ।
নীলাচলবাসী যত ছোট-বড় জন ॥ ১৯৮ ॥
নানা-দেশের দেশী যত যাত্রিক জন।
নিজ-নিজ-ভোগ তাঁহা করে সমর্পণ ॥ ১৯৯ ॥
আগে-পাছে, দুই পার্শ্বে উদ্যানের-বনে।
যেই যাহা পায়, লাগায়,—নাহিক নিয়মে ॥ ২০০ ॥

ভোগকালে জনসঙ্ঘ, বিশ্রামার্থ প্রভুর পার্শ্বস্থ উদ্যানে গমন ঃ—

ভোগের সময় লোকের মহা ভিড় হৈল।
নৃত্য ছাড়ি' মহাপ্রভু উপবনে গেল ॥ ২০১ ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন পাঞা।
পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া ॥ ২০২ ॥

শীতলবায়ুতে শ্রম-লাঘব ঃ—

নৃত্য-পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম।
সুগন্ধি শীতল-বায়ু করেন সেবন ॥ ২০৩ ॥

কীর্ত্তনকারিগণের বৃক্ষতলে বিশ্রাম ঃ—

যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরাম।
প্রতিবৃক্ষতলে সবে করেন বিশ্রাম ॥ ২০৪ ॥

প্রভুর এইরূপ মহাসঙ্কীর্ত্তন ঃ—

এই ত' কহিল প্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিল নর্ত্তন ॥ ২০৫ ॥

শ্রীরূপের চৈতন্যাষ্টকে রথাগ্রে প্রভুনৃত্য বর্ণিত ঃ—

রথাগ্রেতে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্যাষ্টকে রূপ-গোসাঞি কর্য়াছে বর্ণন ॥ ২০৬ ॥

স্তবমালায় প্রথম চৈতন্যাষ্টকে (৭) শ্রীরূপগোস্বামিবাক্য—

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ২০৭ ॥

শ্রীচৈতন্যের রথাগ্রে নর্ত্তন-শ্রবণে প্রেমভক্তি লাভ ঃ—

ইহা যেই শুনে, সেই শ্রীচৈতন্য পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস-সহ প্রেমভক্তি হয় ॥ ২০৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২০৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

২০৭। শ্রীরূপগোস্বামী তিনটী 'শ্রীচৈতন্যাষ্টক' রচনা করেন, তন্মধ্যে এইটী প্রথমাষ্টকের সপ্তম শ্লোক—

রথারূঢ়স্য (রথোপরি স্থিতস্য) নীলাচলপতেঃ (জগন্নাথ-দেবস্য) আরাৎ (সমীপে) অধিপদবি (প্রধানপথে) অদভ্র-প্রেমোর্ম্মিস্ফুরিত-নটনোল্লাসবিবশঃ (অদভ্রেণ অধিকেন প্রেমোর্ম্মিণা প্রেমতরঙ্গেণ স্ফুরিতঃ প্রতিবিম্বিতঃ যঃ নটনোল্লাসঃ নর্ত্তন-বিলাস-হর্ষঃ, তেন বিবশঃ শ্রম-বিহ্বলঃ) সহর্ষং (সানন্দং) গায়দ্ভিঃ (কীর্ত্তনপরৈঃ) বৈষ্ণব-জনৈঃ (ভক্তবৃন্দৈঃ) পরিবৃতঃ-তনুঃ (বেষ্টিতবিগ্রহঃ এবম্ভূতঃ) সঃ চৈতন্যঃ (গৌরচন্দ্রঃ) পুনরপি কিং মে (মম) দৃশোঃ পদং (নয়নপথং) যাস্যতি (প্রাপ্স্যতি)?

শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদ তৎকৃত 'শ্রীরাধারস-সুধানিধি'তেও—"নিন্দন্তং পুলকোৎকরেণ বিকসন্নীপপ্রসূনচ্ছবিং প্রোর্দ্ধীকৃত্য ভুজদ্বয়ং হরি-হরীত্যুচ্চৈর্বদন্তং মুহুঃ। নৃত্যন্তং দ্রুত-মশ্রুনির্ঝরচয়ৈঃ সিঞ্চন্তমুর্বীতলং গায়দ্ভির্নিজপার্ষদৈঃ পরিবৃতং শ্রীগৌরচন্দ্রং স্তুমঃ।।"

ইতি অনুভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৪। আরাম—উদ্যানে (উপবন, বৃক্ষবাটিকা, বাগান)।

২০৭। রথারূঢ় নীলাচলপতির সম্মুখে অধিক প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিতনাট্যোল্লাসে বিবশ হইয়া আনন্দের সহিত সঙ্কীর্ত্তনকারী এবং বৈষ্ণবদিগের দ্বারা যিনি পরিবৃত, সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার দৃষ্টিপথে আসিবেন?

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—বলগণ্ডি-উদ্যানে প্রভুর প্রেমাবেশ হইলে রাজা-প্রতাপরুদ্রদেব একাকী বৈষ্ণববেশ ধারণপূর্ব্বক ভাগবত-শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভুর পদ সম্বাহন করিতে লাগিলেন। প্রেমাবেশে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া কৃপা করিলেন। ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভু বলগণ্ডি-ভোগের প্রসাদ সেবন করিলেন। তদনন্তর রথ না চলায়, রাজা অনেক মত্তহস্তী লাগাইয়াও রথ চালাইতে না পারায়, মহাপ্রভু স্বয়ং মাথা দিয়া রথ ঠেলিয়া চালাইলেন ; ভক্তগণ সেই সময় কাছি টানিতে লাগিলেন। গুণ্ডিচার নিকটে আইটোটায় মহাপ্রভুর বিশ্রাম-স্থান হইল। জগন্নাথ সুন্দরাচলে বসিলে মহাপ্রভুর বৃন্দাবনলীলা-স্ফূর্ত্তি হইল। ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে গণসহিত প্রভুর জলখেলা হইয়াছিল। নবরাত্র-যাত্রায় মহাপ্রভুর জগন্নাথ-বল্লভে অবস্থিতি এবং পঞ্চমী-দিবসে 'হেরাপঞ্চমী'-লীলা-দর্শনে (শ্রীস্বরূপের সহিত) লক্ষ্মী ও গোপীগণের স্বভাব লইয়া অনেক কথোপকথন হইয়াছিল। রাধিকার ভাবের সর্ব্বোৎকর্ষতা শ্রীস্বরূপের মুখ হইতে শুনিয়া মহাপ্রভু পরমানন্দ লাভ করিলেন। পুনর্যাত্রা-সময়ে কীর্ত্তনাদি হইলে কুলীনগ্রামী রামানন্দ-বসু ও সত্যরাজ-খাঁকে প্রতিবৎসর (শ্রীজগন্নাথের) 'পট্টডোরী' আনিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু আজ্ঞা দিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

'হেরা-পঞ্চমী'-দর্শনে নৃত্যকারী গৌরসুন্দর ঃ—

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্ ।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্‌ণা ননর্ত্ত সঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ২ ॥

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌড়ের ভক্তগণ ।
জয় শ্রোতাগণ,—যাঁর গৌর প্রাণধন ॥ ৩ ॥

প্রভুর বিশ্রামকালে রাজার প্রবেশ ঃ—

এইমত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে ।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল প্রবেশে ॥ ৪ ॥

দীন-বৈষ্ণববেশে সর্ব্ববৈষ্ণবের আজ্ঞা লইয়া
নিমীলিতনেত্র প্রভুর পাদ-সম্বাহন ঃ—

সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি' রাজবেশ ।
একলা বৈষ্ণব-বেশে করিল প্রবেশ ॥ ৫ ॥

সব-ভক্তের আজ্ঞা নিল যোড়-হাত হঞা ।
প্রভু-পদ ধরি' পড়ে সাহস করিয়া ॥ ৬ ॥

আঁখি মুদি' প্রেমে প্রভু ভূমিতে শয়ান ।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ-সম্বাহন ॥ ৭ ॥

রাজার গোপীগীতা পাঠ ঃ—

রাসলীলার শ্লোক পড়ি' করেন স্তবন ।
"জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় করেন পঠন ॥ ৮ ॥

প্রভুর সন্তোষ ও শুনিতে আগ্রহ ঃ—

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার ।
'বল, বল' বলি' প্রভু বলে বার বার ॥ ৯ ॥

প্রেমাবিষ্ট প্রভুর রাজাকে আলিঙ্গন ঃ—

'তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল ।
উঠি' প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল ॥ ১০ ॥

আপনাকে প্রচুর লাভবান্-জ্ঞানে রাজাকে কৃতজ্ঞতা ঃ—

"তুমি মোরে দিলে বহু অমূল্য রতন ।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিলুঁ আলিঙ্গন ॥" ১১ ॥

উভয়ের অশ্রু ও কম্প ঃ—

এত বলি' সেই শ্লোক পড়ে বার বার ।
দুইজনার অঙ্গে কম্প, নেত্রে জলধার ॥ ১২ ॥

ভগবৎকথামৃত-বিতরণকারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।৯)—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥১৩॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। স্বীয় ভক্তবৃন্দের সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব দর্শন করত এবং গোপীদিগের রসোল্লাস শ্রবণ করত হৃষ্টচিত্ত হইয়া গৌরচন্দ্র নৃত্য করিয়াছিলেন।

৮। "জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায়—রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে "গোপীগীতা"—১০ম স্কন্ধে ৩১ অধ্যায়।

১৩। হে প্রিয়, বহুজন্মের বহুসুকৃতিকারী পুরুষগণ জগতে আসিয়া, তোমার প্রেমতপ্ত ব্যক্তিদিগের জীবন-স্বরূপ, কবিদিগের

অনুভাষ্য

১। সঃ গৌরঃ আত্মবৃন্দৈঃ (স্বপার্ষদগণৈঃ) শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়োৎসবং পশ্যন্ গোপীরসোল্লাসং (গোপীনাং পারকীয়-রসাতিশয্যং) শ্রুত্বা হৃষ্টঃ সন্ প্রেম্‌ণা (পরময়া প্রীত্যা) ননর্ত্ত।

১৩। রাসক্রীড়াকালে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় কৃষ্ণৈকপ্রাণা (কৃষ্ণময়ী) গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে নিতান্ত কাতরা

অজ্ঞাতসারে রাজাকে আলিঙ্গন ঃ—

'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলি' করে আলিঙ্গন ।
ইঁহো নাহি জানে,—ইঁহো হয় কোন্ জন ॥ ১৪ ॥

রাজার পূর্ব্ব-সেবাদর্শনে প্রভুর কৃপা ঃ—

পূর্ব্ব-সেবা দেখি' তাঁরে কৃপা উপজিল ।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা-প্রসাদ করিল ॥ ১৫ ॥

চৈতন্যকৃপায় অধিকার-বিচার বা হেতু নাই ঃ—

এই দেখ, চৈতন্যের কৃপা-মহাবল ।
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল ॥ ১৬ ॥

প্রেমাবেশে রাজাকে পরিচয়-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু বলে,—"কে তুমি, করিলা মোর হিত ?
আচম্বিতে আসি' পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত ?" ১৭ ॥

রাজার 'কৃষ্ণদাসানুদাস' বলিয়া স্বীয় পরিচয় দান ঃ—

রাজা কহে,—"আমি তোমার দাসের দাস ।
ভৃত্যের ভৃত্য কর,—এই মোর আশ ॥" ১৮ ॥

প্রভুর রাজাকে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল ।
'কারেহ না কহিবে' এই নিষেধ করিল ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বান্তর্যামী প্রভুর বহির্দ্দশায় ভাবাবেশে রাজদর্শন-ঘটনার অপ্রকাশ ঃ—

'রাজা'—হেন জ্ঞান কভু না কৈল প্রকাশ ।
অন্তরে সকল জানেন, বাহিরে উদাস ॥ ২০ ॥

ভক্তগণের রাজভাগ্য-প্রশংসন ঃ—

প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি' ভক্তগণে ।
রাজারে প্রশংসে সবে আনন্দিত মনে ॥ ২১ ॥

প্রভু ও ভক্তগণকে বন্দনপূর্ব্বক রাজার প্রস্থান ঃ—

দণ্ডবৎ করি' রাজা বাহিরে চলিলা ।
যোড় হস্ত করি' সব ভক্তেরে বন্দিলা ॥ ২২ ॥

সকলের মধ্যাহ্ন-স্নানান্তে বাণীনাথের প্রচুর প্রসাদ আনয়ন ঃ—

মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ।
বাণীনাথ প্রসাদ লঞা করিল গমন ॥ ২৩ ॥
সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-বাণীনাথে দিয়া ।
প্রসাদ পাঠা'ল রাজা বহুত করিয়া ॥ ২৪ ॥

বিচিত্র প্রসাদ ঃ—

'বলগণ্ডি ভোগে'র প্রসাদ—উত্তম অনন্ত ।
'নি-সকড়ি' প্রসাদ আইল, যার নাহি অন্ত ॥ ২৫ ॥
ছানা, পানা, পৈড়, আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল ।
নানাবিধ কদলী, আর বীজ-তাল ॥ ২৬ ॥
নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, টাবা, কমলা, বীজপূর ।
বাদাম, ছোহারা, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর ॥ ২৭ ॥
মনোহরা, লাড়ু, আদি শতেক প্রকার ।
অমৃতগুটিকা-আদি, ক্ষীর্‌সা অপার ॥ ২৮ ॥
অমৃতমণ্ডা, সরবতী, আর কুম্‌ড়া-কুরী ।
রসামৃত, সরভাজা আর সরপুরী ॥ ২৯ ॥
হরিবল্লভ, সেঁওতি, কর্পূর, মালতী ।
ডালি-মরিচ-লাড়ু, নবাত, অমৃতি ॥ ৩০ ॥
পদ্মচিনি, চন্দ্রকান্তি, খাজা, খণ্ডসার ।
বিয়রি, কদ্মা, তিলাখাজার প্রকার ॥ ৩১ ॥
নারঙ্গ-ছোলঙ্গ-আম্র-বৃক্ষের আকার ।
ফুল-ফল-পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার ॥ ৩২ ॥
দধি, দুগ্ধ, ননী, তক্র, রসালা, শিখরিণী ।
স-লবণ, মুদ্গাঙ্কুর, আদা খানি খানি ॥ ৩৩ ॥
লেম্বু-কুল আদি নানাপ্রকার আচার ।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সঙ্গীত, কলুষনাশী, শ্রবণমঙ্গল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বব্যাপক তোমার কথামৃত গান করিয়া থাকেন ।

অনুভাষ্য

হইয়া তন্ময়চিত্তে রাসক্রীড়াস্থল হইতে যমুনাতটে আসিয়া এই সমস্ত গীতে কৃষ্ণের বিবিধ গুণগান করিতেছেন,—

যে জনাঃ ভুবি (সংসারে) তপ্তজীবনং (বিরহতাপক্লিষ্টানাং প্রাণস্বরূপং) কবিভিঃ (কৃষ্ণরসবিদ্ভিঃ) ঈড়িতম্ (আরাধিতং) কল্মষাপহং (বিরহজ্বরদুঃখবিনাশকং) শ্রবণমঙ্গলং (কর্ণরসায়নং) শ্রীমৎ (সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং) তব (হরেঃ) কথামৃতং (সুধাত্মকাং কথাম্) আততং (বিস্তৃতং) গৃণন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি), [তে এব জনাঃ] ভূরিদাঃ (বদান্যবরাঃ)।

১৪। পূর্ব্ববর্ত্তী 'ইঁহো'-শব্দে মহাপ্রভু ; পরবর্ত্তী ইঁহো-শব্দে রাজা প্রতাপরুদ্র।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫। নি-সকড়ি—দধি, ক্ষীর, ফল, মূল প্রভৃতি যাহা সখ্‌ড়ি নয়।

২৬। পৈড়—ডাব (পাঠান্তরে, 'পৈরা'—পয়রা গুড়)।

৩২। চিনিতে প্রস্তুত 'নারঙ্গ', 'ছোলঙ্গ', 'টাবা', 'কমলা' প্রভৃতি নেবু ও আম্রবৃক্ষের আকার ('খেলনা')।

প্রসাদ-পাত্রে বহু স্থান আবৃত ঃ—

প্রসাদে পূরিত হইল অর্দ্ধ উপবন ।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন ॥ ৩৫ ॥

জগন্নাথের তৃপ্তিস্মরণে প্রভুর হর্ষ ঃ—

এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন ।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥ ৩৬ ॥
কেয়াপত্র-দ্রোণী আইল বোঝা পাঁচ-সাত ।
এক এক জনে দশ দোনা দিল,—এত পাত ॥ ৩৭ ॥

কীর্ত্তন-শ্রান্ত ভক্তগণকে স্বয়ং ভগবানেরই সেবনাপ্যায়ন ঃ—

কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি' গৌররায় ।
তাঁ-সবারে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায় ॥ ৩৮ ॥

প্রভু স্বয়ংই পরিবেশন-কর্ত্তা ঃ—

পাঁতি পাঁতি করি' ভক্তগণে বসাইলা ।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা ॥ ৩৯ ॥

প্রভুর অ-ভোজনে সকলেরই ভোজনে অরুচি ঃ—

প্রভু না খাইলে, কেহ না করে ভোজন ।
স্বরূপ-গোসাঞি তবে কৈল নিবেদন ॥ ৪০ ॥

ভক্তগণের পক্ষ হইয়া স্বরূপের প্রার্থনা ঃ—

"আপনে বৈস, প্রভু, ভোজন করিতে ।
তুমি না খাইলে, কেহ না পারে খাইতে ॥" ৪১ ॥

প্রভুর প্রসাদ-সেবন ঃ—

তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা ।
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া ॥ ৪২ ॥

ভোজনান্তে আচমন, বহুলোকের উদ্বৃত্ত-প্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

ভোজন করি' বসিলা প্রভু করি' আচমন ।
প্রসাদ উবরিল, খায় সহস্রেক জন ॥ ৪৩ ॥

দীন, দুঃখী কাঙ্গালগণের প্রভুকৃপায় প্রসাদপ্রাপ্তি ঃ—

প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন-হীন জনে ।
দুঃখী কাঙ্গাল আনি' করায় ভোজনে ॥ ৪৪ ॥

গৌরহরির কাঙ্গাল-ভোজন-দর্শন ও হরিকীর্ত্তনোপদেশ ঃ—

কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ দেখে গৌরহরি ।
'হরিবোল' বলি' তারে উপদেশ করি ॥ ৪৫ ॥

কাঙ্গালের হরিভক্তি-লাভ ঃ—

'হরিবোল' বলি' কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি' যায় ।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায় ॥ ৪৬ ॥

রথসঞ্চালনে গৌড়গণের অসামর্থ্য ঃ—

ইঁহা জগন্নাথের রথ-চলন-সময় ।
গৌড় সব রথ টানে, আগে নাহি যায় ॥ ৪৭ ॥

সপরিকর রাজার ব্যস্তভাবে উপস্থিতি ঃ—

টানিতে না পারে গৌড়, রথ ছাড়ি' দিল ।
পাত্র-মিত্র লঞা রাজা ব্যগ্র হঞা আইল ॥ ৪৮ ॥

মহামহা-মল্লগণের রথসঞ্চালনে অসামর্থ্য ঃ—

মহামল্লগণে দিল রথ চালাইতে ।
আপনে লাগিলা রথ, না পারে টানিতে ॥ ৪৯ ॥
ব্যগ্র হঞা আনে রাজা মত্ত-হাতীগণ ।
রথ চালাইতে রথে করিল যোজন ॥ ৫০ ॥

অনুভাষ্য

২৬-৩৪। গ্রন্থকারের কৃষ্ণ-নৈবেদ্যের বৈচিত্র্য-বিষয়ক জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে।

২৬। বীজতাল—তালশাঁস।

২৭। নারঙ্গাদি সবগুলিই নেবুজাতীয় ফল ; বীজপূর—মাতুলুঙ্গ, বেদানা বা ডালিম, অথবা টাবা নেবু (?) ; ছোহারা—শুষ্ক খর্জ্জুর, খুর্ম্মা ; দ্রাক্ষা—আঙ্গুর।

২৮। মনোহরা—সন্দেশবিশেষ ; ক্ষীর্‌সা—পূর্ব্ববঙ্গে চলিত ভাষায় 'ক্ষীর'ই ক্ষীর্‌সা-নামে কথিত।

২৯। পাঠান্তরে 'অমৃতভণ্ডা'—পেঁপে ; সরবতী—উৎকৃষ্ট নেবুবিশেষ ; সরভাজা ও সরপুরী—নদীয়া-জিলায় কৃষ্ণনগর অঞ্চলেই বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়।

৩০। হরিবল্লভ—ঘৃতপক্ব রোটিকাবিশেষ (?) সেঁওতি—সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ ; কর্পূর—পুষ্পবিশেষ (?) ; ডাল-মরিচ-লাড়ু—মুগের নাড়ু (?) ; নবাত—চিনির রসে পক্ব মিষ্টান্ন-দ্রব্য-বিশেষ ; অমৃতি—'জিলিপি'-জাতীয় ঘৃতপক্ব মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ (পূর্ব্ববঙ্গেই বিশেষ প্রস্তুত হয়)।

৩১। চন্দ্রকান্তি—কলাইর ডালে প্রস্তুত সরুচাক্‌লি, বা চন্দ্রাকৃতি ফুলবড়ি ; বিয়রি—বিরণধান্যের চাউল-ভাজার চাক; কদ্মা—চূর্ণ তণ্ডুলে চিনির রসে প্রস্তুত অতিকঠিন সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টদ্রব্যবিশেষ ; তিলেখাজা—খাজার সহিত ঘৃত-ভর্জ্জিত তিল-সংযোগে প্রস্তুত মিষ্টদ্রব্যবিশেষ।

৩৩। তক্র—ঘোল ; রসালা—সরবৎ, পানা ; খানি-খানি—কুচি কুচি, টুক্‌রা।

৩৪। নেবুর আচার ও কুলের আচার ; পূর্ব্ববঙ্গে চলিত-ভাষায় 'নেবু'-শব্দ লেম্বু-নামে কথিত।

৩৭। কেয়াপত্র দ্রোণী—কেতকীবৃক্ষের পত্রে নির্ম্মিত ডোঙ্গা ; দোনা—ঠোঙ্গা।

৩৯। পাঁতি—শ্রেণীবদ্ধ।

৪৩। উবরিল—উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত হইল।

মত্ত-হস্তীগণ টানে, যত তার বল ।
এক পদ না চলে রথ, হইল অচল ॥ ৫১ ॥

সগণ প্রভুর রথসঞ্চালন-চেষ্টা-দর্শন ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লঞা ।
মত্তহস্তী রথ টানে,—দেখে দাণ্ডাঞা ॥ ৫২ ॥

হস্তিদ্বারাও রথসঞ্চালন না দেখিয়া সকলের হাহাকার ঃ—

অঙ্কুশের ঘায় হস্তী করয়ে চিৎকার ।
রথ নাহি চলে, লোকে করে হাহাকার ॥ ৫৩ ॥

নিজগণকে রথচালনে নিয়োগ ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল ।
নিজগণে রথ-কাছি টানিবারে দিল ॥ ৫৪ ॥

প্রভুর রথসহ মস্তকস্পর্শমাত্র রথের-চলন ঃ—

আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া ।
হড় হড় করি' রথ চলিল ধাইয়া ॥ ৫৫ ॥

অনায়াসে রথের গমন ঃ—

ভক্তগণ কাছি হাতে করি' মাত্র ধায় ।
আপনে চলিল রথ, টানিতে না পায় ॥ ৫৬ ॥

হর্ষবশতঃ সকলের জয়ধ্বনি ঃ—

আনন্দে করয়ে লোক 'জয়' 'জয়'-ধ্বনি ।
'জয় জগন্নাথ' বই আর নাহি শুনি ॥ ৫৭ ॥

প্রভুর প্রভাবে রথের গুণ্ডিচা-গমন ঃ—

নিমেষে ত' গেল রথ গুণ্ডিচার দ্বার ।
চৈতন্য-প্রতাপ দেখি' লোকে চমৎকার ॥ ৫৮ ॥

লোকের প্রভু-জয়ধ্বনি ঃ—

'জয় গৌরচন্দ্র', 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ।
এইমত কোলাহল লোকে করে ধন্য ॥ ৫৯ ॥

প্রভু-মাহাত্ম্য-দর্শনে রাজার প্রেমাবেশ ঃ—

দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র-মিত্র-সঙ্গে ।
প্রভুর মহিমা দেখি' প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥ ৬০ ॥

জগন্নাথের পাহাণ্ডি ঃ—

পাণ্ডুবিজয় তবে করে সেবকগণে ।
জগন্নাথ বসিলা গিয়া নিজ-সিংহাসনে ॥ ৬১ ॥

সুভদ্রা-বলরামের পাহাণ্ডি, জগন্নাথের স্নানভোগ ঃ—

সুভদ্রা-বলরাম নিজ-সিংহাসনে আইলা ।
জগন্নাথের স্নানভোগ হইতে লাগিলা ॥ ৬২ ॥

অঙ্গনে প্রভুর ভক্তগণসহ কীর্ত্তন ঃ—

আঙ্গিনাতে মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ ।
আনন্দে আরম্ভ কৈল নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥ ৬৩ ॥

প্রভুর প্রেমে সকলেই পাগল ঃ—

আনন্দে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল ।
দেখি' সব লোক প্রেম-সাগরে ভাসিল ॥ ৬৪ ॥

সন্ধ্যারতি-দর্শন ও আইটোটায় বিশ্রাম ঃ—

নৃত্য করি' সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল ।
আইটোটা আসি' প্রভু বিশ্রাম করিল ॥ ৬৫ ॥

অদ্বৈতাদি ৯ জনের নবরাত্র-যাত্রার ৯ দিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল ।
মুখ্য মুখ্য নব জন নব দিন পাইল ॥ ৬৬ ॥

চাতুর্ম্মাস্যে প্রতি ভক্তের এক এক দিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যে যত দিন ।
এক এক দিন করি' করিল বণ্টন ॥ ৬৭ ॥

অন্যান্য ভক্তের প্রভু-নিমন্ত্রণ-সৌভাগ্যাভাব ঃ—

চারি মাসের দিন মুখ্যভক্ত বাঁটি' নিল ।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল ॥ ৬৮ ॥

অগত্যা ২/৩ জনের একত্রে এক এক দিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

এক দিন নিমন্ত্রণ করে দুই-তিনে মিলি' ।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-কেলি ॥ ৬৯ ॥

প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক জগন্নাথ-দর্শনান্তে সগণে কীর্ত্তন-নর্ত্তন ঃ—

প্রাতঃকালে স্নান করি' দেখি' জগন্নাথ ।
সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করে ভক্তগণ সাথ ॥ ৭০ ॥

নিতাই-অদ্বৈতাদির নর্ত্তন, গুণ্ডিচায় তিনবেলা কীর্ত্তন ঃ—

কভু অদ্বৈতে নাচায়, কভু নিত্যানন্দে ।
কভু হরিদাসে নাচায়, কভু অচ্যুতানন্দে ॥ ৭১ ॥
কভু বক্রেশ্বরে, কভু আর ভক্তগণে ।
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৫। আইটোটা—গুণ্ডিচার নিকটে একটী উদ্যানবিশেষ।

৬৬। গৌড় হইতে অদ্বৈতাদি যে-সকল ভক্ত আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রভুকে এক এক দিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিলেন। গুণ্ডিচা-বাটীতে নয় দিন উৎসব হয়,—ইহার নাম 'নবরাত্র'-যাত্রা ; সেই নবদিবস প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত আইটোটাতে বাসা ল'ন। অদ্বৈতাদি প্রধান প্রধান নয়জন ভক্ত ঐ নয়দিবস প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। আর আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যের এক এক দিন করিয়া বাঁটিয়া লইয়াছিলেন।

কৃষ্ণের ব্রজাগমন ও শ্রীরাধাসহ মিলনে তদ্দাসী-গোপী-অভিমানী প্রভুর আনন্দ ঃ—

বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ—এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান ॥ ৭৩ ॥
রাধাসঙ্গে কৃষ্ণলীলা—এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে ॥ ৭৪ ॥

ভক্তগণসঙ্গে প্রভুর বিবিধ-জলকেলি ঃ—

নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবন-লীলা।
'ইন্দ্রদ্যুম্ন'-সরোবরে করে জলখেলা ॥ ৭৫ ॥
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া ॥ ৭৬ ॥
কভু এক মণ্ডল, কভু অনেক মণ্ডল।
জলমণ্ডূক-বাদ্যে সবে বাজায় করতল ॥ ৭৭ ॥

দুই জন করিয়া ভক্তগণ-মধ্যে জলকেলি ও প্রভুর তদ্দর্শন ঃ—

দুই-দুই জনে মেলি' করে জল-রণ।
কেহ হারে, কেহ জিনে—প্রভু করে দরশন ॥ ৭৮ ॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দে জল-ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিয়া, পাছে করে গালাগালি ॥ ৭৯ ॥
বিদ্যানিধির জলকেলি স্বরূপের সনে।
গুপ্ত-দত্তে জলকেলি করে দুই জনে ॥ ৮০ ॥
শ্রীবাস-সহিত জল খেলে গদাধর।
রাঘব-পণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর ॥ ৮১ ॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে খেলে রামানন্দ-রায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার, হৈল শিশুপ্রায় ॥ ৮২ ॥

গোপীনাথকে সার্ব্বভৌম ও রায়ের চাপল্য ত্যাগ করাইতে আজ্ঞা ঃ—

মহাপ্রভু তাঁ দোঁহার চাপল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া ॥ ৮৩ ॥
"পণ্ডিত, গম্ভীর দুঁহে—প্রামাণিক জন।
বাল-চাঞ্চল্য করে, করাহ বর্জ্জন ॥" ৮৪ ॥

গোপীনাথের প্রভু-কৃপা-মহিমা-বর্ণন ঃ—

গোপীনাথ কহে,—"তোমার কৃপা-মহাসিন্ধু।
উছলিত করে যবে তার এক বিন্দু ॥ ৮৫ ॥
মেরু-মন্দর-পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই—গণ্ড-শৈল, ইহার কা কথা ॥ ৮৬ ॥

প্রভু-কৃপায় শুষ্কজ্ঞানী সার্ব্বভৌমও এক্ষণে কৃষ্ণসেবা-রসে রসিক ঃ—

শুষ্কতর্ক-খলি খাইতে জন্ম গেল যাঁর।
তাঁরে লীলামৃত পিয়াও,—এ কৃপা তোমার ॥" ৮৭ ॥

ভাসমান অদ্বৈতের 'শেষ' এবং প্রভুর 'শেষশায়ী' লীলা-প্রকাশ ঃ—

হাসি' মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষ-শয্যা কৈল ॥ ৮৮ ॥
আপনে তাঁহার উপর করিল শয়ন।
'শেষশায়ী-লীলা' প্রভু কৈল প্রকটন ॥ ৮৯ ॥
অদ্বৈত নিজ-শক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া ॥ ৯০ ॥

সগণ প্রভুর আইটোটায় আগমন ঃ—

এইমত জলক্রীড়া করি' কতক্ষণ।
আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ৯১ ॥

মুখ্যভক্তগণের আচার্য্যের নিমন্ত্রণ-স্বীকার ঃ—

পুরী, ভারতী আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিলা ভোজন ॥ ৯২ ॥

প্রভুর গণের বাণীনাথ-আনীত প্রসাদ-স্বীকার ঃ—

বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল ॥ ৯৩ ॥

অপরাহ্নে দর্শন-নর্ত্তন, নিশায় উপবনে নিদ্রা ঃ—

অপরাহ্নে আসি' কৈল দর্শন, নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি' করিলা শয়ন ॥ ৯৪ ॥

অন্যদিন ঈশ্বর-দর্শন ও মন্দির-প্রাঙ্গণে নৃত্যগীত ঃ—

আর দিন আসি' কৈল ঈশ্বর-দরশন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত কৈল কতক্ষণ ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৭। জলমণ্ডূক-বাদ্য—জলমধ্যে ভেক যেরূপ ডাকে, সেইরূপ ধ্বনির ন্যায় বাজাইয়া মণ্ডলাকারে জলকেলি হইতে লাগিল।

অনুভাষ্য

৭৭। জলমণ্ডূক-বাদ্যে—জলে করতাল বাজাইয়া ভেকের ন্যায় শব্দে।

৮০। গুপ্ত—মুরারি গুপ্ত ; দত্ত,—বাসুদেব দত্ত।

অনুভাষ্য

৮৬। 'গণ্ড-শৈল'—ক্ষুদ্র পাহাড় ; যদিও 'দুই'-শব্দের উল্লেখ আছে, তথাপি বিশেষভাবে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকেই লক্ষ্য করিয়া এই উক্তি।

৮৭। 'খলি'—খৈল, তৈল-মল ; মহাপ্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-জ্ঞানী তর্কপন্থী সার্ব্বভৌমকে তৈলমল-ভোজী 'কলুর বলদে'র সহিত তুলনা করিলেন।

ভক্তগণ-সঙ্গে আরামে ব্রজ-বিহার ঃ—

ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া ।
বৃন্দাবন-বিহার করে ভক্তগণ লঞা ॥ ৯৬ ॥

প্রভুদর্শনে চতুর্দ্দিকে হর্ষ-লক্ষণ ঃ—

বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দরশনে ।
ভৃঙ্গ, পিক গায়, বহে শীতল পবনে ॥ ৯৭ ॥

প্রভুর নৃত্য, বাসুদেব-দত্তের কীর্ত্তন ঃ—

প্রতি-বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন ।
বাসুদেব-দত্ত মাত্র করেন গায়ন ॥ ৯৮ ॥

প্রতিবৃক্ষতলে নৃত্যকারী প্রভু ঃ—

এক এক বৃক্ষতলে এক এক গান গায় ।
পরম-আবেশে একা নাচে গৌররায় ॥ ৯৯ ॥

নৃত্যান্তে বক্রেশ্বরকে নাচিতে আদেশ ঃ—

তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিলা নাচিতে ।
বক্রেশ্বর নাচে, প্রভু লাগিলা গাইতে ॥ ১০০ ॥

প্রভু-সহ স্বরূপাদির গান, সকলেরই প্রেম-বিহ্বলতা ঃ—

প্রভু-সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায় ।
দিক্‌বিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায় ॥ ১০১ ॥

বন-লীলান্তে নরেন্দ্র-সরোবরে জলকেলি ঃ—

এই মত কতক্ষণ করি' বন-লীলা ।
নরেন্দ্র-সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা ॥ ১০২ ॥

স্নানান্তে আরামে ভক্তগণসহ প্রসাদ-সম্মান ঃ—

জলক্রীড়া করি' পুনঃ আইলা উদ্যানে ।
ভোজনলীলা কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ১০৩ ॥

গুণ্ডিচায় জগন্নাথের ৯ দিন অবস্থিতিকালেই এইরূপ লীলা ঃ—

নব দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত-সাথ ॥ ১০৪ ॥

জগন্নাথবল্লভে প্রভুর বিশ্রাম-লীলা ঃ—

'জগন্নাথ-বল্লভ'-নাম বড় পুষ্পারাম ।
নব দিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম ॥ ১০৫ ॥

হেরাপঞ্চমী-উৎসবের বিপুল-আয়োজন জন্য রাজার কাশীমিশ্রকে অনুরোধ ঃ—

'হেরা-পঞ্চমী'র দিন আইল জানিয়া ।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া ॥ ১০৬ ॥
"কল্য 'হেরা-পঞ্চমী', হবে লক্ষ্মীর বিজয় ।
ঐছে উৎসব কর, যেন কভু নাহি হয় ॥ ১০৭ ॥

প্রভুর সন্তোষার্থে মহোৎসবের আয়োজনে আদেশ ঃ—

মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার ।
দেখি' মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার ॥ ১০৮ ॥

সুচারুরূপে সজ্জিত করিতে আদেশ ঃ—

ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে ।
চিত্রবস্ত্র, কিঙ্কিণী, আর ছত্র-চামরে ॥ ১০৯ ॥
ধ্বজাবৃন্দ-পতাকা-ঘণ্টায় করহ মণ্ডন ।
নানাবাদ্য-নৃত্য-দোলায় করহ সাজন ॥ ১১০ ॥

রথযাত্রাপেক্ষা অধিকতর সমারোহজন্য আদেশ ঃ—

দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার ।
রথযাত্রা হৈতে যৈছে হয় চমৎকার ॥ ১১১ ॥

প্রভুর দর্শন-সুবিধা-বিধান ।—

সেইত' করিহ,—প্রভু লঞা ভক্তগণ ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া করে যৈছে দরশন ॥" ১১২ ॥

ভক্তগণসহ গুণ্ডিচায় জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা ।
জগন্নাথ-দর্শন কৈল সুন্দরাচলে যাঞা ॥ ১১৩ ॥

অনুভাষ্য

৯৬। প্রভু এস্থলে বৃন্দাবন-বিহার আরম্ভ করিলেও কৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার 'পারকীয়'রসে পরদারাভিমর্ষণরূপ ভোক্তৃ-লীলা নাই, তিনি আপনাকে শ্রীরাধার কিঙ্করী বলিয়া জ্ঞান করিয়া স্বীয় সেব্যা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধার সহিত প্রিয়তম কৃষ্ণের মিলনে আনন্দ-সাগরে মগ্ন—এই রসে মত্ত অবস্থাতেই তাঁহার ভক্তগণ-সহ 'বৃন্দাবন-বিহার'-লীলা হইয়াছিল, (বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের ৭৪, ৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ; সুতরাং 'গৌরনাগরী-বাদে'র কোন কথাই এস্থলে আদৌ প্রযোজ্য নহে।

১০৫। পুষ্পারাম—পুষ্পবাটিকা।

১০৯। চিত্রবস্ত্র—রঞ্জিত (ছোপান) কাপড় ; কিঙ্কিণী—ক্ষুদ্রঘণ্টা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৫। জগন্নাথবল্লভ—গুণ্ডিচাবাড়ী ও মন্দিরের প্রায় মাঝামাঝি স্থলে 'জগন্নাথ-বল্লভ'-নামক একটী উদ্যান আছে। সেই উদ্যানে 'দনা'-চুরিলীলা হইয়া থাকে অর্থাৎ শ্রীমদনমোহন গিয়া দনা-নামক সুগন্ধ বৃক্ষ চুরি করিয়া আনেন।

১০৬। হেরা-পঞ্চমীর দিন—রথযাত্রার পরের পঞ্চমীকে 'হেরা-পঞ্চমী' বলে। লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথের অন্বেষণে গুণ্ডিচাতে গিয়া জগন্নাথকে হেরিয়া (দেখিয়া) আসেন ; এজন্য উৎকল-দেশীয় লোকেরা ঐ দিনকে 'হেরা-পঞ্চমী' বলে। ঐ দিন জগন্নাথকে হারাইয়া লক্ষ্মী তাঁহাকে খুঁজিতে যান বলিয়া আবার 'অতিবাড়ী'রা উহাকে 'হারাপঞ্চমী' বলে। যাহা হউক, কবিরাজ-গোস্বামী ঐ পঞ্চমীকে 'হেরাপঞ্চমী' বলিয়া লিখিয়াছেন।

হেরাপঞ্চমী-দর্শনার্থ পুনঃ নীলাচলগমন ঃ—

নীলাচলে আইলা পুনঃ ভক্তগণ-সঙ্গে ।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হেরা-পঞ্চমীর রঙ্গে ॥ ১১৪ ॥

কাশীমিশ্রকর্তৃক প্রভু উত্তমস্থানে উপবেশিত ঃ—

কাশীমিশ্র প্রভুরে বহু আদর করিয়া ।
স্বগণ-সহ ভালস্থানে বসাইল লঞা ॥ ১১৫ ॥

প্রভুর স্বরূপকে, লক্ষ্মীসঙ্গ ছাড়িয়া জগন্নাথের বৃন্দাবন-গমনের কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

রসবিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল ।
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু স্বরূপে পুছিল ॥ ১১৬ ॥
"যদ্যপি জগন্নাথ করেন দ্বারকায় বিহার ।
সহজ প্রকট করে পরম উদার ॥ ১১৭ ॥
তথাপি বৎসর-মধ্যে হয় একবার ।
বৃন্দাবন দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠা অপার ॥ ১১৮ ॥
বৃন্দাবন-সম এই উপবন-গণ ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন ॥ ১১৯ ॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা-ছল ।
সুন্দরাচলে যায় প্রভু ছাড়ি' নীলাচল ॥ ১২০ ॥
নানা-পুষ্পোদ্যানে তথা খেলে রাত্রি-দিনে ।
লক্ষ্মীদেবীরে সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে?" ১২১ ॥

স্বরূপের কারণ-নির্দ্দেশ—ব্রজলীলায় গোপীরই অধিকার, লক্ষ্মীর অনধিকার ঃ—

স্বরূপ কহে,—"শুন, প্রভু, কারণ ইহার ।
বৃন্দাবন-ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার ॥ ১২২ ॥
বৃন্দাবন-লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন ॥" ১২৩ ॥

প্রভুর পুনঃ প্রশ্ন—লক্ষ্মীর ক্রোধহেতু-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"যাত্রা-ছলে কৃষ্ণের গমন ।
সুভদ্রা আর বলদেব, সঙ্গে দুইজন ॥ ১২৪ ॥
গোপী-সঙ্গে যত লীলা হয় উপবনে ।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে ॥ ১২৫ ॥
অতএব কৃষ্ণের প্রাকট্যে নাহি কিছু দোষ ।
তবে কেনে লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ?" ১২৬ ॥

স্বরূপের হেতু-নির্দ্দেশ—প্রিয়ের ঔদাসীন্যে প্রিয়ার ক্রোধাভিমান ঃ—

স্বরূপ কহে,—"প্রেমবতীর এই ত' স্বভাব ।
কান্তের ঔদাস্য-লেশে হয় ক্রোধভাব ॥" ১২৭ ॥

বিপুল সমারোহের সহিত বহুদাসী-সহ লক্ষ্মীর আগমন ঃ—

হেনকালে, খচিত যাহে বিবিধ রতন ।
সুবর্ণের চৌদোলা করি' আরোহণ ॥ ১২৮ ॥
ছত্র-চামর-ধ্বজা পতাকার গণ ।
নানাবাদ্য-আগে নাচে দেবদাসীগণ ॥ ১২৯ ॥
তাম্বূল-সম্পুট, ঝারী, ব্যজন, চামর ।
সাথে দাসী শত, হার দিব্য ভূষাম্বর ॥ ১৩০ ॥
অনেক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু-পরিবার ।
ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার ॥ ১৩১ ॥

লক্ষ্মীদাসীগণের জগন্নাথের প্রধান সেবকগণকে বন্ধনপূর্ব্বক ঈশ্বরী-সমীপে আনয়ন ও প্রহার ঃ—

জগন্নাথের মুখ্য মুখ্য যত ভৃত্যগণে ।
লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণ করেন বন্ধনে ॥ ১৩২ ॥
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে ।
চোরে দণ্ড করে, যেন লয় নানা-ধনে ॥ ১৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৩। সুন্দরাচল—শ্রীমন্দিরকে যেরূপ 'নীলাচল' বলা যায়, গুণ্ডিচা-মন্দিরকেও সেরূপ 'সুন্দরাচল' বলিয়া থাকে।

১৩২-১৩৩। জগন্নাথ যে-সময়ে রথে যাত্রা করেন, সেই সময় লক্ষ্মীকে এই বলিয়া যান যে, 'আমি কল্যই ফিরিয়া আসিব'। দুই তিন দিন বিগত হইলেও জগন্নাথ না আসায়, কান্তের ঔদাস্য-লেশ দর্শনে প্রেমবতী লক্ষ্মীর স্বভাবতঃই ক্রোধোদয় হয়। তখন নিজের যে-সকল দাসী আছেন, তাঁহাদের দ্বারা বিমানে সজ্জীভূত হইয়া লক্ষ্মী শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া পড়েন। এই সময়ে জগন্নাথের মন্দিরে একটী পরম রহস্য হইয়া উঠে,—লক্ষ্মীর পরিচারিকাগণ জগন্নাথের প্রধান প্রধান পরিচারকগণকে বাঁধিয়া আনিয়া ফেলেন।

অনুভাষ্য

১১৭-১১৯। শ্রীজগন্নাথদেব জীবের প্রতি করুণ হইয়া নীলাচলে মন্দিরে বসিয়া কৃষ্ণের দ্বারকা-বিহার প্রকট করেন। বৎসরের মধ্যে তাঁহার একবার মাত্র বৃন্দাবনসদৃশ সুন্দরাচল দেখিবার জন্য পরমোৎকণ্ঠা হয়।

১২২। বৃন্দাবনলীলায় লক্ষ্মী-ঠাকুরাণীর অধিকার না থাকায় সুন্দরাচলে গমনকালে জগন্নাথ লক্ষ্মীকে সঙ্গে গ্রহণ করেন না,—ইহাই কারণ।

১২৪। যাত্রা—রথযাত্রা।

১২৬। বৃহদ্ভাগবতামৃতের প্রথমখণ্ড সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৩০। সম্পুট—ডিব্বা ; ঝারী—নলহীন গাড়ু।

অচেতনবৎ তারে করেন তাড়নে ।
নানামত গালি দেন ভণ্ড-বচনে ॥ ১৩৪ ॥

লক্ষ্মীদাসীগণের ঔদ্ধত্যদর্শনে ভক্তবৃন্দের হাস্য ঃ—

লক্ষ্মী-সঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্‌ভ্য দেখিয়া ।
হাসে মহাপ্রভুর গণ মুখে হস্ত দিয়া ॥ ১৩৫ ॥

দামোদর-কর্ত্তৃক লক্ষ্মীর এতাদৃশ অপূর্ব্ব অসাধারণ মানের ব্যাখ্যা ঃ—

দামোদর কহে,—"ঐছে মানের প্রকার ।
ত্রিজগতে কাঁহা দেখি, শুনি নাই আর ॥ ১৩৬ ॥

কান্তের ঔদাসীন্যে মানিনী কান্তার আচরণ ঃ—

মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ ।
ভূমে বসি' নখে লেখে, মলিন-বদন ॥ ১৩৭ ॥

ব্রজগোপীর ও সত্যভামার মানও এইরূপই ঃ—

পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এবম্বিধ মান ।
ব্রজে গোপীগণের মান—রসের নিধান ॥ ১৩৮ ॥

লক্ষ্মীর মান তদপেক্ষা বিলক্ষণ ঃ—

ইঁহো নিজ-সম্পত্তি সব প্রকট করিয়া ।
প্রিয়ের উপর যায় সৈন্য সাজাঞা ॥" ১৩৯ ॥

প্রভুর প্রশ্নোত্তরে স্বরূপকর্ত্তৃক গোপীর মান-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"কহ ব্রজের মানের প্রকার ।"
স্বরূপ কহে,—"গোপীমান-নদী শতধার ॥ ১৪০ ॥

কান্তার স্বভাব ও প্রীতিভেদে মান-ভেদ ঃ—

নায়িকার স্বভাব, প্রেমবৃত্ত্যে বহু ভেদ ।
সেই ভেদে নানা-প্রকার মানের ভেদ ॥ ১৪১ ॥

গোপীর অনির্ব্বচনীয় মানের সংক্ষেপে বর্ণন ঃ—

সম্যক্ গোপিকার মান না যায় কথন ।
এক-দুই-ভেদে করি দিগ্-দরশন ॥ ১৪২ ॥

ত্রিবিধ মানিনী ঃ—

মানে কেহ হয় 'ধীরা', কেহ ত' 'অধীরা' ।
এই তিন-ভেদে, কেহ হয় 'ধীরাধীরা' ॥ ১৪৩ ॥

'ধীরা' মানিনীর স্বভাব ঃ—

'ধীরা' কান্তে দূরে দেখি' করে প্রত্যুত্থান ।
নিকটে আসিতে, করে আসন প্রদান ॥ ১৪৪ ॥
হৃদয়ে কোপ, মুখে কহে মধুর বচন ।
প্রিয় আলিঙ্গিতে, তারে করে আলিঙ্গন ॥ ১৪৫ ॥
সরল ব্যবহার, করে মানের পোষণ ।
কিম্বা সোল্লুণ্ঠ-বাক্যে করে প্রিয়-নিরসন ॥ ১৪৬ ॥

'অধীরা' মানিনীর স্বভাব ঃ—

'অধীরা' নিষ্ঠুর-বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন ।
কর্ণোৎপলে তাড়ে, করে মালায় বন্ধন ॥ ১৪৭ ॥

'ধীরাধীরা' মানিনীর স্বভাব ঃ—

'ধীরাধীরা' বক্র-বাক্যে করে উপহাস ।
কভু স্তুতি, কভু নিন্দা, কভু বা উদাস ॥ ১৪৮ ॥

ত্রিবিধ নায়িকা ; মান-কৌশলে মুগ্ধার অনভিজ্ঞতা ঃ—

'মুগ্ধা', 'মধ্যা', 'প্রগল্‌ভা',—তিন নায়িকার ভেদ ।
'মুগ্ধা' নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য-বিভেদ ॥ ১৪৯ ॥
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন ।
কান্তের প্রিয়বাক্য শুনি' হয় পরসন্ন ॥ ১৫০ ॥

'মধ্যা' ও 'প্রগল্‌ভা'রই পূর্ব্বোক্ত ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা-ভেদ ; তাহাতেই কৃষ্ণের সুখ ঃ—

'মধ্যা' 'প্রগল্‌ভা' ধরে ধীরাদি-বিভেদ ।
তার মধ্যে সবার স্বভাবে তিন ভেদ ॥ ১৫১ ॥
কেহ 'প্রখরা', কেহ 'মৃদু', কেহ হয় 'সমা' ।
স্ব-স্বভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় প্রেম-সীমা ॥ ১৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৬-১৩৯। স্বরূপ গোস্বামী লক্ষ্মীর এই প্রাগল্‌ভ্য দর্শন করিয়া ব্রজজনের প্রেমসম্পত্তির উৎকর্ষ জানাইবার জন্য কহিলেন,—প্রভো! লক্ষ্মীর এইরূপ মানের প্রকার আমি কখনও ত্রিজগতে শুনি নাই। প্রিয়া মানিনী হইলে উৎসাহহীন হইয়া ভূষণাদি পরিত্যাগ করত মলিন-বদনে ভূমিতে বসিয়া নখে যাহা তাহা লিখিয়া থাকেন। ব্রজে গোপীগণের এই প্রকার মান এবং পুরবাসিনী সত্যভামারও এইরূপ মান শুনা গিয়াছে; কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর মান তাহার বিপরীত দেখিতেছি। ইনি নিজ-সম্পত্তি প্রকট করিয়া সৈন্য সাজাইয়া প্রিয়ের উপর আক্রমণ করিতে যাইতেছেন।

১৪১। নায়িকার স্বভাব ও প্রেমবৃত্তি—নানাপ্রকার, সেই ভেদক্রমেই প্রতি নায়িকার (বিভিন্ন) মানের উদয় হয়।

১৪৩। মানিনীগণ সংক্ষেপতঃ তিনভাগে বিভক্তা—'ধীরা', 'অধীরা' ও 'ধীরাধীরা'।

অনুভাষ্য

১৪১-১৫৩। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে নায়িকা-ভেদ, যূথেশ্বরী-ভেদ ও সখী-ভেদ-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

১৪৬। সোল্লুণ্ঠ বাক্য,—ঈষদ্ধাস্যপরিহাসযুক্ত বা ব্যাজ-স্তুতিবাক্য ; নিরসন—প্রতিবাদ।

১৪৮। মধ্য, ৮ম পঃ ১৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; বক্র—কুটিল, শঠতাপূর্ণ।

প্রাখর্য্য, মার্দ্দব, সাম্য—স্বভাব নির্দ্দোষ ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ ॥" ১৫৩ ॥

গোপীগণের নায়িকা-লক্ষণ-শ্রবণে প্রভুর হর্ষ ঃ—

একথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার ।
'কহ, কহ, দামোদর',—বলে বার বার ॥ ১৫৪ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক কৃষ্ণের ও গোপীর পরস্পরের প্রতি প্রেম-লক্ষণ-বর্ণন ঃ—

দামোদর কহে,—"কৃষ্ণ রসিকশেখর ।
রস-আস্বাদক, রসময়-কলেবর ॥ ১৫৫ ॥
প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ—ভক্ত প্রেমাধীন ।
শুদ্ধপ্রেমে, রসগুণে, গোপিকা—প্রবীণ ॥ ১৫৬ ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস-দোষ ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥ ১৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ী রাসক্রীড়া ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।২৫)—

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ১৫৮ ॥

গোপীগণ-মধ্যে নায়িকোচিত পরম-চমৎকার-লক্ষণময় গুণ-বৈচিত্র্য ঃ—

'বামা' এক গোপীগণ, 'দক্ষিণা' এক গণ ।
নানা-ভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন ॥ ১৫৯ ॥

সর্ব্বগোপীশ্রেষ্ঠা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার গুণ ও স্বভাব ঃ—

গোপীগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা-ঠাকুরাণী ।
নির্ম্মল-উজ্জ্বল-রস-প্রেম-রত্নখনি ॥ ১৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৯, ১৫১। নায়িকা তিনপ্রকার,—'মুগ্ধা', 'মধ্যা' ও 'প্রগল্‌ভা'। মুগ্ধাগণ মানচাতুর্য্যের কোনপ্রকার ভেদই জানে না। যে-সকল নায়িকা,—'মধ্যা' ও 'প্রগল্‌ভা', তাঁহারাই ধীরাদি-ভেদে তিনপ্রকার।

অনুভাষ্য

১৪৯। বৈদগ্ধ্য-বিভেদে—নানাপ্রকার কৌশল।

১৫৫। রস-আস্বাদক—শ্রীকৃষ্ণই চিদ্রসের একমাত্র আস্বাদক, ভোক্তা বা বিষয়, আর সবই তাঁহার আশ্রয় বা ভোগ্য।

১৫৭। রসাভাস—ভঃ রঃ সিঃ, উঃ বিঃ, ৯ম লঃ—"পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষণা। রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ।। স্যুস্ত্রিধোপরসাশ্চানুরসাশ্চাপরসাশ্চ তে। উত্তমা মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ কনিষ্ঠাশ্চেত্যমী ক্রমাৎ।।" পূর্ব্ব-কথিত রসলক্ষণ হইতে বিপর্য্যয়তা লাভ করিলে সেই লক্ষণহীন রসকেই রসিকগণ 'রসাভাস' বলেন। রসাভাস ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ অর্থাৎ উপরস, অনুরস ও অপরস।

১৫৮। শুদ্ধহৃদয় পরীক্ষিতের নিকট মহাভাগবত পরম-হংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব-কর্ত্তৃক গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া-বর্ণন—

এবং [কথিতভাবেন] সত্যকামঃ (নিত্যসত্যসঙ্কল্পঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) অনুরতাবলাগণঃ (অনুরতঃ আকৃষ্ট অবলাগণঃ যস্মিন্ তাদৃশঃ অনুরাগি-স্ত্রীকদম্বস্থঃ ইত্যর্থঃ) আত্মনি (এব) অবরুদ্ধসৌরতঃ (অবরুদ্ধাঃ সৌরতাঃ সুরতব্যাপারাঃ যেন এবম্ভূতঃ সঃ আত্মারামঃ অপ্রাকৃত-কামদেবঃ ইত্যর্থঃ) শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ (শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানা যে রসাস্তেষামাশ্রয়ভূতাঃ, যদ্বা, শরৎ-কালোচিতকাব্যকথারসাঃ তেষাম্ আশ্রয়ভূতাঃ তাঃ, যদ্বা, 'রসাশ্রয়াঃ শরৎকাব্যকথাঃ' ইত্যন্বয়ে—শৃঙ্গার-রসাশ্রয়াঃ শরদি প্রসিদ্ধাঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৮। এই প্রকারে শরৎকালীয় ও কাব্যসম্বন্ধীয় সমস্ত কথার রসাশ্রয়-রূপ, অবলাগণদ্বারা অনুরত, চন্দ্রকিরণশোভিত সেই সকল নিশায় চিন্ময়-ভাবাবরুদ্ধ সত্যকাম শৃঙ্গাররসময় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে,—গোপী-সকল—শুদ্ধচিন্ময়ী, শ্রীবৃন্দাবন—শুদ্ধ চিন্ময়ধাম এবং সেই আনন্দময় রাত্রিসকলও চিন্ময় রাত্রি ; যে রাসলীলা হইয়াছিল, তাহাও সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় ; তাহাতে জড়ব্যাপার কিছুমাত্র স্পৃষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ কখনই জড়ময়ী রতি ঈক্ষণ করেন না ; চিজ্জগতে তাঁহার সমস্ত লীলা—অবরুদ্ধ ; তাঁহার সৌরতকার্য্য, সমস্তই চিন্ময় ব্যাপার-মাত্র।

অনুভাষ্য

কাব্যেষু যা কথাস্তাঃ) শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ (শশাঙ্কস্য অংশুভিঃ কিরণৈঃ বিরাজিতাঃ শোভমানাঃ) সর্ব্বাঃ এব নিশাঃ সিষেবে (রাসক্রীড়য়া যাপয়ামাস)।

১৫৯। বামা—উজ্জ্বলনীলমণিতে সখীপ্রকরণে ১৩শ সংখ্যা—"মানগ্রহে সদোদ্‌যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা। অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে।।" যে নায়িকা মানগ্রহণে সর্ব্বদা উদ্‌যোগবিশিষ্টা ও মানশৈথিল্যে কোপবিশিষ্টা, নায়কের বশ্য নহে ও তাঁহার প্রতি প্রায় কঠিনা, তিনিই 'বামা'-নামে কথিতা।

দক্ষিণা—ঐ উজ্জ্বলনীলমণিতে সখীপ্রকরণে ১৪শ সংখ্যা—"অসহ্যা মাননির্ব্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী। সামভিস্তেন ভেদ্যা চ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা।।" অর্থাৎ মানগ্রহণে অসহা, নায়কের প্রতি যুক্তবাক্য-প্রয়োগকারিণী, নায়কের সোল্লুণ্ঠবাক্যে প্রসন্না নায়িকাই 'দক্ষিণা'-নামে কথিতা।

বয়সে 'মধ্যমা' তেঁহো স্বভাবেতে 'সমা'।
গাঢ় প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা' ॥ ১৬১ ॥
বাম্য-স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর।
তার মধ্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর ॥" ১৬২ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গারভেদকথনে (১০২)—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥ ১৬৩ ॥

প্রভুর হর্ষ-বৃদ্ধি, দামোদরকর্ত্তৃক শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম বা মহাভাব-সার-পরাকাষ্ঠা-মহিম-ব্যাখ্যা-বিস্তার ঃ—

এত শুনি' বাড়ে প্রভুর আনন্দ-সাগর।
'কহ, কহ' কহে প্রভু, বলে দামোদর ॥ ১৬৪ ॥
"অধিরূঢ় মহাভাব—রাধিকার প্রেম।
বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, যৈছে দগ্ধবান্ হেম ॥ ১৬৫ ॥
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে।
নানা-ভাব-বিভূষণে হয় বিভূষিতে ॥ ১৬৬ ॥

কৃষ্ণের পরিপূর্ণ সুখপ্রদ সর্ব্বভাবালঙ্কার-ভূষিতা শ্রীরাধিকা ঃ—

অষ্ট 'সাত্ত্বিক', হর্ষাদি 'ব্যভিচারী' যাঁর।
'সহজ প্রেম', বিংশতি 'ভাব' অলঙ্কার ॥ ১৬৭ ॥
'কিলকিঞ্চিত', 'কুট্টমিত', 'বিলাস', 'ললিত'।
'বিব্বোক', 'মোট্টায়িত', আর 'মৌগ্ধ্য', 'চকিত' ॥১৬৮॥

কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময়ী শ্রীরাধার নানা ভাবালঙ্কার-শোভিত রূপ-দর্শনে কৃষ্ণের গভীর সুখ ঃ—

এত ভাবভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ।
দেখিতে উথলে কৃষ্ণসুখাব্ধি-তরঙ্গ ॥ ১৬৯ ॥

শ্রীরাধার 'কিলকিঞ্চিত'-ভাবের দৃষ্টান্ত-স্থল ঃ—

কিলকিঞ্চিতাদি-ভাবের শুন বিবরণ।
যে ভাব-ভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণ-মন ॥ ১৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৯-১৬২। গোপীগণ দুইপ্রকার,—'বামা' ও 'দক্ষিণা'। গোপীদিগের মধ্যে নির্ম্মল উজ্জ্বল-রস-প্রেমরত্নের খনিস্বরূপা রাধা-ঠাকুরাণীই শ্রেষ্ঠা ; তিনি বয়সে—'মধ্যমা', স্বভাবে—'সমা' এবং নিরন্তর 'বামা'। তাঁহার বাম্য স্বভাব হইতেই মানের উদয় হয়।

১৬৫। দগ্ধবান্ হেম—জ্বলিত অর্থাৎ তপ্তকাঞ্চন।

অনুভাষ্য

১৬৩। মধ্য, ৮ম পঃ ১১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৫। অধিরূঢ় মহাভাব—উজ্জ্বলনীলমণিতে স্থায়িভাব-প্রকরণে ১২৩ সংখ্যা—"রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্। যত্রানুভাবাঃ দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে।।" রূঢ়ভাবলক্ষণে যে-সকল সাত্ত্বিক অনুভাব অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা লাভ করে, সেই অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত সাত্ত্বিক ভাব-সমূহকে 'অধিরূঢ় মহাভাব' বলে।

১৬৮। 'কিলকিঞ্চিত'—এই পরিচ্ছেদে পরবর্ত্তী ১৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'কুট্টমিত',—পরবর্ত্তী ১৯৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'বিলাস',—পরবর্ত্তী ১৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'ললিত',—পরবর্ত্তী ১৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'বিব্বোক',—উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাব-প্রকরণে ৭৫ সংখ্যা—"ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ" অর্থাৎ গর্ব্ব ও মানদ্বারা প্রিয়তম বা তদ্দত্ত বস্তুর অনাদরকে 'বিব্বোক' বলে। 'মোট্টায়িত'—উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাব-প্রকরণে—"কান্তস্মরণ-বার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ। প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্যতে।।' অর্থাৎ হৃদয়ে প্রিয়তমের স্মৃতি ও কথা-জনিত তাঁহার ভাবনা হইতে যে অভিলাষের উদয় হয়, তাহাই

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৭। 'সাত্ত্বিক'—সাত্ত্বিক-বিকার ৮ প্রকার—(১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ, (৪) স্বরভঙ্গ, (৫) বেপথু, (৬) বৈবর্ণ্য, (৭) অশ্রু এবং (৮) প্রলয়।

'ব্যভিচারী'—ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব তেত্রিশটী ; যথা,—(১) নির্ব্বেদ, (২) বিষাদ, (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব্ব, (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ, (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মার, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মতি, (১৬) আলস্য, (১৭) জাড্য, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিত্থা, (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য, (২৭) ঔগ্র্য, (২৮) অমর্ষ, (২৯) অসূয়া, (৩০) চাপল্য, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি এবং (৩৩) প্রবোধ।

'ভাব'রূপ অলঙ্কার—বংশপ্রকার ; যথা— [ক] অঙ্গজ—(১) ভাব, (২) হাব, (৩) হেলা ; [খ] অযত্নজ—(৪) শোভা, (৫) কান্তি, (৬) দীপ্তি, (৭) মাধুর্য্য, (৮) প্রগল্ভতা, (৯) ঔদার্য্য, (১০) ধৈর্য্য ; [গ] স্বভাবজ—(১১) লীলা, (১২) বিলাস, (১৩) বিচ্ছিত্তি, (১৪) বিভ্রম, (১৫) কিলকিঞ্চিত, (১৬) মোট্টায়তি, (১৭) কুট্টমিত, (১৮) বিব্বোক, (১৯) ললিত ও (২০) বিকৃত।

অনুভাষ্য

'মোট্টায়িত'। 'মৌগ্ধ্য',—উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাব-প্রকরণে—"জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞবৎ পৃচ্ছা প্রিয়াগ্রে মৌগ্ধ্যমীরিতম্" অর্থাৎ কান্তের সম্মুখে নায়িকা কোন বিষয় জানিয়াও জানেন না, এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া যে জিজ্ঞাসা করেন, উহাই 'মৌগ্ধ্য'। 'চকিত',—উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাবপ্রকরণে—"প্রিয়াগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেঽপি ভয়ং মহৎ" অর্থাৎ কান্তের সম্মুখে ভীত না

রাধা দেখি' কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন।
দানঘাটি-পথে যবে বর্জ্জেন গমন ॥ ১৭১ ॥
যাবে আসি' মানা করে পুষ্প উঠাইতে।
সখী-আগে চাহে যদি গায়ে হাত দিতে ॥ ১৭২ ॥
এইসব স্থানে 'কিলকিঞ্চিত'-উদ্গম।
প্রথমে 'হর্ষ' সঞ্চারী—মূল-কারণ ॥ ১৭৩ ॥

কিলকিঞ্চিত-ভাবের সংজ্ঞা ঃ—

উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাব-কথনে (৭১)—

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥ ১৭৪ ॥

গর্ব্বাদি সপ্তভাবের উহাতে যুগপৎ মিলনফলে উক্ত 'মহাভাবে'র উদয় ঃ—

আর সাত ভাব আসি' সহজে মিলয়।
অষ্টভাব-সম্মিলনে 'মহাভাব' হয় ॥ ১৭৫ ॥
গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্করুদিত।
ক্রোধ, অসূয়া হয়, আর মন্দস্মিত ॥ ১৭৬ ॥
নানা-স্বাদু অষ্টভাব একত্র মিলন।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন ॥ ১৭৭ ॥

মিষ্টপানার সহিত উপমা ঃ—

দধি, খণ্ড, ঘৃত, মধু, মরীচ, কর্পূর।
এলাচি-মিলনে যৈছে রসালা মধুর ॥ ১৭৮ ॥

শ্রীরাধার কিলকিঞ্চিত ভাব-দর্শনে কৃষ্ণের প্রগাঢ়তম সুখ ঃ—

এই ভাব-যুক্ত দেখি' রাধাস্য-নয়ন।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটি-গুণ ॥" ১৭৯ ॥

শ্রীরাধার কিলকিঞ্চিত-ভাবের দৃষ্টান্ত-স্থল ঃ—

দানকেলিকৌমুদীতে (১) ও উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাবকথনে (৭৩)—

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥১৮০॥

গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১৮)—

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭১-১৭৩। যখন শ্রীমতীর ভাবভূষা দেখিয়া কৃষ্ণের তাঁহাকে স্পর্শ করিবার ইচ্ছা জন্মে, তখন, হয় দানঘাটি-পথে, কিম্বা পুষ্পকাননে, সেই লীলা সম্পাদন করেন। দানঘাটি-পথে এইপ্রকার লীলা,—যে-পথে শ্রীমতী পসার লইয়া গমন করিতেছেন, সেই পথে বা পারঘাটে থাকিয়া কৃষ্ণ বলেন যে, 'তুমি যে পর্য্যন্ত না শুল্ক দিবে, সে পর্য্যন্ত এই পথে তোমার যাইতে নিষেধ' ; এই ছলে একটী দানকেলিরূপ লীলার উদ্গম করেন ; আবার রাধিকা যখন পুষ্প উঠাইতে যান, তখন কৃষ্ণ পুষ্পবনের অধিকারী হইয়া 'আমার পুষ্প চুরি করিতেছ' বলিয়া একটী লীলার উদ্গম করেন। এইসব-স্থলে এই সময়ে শ্রীরাধার 'কিলকিঞ্চিত' ভাবের উদ্গম হয়।

১৭৪। গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ,—এই সাতটী ভাবের হর্ষ-সহ সঙ্করীকরণ অর্থাৎ মিশ্রকরণকে 'কিলকিঞ্চিত' ভাব বলে।

অনুভাষ্য

হইয়া নায়িকা যে মহাভীতা হইয়াছেন বলিয়া প্রদর্শন করেন, উহাই 'চকিত'।"

১৬৯। আদি, ৪র্থ পঃ ২৪৩, ২৫০, ২৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৪। হর্ষাৎ (হর্ষঃ এব হেতুঃ তস্মাৎ) গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং (গর্ব্বাদীনাং সপ্তানাং ভাবানাং) সঙ্করীকরণং (মিশ্রণং যুগপৎপ্রাকট্যং) 'কিলকিঞ্চিতম্' উচ্যতে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮০। শ্রীরাধিকার গর্ব্বাদি সপ্তভাব-মিলিত, হর্ষজনিত 'কিলকিঞ্চিত'-ভাবোত্থিত দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গলবিধান করুন। দানঘাটিপথে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিলে, রাধার অন্তঃকরণে হাসির উদয় হইল ; তখন তাঁহার নয়ন উজ্জ্বল হইল ; নবোদ্গাত নেত্রপক্ষ্মগুলি অশ্রুজলে পূর্ণ হইল ; অপাঙ্গ-দুইটী ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল ; রসোচ্ছ্বাস-হেতু চক্ষুতে উৎসাহ উদিত হইল ; নয়নাশ্রু স্বল্প নিমীলিত হইতে লাগিল এবং অতিসুন্দর-ভাবে নয়নতারা দুইটী ঊর্দ্ধগতি লাভ করিল।

অনুভাষ্য

১৭৫। মূলকারণ হর্ষের সহিত গর্ব্বাদি সাতটী ভাব মিলিত হইয়া ঐ অষ্টভাবের সম্মিলনে 'কিলকিঞ্চিত'-মহাভাব হয়।

১৮০। পথি (দানঘট্টমার্গে) মাধবেন (শুল্ক-গ্রহণচ্ছলেন) রুদ্ধায়াঃ রাধায়াঃ অন্তঃস্মেরতয়া (অন্তঃ অব্যক্তয়া স্মেরতয়া ঈষদ্ধাস্যযুক্ততয়া) উজ্জ্বলা (দীপ্তিবিশিষ্টা ইতি 'স্মিতং'), জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা (জলকণৈঃ ব্যাকীর্ণাঃ বিক্ষিপ্তাঃ পক্ষ্মাঙ্কুরাঃ নেত্রলোমাগ্রভাগাঃ যস্যাঃ সা ইতি 'রোদনং'), কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা (শ্বেতরক্তাভনয়নপ্রান্তদেশা, শ্বেতিমা স্বাভাবিক এব, রক্তিমা ক্রোধাৎ ইতি 'ক্রোধঃ'), রসিকতোৎসিক্তা (রসিকতয়া উৎকর্ষেণ সিক্তা ইতি 'গর্ব্বঃ' 'অভিলাষঃ' বা) পুরঃ (অগ্রতঃ) এব কুঞ্চতী (ইতি 'ভয়ং'), মধুর-ব্যাভুগ্নতারোত্তরা (মধুরা ব্যাভুগ্না বক্রা যা নয়নতারা তয়া উত্তরা শ্রেষ্ঠা ইতি

রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ ॥ ১৮১ ॥

শ্রীরাধার ভাব-শ্রবণে স্বরূপকে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

এত শুনি' প্রভু হৈলা আনন্দিত মন ।
সুখাবিষ্ট হঞা স্বরূপে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১৮২ ॥

প্রভু-প্রশ্নোত্তরে স্বরূপের শ্রীরাধার 'বিলাস'-ভাব-বর্ণন ঃ—

" 'বিলাসাদি'-ভাব-ভূষার কহ ত' লক্ষণ ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন ॥" ১৮৩ ॥

স্বরূপের বর্ণনারম্ভ ; ভক্তগণের সুখ ঃ—

তবে ত' স্বরূপ-গোসাঞি কহিতে লাগিলা ।
শুনি' প্রভুর ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা ॥ ১৮৪ ॥
"রাধা বসি' আছে কিবা বৃন্দাবনে যায় ।
তাঁহা আচম্বিতে কৃষ্ণ-দরশন পায় ॥ ১৮৫ ॥
দেখিতেই নানা-ভাব হয় বিলক্ষণ ।
সে বৈলক্ষণ্যের নাম 'বিলাস'-ভূষণ ॥ ১৮৬ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাবকথনে (৬৭)—

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্ ।
তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্ ॥ ১৮৭ ॥

লজ্জা, হর্ষ, অভিলাষ, সম্ভ্রম, বাম্য, ভয় ।
এত ভাব মিলি' রাধায় চঞ্চল করয় ॥ ১৮৮ ॥

গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১১)—

পুরঃ কৃষ্ণলোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি ।
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্য-স্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে ॥ ১৮৯ ॥

কৃষ্ণ-আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাঞা ।
তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাঞা ॥ ১৯০ ॥
মুখে-নেত্রে হয় নানা-ভাবের উদ্গার ।
এই কান্তা-ভাবের নাম 'ললিত'-অলঙ্কার ॥ ১৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮১। রাধিকার বাষ্পদ্বারা আকুলিত (নেত্রের) অরুণ-বর্ণ অঞ্চল চঞ্চল হইল ; রসোল্লাস ও কন্দর্পভাবহেতু অধর কম্পিত হইল ; ভ্রূযুগল কুটিল হইল ; মুখপদ্মে ঈষৎ হাসি উপস্থিত হইল এবং কিলকিঞ্চিত-ভাবজনিত সুখ ব্যক্ত হইতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার মুখদর্শনে তাঁহার সহিত সঙ্গম অপেক্ষা কোটিগুণ যে সুখ লাভ করিলেন, তাহা বাক্যে বর্ণন করা যায় না।

১৮৭। প্রিয়সঙ্গ হইতে উৎপন্ন, প্রিয়সঙ্গম-স্থানে গমন ও অবস্থিতি ইত্যাদির এবং মুখনেত্রাদি অঙ্গের সেইসময় যে বৈশিষ্ট্য উদিত হয়, তাহাকে 'বিলাস' বলে।

১৮৯। শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিয়া রাধিকার গমন স্থির হইয়া কুটিল ভাব ধারণ করিল ; তাঁহার বদনারবিন্দ নীলবস্ত্রে স্বল্প-আচ্ছাদিত হইলেও নয়নতারাদ্বয় বিস্ফারিত, চঞ্চল ও বক্র হইল এবং বিলাসাখ্য অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া তিনি কৃষ্ণসুখ উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

'অভিলাষঃ' 'গর্ব্বঃ' 'অসূয়া' বা), কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী (কিলকিঞ্চিতরূপো যঃ স্তবকঃ গাম্ভীর্য্যময়ত্বাদস্ফুটঃ ভাববিশেষঃ নানাভাবপুষ্পগুচ্ছঃ তদ্বতী) দৃষ্টিঃ বঃ (যুষ্মাকং) শ্রিয়ং ক্রিয়াৎ।

১৮১। অসৌ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রাধায়াঃ বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং (বাষ্পৈঃ অশ্রুজলৈঃ ব্যাকুলিতে অরুণম্ অঞ্চলং যয়োঃ এবম্ভূতে চঞ্চলে নেত্রে যস্মিন্ তৎ) রসোল্লাসিতং, হেলোল্লাসচলাধরং (ভাববিশেষাতিশয়েন কম্পমানৌষ্ঠং) কুটিলিতভ্রূযুগ্মম্, উদ্যৎস্মিতম্ (প্রকটন্মন্দহাস্যং) কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতং (তদ্ভাবযুক্তম্) আননং (মুখং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) সঙ্গমাৎ কোটিগুণিতং তম্ আনন্দং অবাপ (প্রাপ্তবান্)—যঃ আনন্দঃ গীর্গোচরঃ (বাক্যবিষয়ঃ) ন (নৈব ভবতি, কদাপীত্যর্থঃ)।

১৮৭। গতিস্থানাসনাদীনাং (কান্তায়াঃ গমনাবস্থানোপবেশনাদিকানাং) মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং চ (আঙ্গিকক্রিয়াণাং) প্রিয়সঙ্গজং (কান্তসম্মিলনজাতং) তাৎকালিকং (কান্তমিলন-কালিকং) বৈশিষ্ট্যং (বৈচিত্র্যং) তু 'বিলাসঃ' [ইত্যভিধীয়তে]।

১৮৯। অস্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) গতিঃ পুরঃ (অগ্রতঃ) কৃষ্ণালোকাৎ (কৃষ্ণদর্শনেন) স্থগিতকুটিলা (স্থগিতা স্তব্ধা কুটিলা মন্দা চ) অভূৎ ; শ্রীমুখমপি তিরশ্চীনং (বক্রীভূতং) কৃষ্ণাম্বর-দরবৃতং (শ্যামবাসেন ঈষৎ আবৃতঞ্চ) অভূৎ ; চলত্তারং (চলন্তী তারা যত্র তৎ) স্ফারং (বিস্তৃতং) নয়নযুগং (নেত্রদ্বয়ম্) আভুগ্নং (বক্রং) অভূৎ—ইতি সা রাধা প্রিয়মুদে (কৃষ্ণানন্দবর্দ্ধনায়) বিলাসাখ্য-স্বালঙ্করণ-বলিতা (বিলাসাভিধেয়েন স্বেন নিজেন অলঙ্করণেন ভূষণেন বলিতা সমন্বিতা) আসীৎ।

১৯০। তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে—ত্রিভঙ্গে ; তিন অঙ্গ—গ্রীবা, কটি ও চরণ (বা জানু)।

১৯১। হয় উদ্গার—ফুটিয়া বাহির হয়।

উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাবকথনে (৭৫)—

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাস-মনোহরা ।

সুকুমারা ভবেদ্যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্ ॥ ১৯২ ॥

ললিতভূষিত রাধা দেখে যদি কৃষ্ণ ।

দুঁহে দুঁহা মিলিবারে হয়েন সতৃষ্ণ ॥ ১৯৩ ॥

গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১৪)—

হ্রিয়া তির্য্যগ্-গ্রীবা-চরণ-কোটি-ভঙ্গী-সুমধুরা

চলচ্চিল্লী-বল্লী-দলিত-রতিনাথোর্জ্জিত-ধনুঃ ।

প্রিয়-প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতালালিত-তনুঃ

প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীদুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা ॥ ১৯৪ ॥

লোভে আসি' কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ ।

অন্তরে উল্লাস, রাধা করে নিবারণ ॥ ১৯৫ ॥

বাহিরে বামতা-ক্রোধ, ভিতরে সুখ মনে ।

'কুট্টমিত'-নাম এই ভাব-বিভূষণে ॥ ১৯৬ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাবপ্রকরণে (৪৯)—

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ ।

বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥ ১৯৭ ॥

কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, করে পাণি-রোধ ।

অন্তরে আনন্দ রাধা, বাহিরে বাম্য-ক্রোধ ॥ ১৯৮ ॥

ব্যথা পাঞা করে, যেন শুষ্ক রোদন ।

ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণে করেন ভর্ৎসন ॥ ১৯৯ ॥

গোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোক—

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং ভর্ৎসনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ ।

মাধবস্য কুরুতে করভোরুর্হারিশুষ্করুদিতঞ্চ মুখেহপি ॥২০০॥

এইমত আর সব ভাব-বিভূষণ ।

যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন ॥ ২০১ ॥

সহস্রমুখেও শেষরূপী বিষ্ণুর কৃষ্ণলীলা-বর্ণনে অসামর্থ্য ঃ—

অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন ।

আপনে বর্ণেন যদি 'সহস্রবদন' ॥" ২০২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯২। যে-স্থলে অঙ্গের বিন্যাস-ভঙ্গি ও ভ্রূ-বিলাস মনোহর ও সুকুমার হয়, সেই স্থলে 'ললিতালঙ্কার' উক্ত হয়।

১৯৪। কৃষ্ণের প্রীতি বর্দ্ধন করিতে যখন রাধিকা ললিতালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছিলেন, তখন লজ্জায় তাঁহার গ্রীবার বক্রভাব, চরণ ও কটির সুমধুর ভঙ্গি, ভ্রূলতার চাঞ্চল্যে কামদেবের তেজস্বী ধনুরও পরাজয় এবং প্রিয়তমের প্রতি প্রেমোল্লাসে উল্লসিত ললিতভাবপুষ্ট শ্রীঅঙ্গ লক্ষিত হইতে থাকে।

১৯৭। কঞ্চুলী ও মুখবস্ত্র-ধারণসময়ে হৃদয় প্রফুল্ল হইলেও সম্ভ্রমক্রমে বাহিরে ক্রোধ-ব্যথিতের ন্যায় লক্ষণকে 'কুট্টমিত' বলে।

অনুভাষ্য

১৯২। যত্র অঙ্গানাং সুকুমারা (অতিকোমলা) বিন্যাসভঙ্গিঃ (রচনা-চাতুরী) ভ্রূবিলাস-মনোহরা ভবেৎ, তৎ 'ললিতম্' ইতি উদাহৃতম্।

১৯৪। সা (রাধা) হ্রিয়া (লজ্জয়া) তির্য্যগ্ গ্রীবা-চরণ-কটি-ভঙ্গীসুমধুরা (তির্য্যগ্ভাবেন সুষ্ঠু-বিন্যস্ত-কন্ধর-জানু-কটীত্যঙ্গ-ত্রয়েণ ভঙ্গ্যা সুমধুরা কৃষ্ণমনোহরা), চলচ্চিল্লীবল্লী-দলিত-রতিনাথোর্জ্জিত-ধনুঃ (চলন্তী কম্পনবতী চিল্লীভ্রূঃ চিল্লী-পক্ষিণীব ভ্রূঃ ক্লিন্নাক্ষী বা, সা এব বল্লী লতা, তয়া দলিতঃ বিজিতঃ রতিনাথস্য কামদেবস্য ঊর্জ্জিতং ধনুং যয়া সা) প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতালালিত-তনুঃ (প্রিয়স্য কান্তস্য কৃষ্ণস্য প্রেম্ণা যঃ উল্লাসঃ তেনোল্লসিতং যৎ ললিতং ক্রীড়ানৃত্যং তেন আলালিত-তনুঃ আ-লালিতা সংসেবিতা তনুঃ যস্যাঃ সা) প্রিয়প্রীত্যৈ (কান্তস্য প্রেমবর্দ্ধনায়) উদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা (উদিতং প্রকাশিতং ললিতভাববিশেষং, তদেব অলঙ্কারেণ যুতা ললিতালঙ্কার-সমন্বিতা) আসীৎ।

১৯৫। কঞ্চুক—কাঁচুলি, কবচ, অঙ্গরাখা, বস্ত্র।

১৯৭। স্তনাধরাদি-গ্রহণে (বক্ষোগণ্ডস্থলৌষ্ঠ-স্পর্শনে) হৃৎ-প্রীতৌ (মনসি লব্ধে আনন্দে সতি) অপি সম্ভ্রমাৎ (লোক-গৌরবাৎ) বহিঃ (সখিদৃষ্টিপথে) ব্যথিতবৎ (আর্ত্তজনোচিতঃ) ক্রোধঃ (অর্থাৎ অন্তঃ-সন্তোষো বহিঃ-ক্রোধঃ) [ভবেৎ] —ইতি বুধৈঃ (অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ্ভিঃ) 'কুট্টমিতং' প্রোক্তং (কথিতম্)।

২০০। করভোরুঃ (করিশাবকশুণ্ডবৎ ঊর্জ্জিতোরুদেশা রাধিকা) মাধবস্য অবিরোধিতবাঞ্ছং (ন বিরোধিতা বাঞ্ছা যস্মিন্ তৎ) পাণিরোধং (করস্পর্শনিবারণং), মধুরস্মিত-গর্ভাঃ (মধুরঃ মৃদু স্মিতং মন্দহাস্যং গর্ভে যেষাং তথাভূতাঃ) ভর্ৎসনাঃ, অপি চ মুখে হারি-শুষ্করুদিতং (কৃষ্ণমনোহারি কপটরোদনং) কুরুতে।

২০১। হরে—হরণ অর্থাৎ আকর্ষণ করে।

২০২। মধ্য, ২১শ পঃ ১০ ও ১২ সংখ্যা, ভাঃ ২।৭।৪১ ও ১০।১৪।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০০। কৃষ্ণের হস্তদ্বারা অবরোধ-কার্য্যে অনিচ্ছাভাব-সত্ত্বেও করভোরু রাধিকা তদ্বিরুদ্ধে মধুরস্মিতগর্ভা ভর্ৎসনা ও মনোহর শুষ্করোদন (রোদনভাণ) করিলেন।

শ্রীরাধা-সেবক শ্রীস্বরূপ ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-সেবক শ্রীবাসের সংলাপ ; শ্রীবাসের স্বীয় ঈশ্বরীর ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব ঃ—

শ্রীবাস হাসিয়া কহে,—"শুন, দামোদর ।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পত্তি বিস্তর ॥ ২০৩ ॥
বৃন্দাবনের সম্পদ্ দেখ,—পুষ্প-কিসলয় ।
গিরিধাতু-শিখিপিঞ্ছ-গুঞ্জাফল-ময় ॥ ২০৪ ॥

কৃষ্ণের ব্রজগমন-হেতু লক্ষ্মীর ক্রোধাভিমান ঃ—

বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ ।
শুনি' লক্ষ্মীদেবীর মনে হৈল আসোয়াথ ॥ ২০৫ ॥
এত সম্পত্তি ছাড়ি' কেনে গেলা বৃন্দাবন ।
তাঁরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন ॥ ২০৬ ॥
'তোমার ঠাকুর, দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি' ।
পত্র-ফল-ফুল-লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী ॥ ২০৭ ॥
এই কর্ম্ম করে কাঁহা বিদগ্ধ-শিরোমণি ?
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভুরে দেহ' আনি' ॥' ২০৮ ॥

লক্ষ্মীর দাসীগণকর্ত্তৃক ঈশ্বরের দোষভাগী সেবকগণের বন্ধন ও শাস্তিপ্রদান ঃ—

এত বলি' লক্ষ্মীর সব দাসীগণে ।
কটি-বস্ত্রে বান্ধি' আনে প্রভুর নিজগণে ॥ ২০৯ ॥
লক্ষ্মীর চরণে আনি' করায় প্রণতি ।
ধন-দণ্ড লয়, আর করায় মিনতি ॥ ২১০ ॥
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন ।
চোরপ্রায় করে জগন্নাথের সেবকগণ ॥ ২১১ ॥

স্বীয় প্রভু জগন্নাথকে প্রত্যর্পণার্থ সেবকগণের প্রতিজ্ঞা ঃ—

সব ভৃত্যগণ কহে,—যোড় করি' হাত ।
'কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ ॥' ২১২ ॥

তচ্ছ্রবণে লক্ষ্মীর ক্রোধ-শান্তি ঃ—

তবে শান্ত হঞা লক্ষ্মী যায় নিজ ঘর ।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্—বাক্য-অগোচর ॥ ২১৩ ॥

লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য বর্ণিয়া শ্রীবাসের স্বরূপকে পরিহাস ঃ—

দুগ্ধ আউটি' দধি মথে তোমার গোপীগণে ।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে ॥" ২১৪ ॥

শ্রীবাস-বচন-শ্রবণে প্রভুর রাগমার্গীয় ভক্তগণের হাস্য ঃ—

নারদ-প্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস ।
শুনি' হাসে মহাপ্রভুর যত নিজ-দাস ॥ ২১৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীবাস ও শ্রীস্বরূপের ভজন-বৈশিষ্ট্য বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"শ্রীবাস, তোমাতে নারদ-স্বভাব ।
ঐশ্বর্য্যভাবে তোমাতে ঈশ্বর-প্রভাব ॥ ২১৬ ॥
ইঁহো দামোদর-স্বরূপ—শুদ্ধব্রজবাসী ।
ঐশ্বর্য্য না জানে ইঁহো শুদ্ধপ্রেমে ভাসি' ॥" ২১৭ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক ব্রজের মাধুর্য্য-গরিমা-বর্ণন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"শ্রীবাস, শুন সাবধানে ।
বৃন্দাবন-সম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে ? ২১৮ ॥

মহাবৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য বৃন্দাবনৈশ্বর্য্যের এক কণমাত্র ঃ—

বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পৎসিন্ধু ।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পৎ—তার এক বিন্দু ॥ ২১৯ ॥

কৃষ্ণের বৃন্দাবন-ধাম-বর্ণন ঃ—

পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ ।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী, তাঁহা বৃন্দাবন-ধাম ॥ ২২০ ॥
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন ।
চিন্তামণিগণ—দাসী-চরণ-ভূষণ ॥ ২২১ ॥
কল্পবৃক্ষ-লতার—যাঁহা সাহজিক-বন ।
পুষ্প-ফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন ॥ ২২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৫। আসোয়াথ—অসূয়াযুক্ত, স্বল্প-ঈর্যাযুক্ত।

২০৭-২০৮। লক্ষ্মীর দাসীগণ বলিতেছেন,—ওহে জগদ্বন্ধু-সেবকসকল, দেখ, এত সম্পত্তি ছাড়িয়া ফল-পত্র-ফুল-লোভে তোমাদের ঠাকুর পুষ্পবাড়ীতে গেলেন। (এক্ষণে) লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে সেই নিজপ্রভুকে আনিয়া দাও।

২১১। দণ্ড অর্থাৎ লাঠির দ্বারা গুণ্ডিচা-দ্বারস্থিত রথের উপর তাড়ন করেন।

অনুভাষ্য

২০৩। শ্রীবাস আপনাকে দাস্যরসের ঐশ্বর্য্যে অবস্থিত বলিয়া অভিমান করিয়া শ্রীদামোদরস্বরূপকে ঐশ্বর্য্যহীন 'ব্রজবাসী' জানিয়া প্রেমকলহ করিতেছেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২০-২২২। কৃষ্ণ যে-স্থলে ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্র-পুষ্পাদির মাধুর্য্যে আপনাকে ধনী মনে করেন, তাহারই নাম

অনুভাষ্য

২০৫। আসোয়াথ—অস্বস্তি, অস্বাস্থ্য, চাঞ্চল্য।

২০৭। তোমার ঠাকুর—জগন্নাথ-সেবকগণকে লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মীদাসীগণের উক্তি।

২০৮। নিজ প্রভুরে—জগন্নাথকে।

২০৯। প্রভুর—জগন্নাথের।

২১৪। আউটি—আবর্ত্তন করিয়া।

২১৫। নিজ-দাস—শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবৈকনিষ্ঠ রাগাত্মিক ভক্তিরত গদাধরাদি প্রভুর শক্তিবর্গ।

অনন্ত কামধেনু তাঁহা ফিরে বনে বনে ।
দুগ্ধমাত্র দেন, কেহ না মাগে অন্য ধনে ॥ ২২৩ ॥
সহজ লোকের কথা—যাঁহা দিব্য-গীত ।
সহজ গমন করে,—যৈছে নৃত্য-প্রতীত ॥ ২২৪ ॥
সর্ব্বত্র জল—যাঁহা অমৃত-সমান ।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদ্য—যাঁহা মূর্ত্তিমান্ ॥ ২২৫ ॥
লক্ষ্মী জিনি' গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ ।
কৃষ্ণ-বংশী করে যাঁহা প্রিয়সখী-কায ॥ ২২৬ ॥

বৃন্দাবনস্থিত বস্তুর স্বরূপ ও বিচিত্র স্বভাব-বর্ণন ঃ—

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৫৬)—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্ ।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥ ২২৭ ॥

বৃন্দাবনৈশ্বর্য্য-বর্ণন ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।১৭৩)-ধৃত বিল্বমঙ্গল-বচন ঃ—
চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্ ।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ ॥" ২২৮ ॥

শ্রীবাসের পরমানন্দ ঃ—

শুনি' প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস ।
কক্ষতালি বাজায়, করে অট্ট-অট্ট হাস ॥ ২২৯ ॥

শ্রীরাধার রস-শ্রবণে প্রভুরও আনন্দ ঃ—

রাধার শুদ্ধরস প্রভু আবেশে শুনিল ।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল ॥ ২৩০ ॥

প্রভুর নৃত্য ও স্বরূপের গীত ঃ—

রসাবেশে প্রভুর নৃত্য, স্বরূপের গান ।
'বল', 'বল' বলি' প্রভু পাতে নিজ-কাণ ॥ ২৩১ ॥

প্রভুর প্রেমবন্যায় পুরী-ধাম প্লাবিত ঃ—

ব্রজরস-গীত শুনি' প্রেম উথলিল ।
পুরুষোত্তম-গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল ॥ ২৩২ ॥

দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রভুর নৃত্য ঃ—

লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেলা নিজ-ঘর ।
প্রভু নৃত্য করে, হৈল দ্বিতীয় প্রহর ॥ ২৩৩ ॥

চারি সম্প্রদায়েরই কীর্ত্তন-শ্রান্তি ঃ—

চারি-সম্প্রদায় গান করি' বহু শ্রান্ত হৈল ।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল ॥ ২৩৪ ॥

শ্রীরাধাপ্রেমাবেশে প্রভু ঃ—

রাধা-প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি ।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি' করিলেন স্তুতি ॥ ২৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'বৃন্দাবন-ধাম'। সেই বৃন্দাবন-ধামে চিন্তামণিময় ভূমি অর্থাৎ চিন্ময় ভূমি, চিন্ময়-রত্নের ভবন, চিন্ময় (অলঙ্কার)-চরণা পরিচারিকা-গণ, চিন্ময়-কল্পবৃক্ষলতাকীর্ণ সহজসিদ্ধ-বন নিত্য বিরাজিত—যেখানে ফলপুষ্প বিনা কাহারও অন্য কোন ধন-যাচ্ঞা নাই।

২২৬। ঐশ্বর্য্যবতী লক্ষ্মীকে পরাজয়পূর্ব্বক অনন্তকোটি মাধুর্য্যবতী লক্ষ্মী যথায় বিরাজমানা।

২২৭। সেই বৃন্দাবনে কান্তা—ব্রজলক্ষ্মী গোপীগণ ; কান্ত—পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষগণ—সকলেই কল্পতরু, সমস্ত ভূমিই চিন্ময়, জল—অমৃত, কথা—সঙ্গীত, গমন—নাট্য এবং কৃষ্ণ-বংশী—প্রিয়সখী এবং সর্ব্বত্র চিদানন্দজ্যোতিঃ অনুভূত। অতএব শ্রীবৃন্দাবনই পরম আস্বাদ্য।

অনুভাষ্য

২২০-২২৬। আদি, ৫ম পঃ ২০-২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২৭। তত্র (অপ্রাকৃতভূমৌ) পরমপুরষঃ [এব]—কান্তঃ (একঃ দ্বিতীয়-ভোক্তৃ-রহিতঃ), শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যঃ গোপ্যঃ এব)—কান্তাঃ, (সর্ব্বাঃ কৃষ্ণাশ্রিতাঃ) দ্রুমাঃ (কদম্বাদ্যা বৃক্ষাঃ)—কল্পতরবঃ (কৃষ্ণপ্রেমফলদাতারঃ এব), ভূমিঃ চিন্তামণিগণময়ী (বিবিধ-চিন্ময়বাঞ্ছাপূরক-রত্নপূর্ণা এব), তোয়ম্—অমৃতং, কথা—গানং, গমনমপি নাট্যং [এব], বংশী—প্রিয়সখী [এব], পরং জ্যোতিঃ (চন্দ্রসূর্য্যাদিঃ) অপি চিদানন্দং (তন্ময়ং), তৎ অপি আস্বাদ্যং (তেষাং সর্ব্বমেব জড়ভাবরহিতং অপ্রাকৃতং কৃষ্ণৈক-ভোগ্যমিত্যর্থঃ)।

মধ্য, ৮ম পঃ ১৩৭ সংখ্যায় বৃন্দাবন-শব্দের অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২২৮। বৃন্দাবনে অঙ্গনানাং (গোপীনাং) চরণভূষণং চিন্তামণিঃ [এব], শৃঙ্গারপুষ্পতরবঃ (শৃঙ্গারার্থং বেশবিন্যাসায় কুসুমবিট-পিনঃ) সুরাণাং তরবঃ (কল্পদ্রুমাঃ এব), কামধেনুবৃন্দানি [এব] ব্রজধনং (গোকুলবাসিনাং ধনং) ; অহো [বৃন্দাবনস্য] বিভূতিঃ (অতুলনীয়-মহৈশ্বর্য্যমপি) সুখসিন্ধুঃ (আনন্দামৃতসমুদ্রঃ এব)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৮। শ্রীবৃন্দাবন-ব্রজাঙ্গনাদিগের চরণভূষণই চিন্তামণি, লীলানুকূল সকল-পুষ্পতরুই কল্পবৃক্ষ (সুরতরু) এবং কামধেনুই ব্রজের পরম-ধন। এই সকলের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন-বিভূতি পরমানন্দ-স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

২৩৫-২৩৮। প্রভু রাধাপ্রেমাবেশে রাধিকা-মূর্ত্তি প্রকাশ

রসবিরোধ-ভয়ে দূর হইতে নিতাইর প্রভুকে স্তব ঃ—

নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকটে না আইসে, রহে কিছু দূরদেশ ॥ ২৩৬ ॥

নিতাই না আসায় প্রভুর আবেশ ও কীর্ত্তন আর থামে না ঃ—

নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন।
প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্ত্তন ॥ ২৩৭ ॥

স্বরূপের কৌশলে প্রভুর বহির্দ্দশা ঃ—

ভঙ্গি করি' স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল ॥ ২৩৮ ॥

উপবনে গিয়া সকলের বিশ্রামান্তে মধ্যাহ্নস্নান ঃ—

সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে।
বিশ্রাম করিয়া কৈলা মধ্যাহ্ন-স্নানে ॥ ২৩৯ ॥

লক্ষ্মী ও জগন্নাথের প্রচুর প্রসাদ-সংগ্রহ ঃ—

জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার ॥ ২৪০ ॥

ভক্তগণসহ প্রসাদ-সেবন ; সন্ধ্যা-স্নানান্তে জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

সবা লঞা নানা-রঙ্গে করিলা ভোজন।
সন্ধ্যা স্নান করি' কৈল জগন্নাথ-দরশন ॥ ২৪১ ॥

৮ দিন জগন্নাথ-দর্শনমুখে নৃত্য-কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণসহ
নরেন্দ্রে জলকেলি ও উদ্যান-ভোজন ঃ—

জগন্নাথ দেখি' করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ ॥ ২৪২ ॥
উদ্যানে আসিয়া কৈল বন-ভোজন।
এইমত ক্রীড়া কৈল প্রভু অষ্টদিন ॥ ২৪৩ ॥

জগন্নাথের পুরীতে পুনর্যাত্রা ঃ—

আর দিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয়।
রথে চড়ি' জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥ ২৪৪ ॥

পূর্ব্ববৎ নৃত্য-গীত ঃ—

পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥ ২৪৫ ॥

পাহাণ্ডিকালে পট্টডোরী আংশিক ছিন্ন ঃ—

জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডু-বিজয় হইল।
এক গুটি পট্টডোরী তাঁহা টুটি' গেল ॥ ২৪৬ ॥
পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি-ফুটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায় ॥ ২৪৭ ॥

প্রতিবর্ষে জগন্নাথের জন্য সপুত্র সত্যরাজকে
পট্টডোরী আনিতে আদেশ ঃ—

কুলীনগ্রামী রামানন্দ, সত্যরাজ খাঁন।
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান ॥ ২৪৮ ॥
"এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতিবৎসর আনিবে 'ডোরী' করিয়া নির্ম্মাণ ॥" ২৪৯ ॥

দৃঢ়ভাবে নির্ম্মাণ জন্য ছিন্ন পট্টডোরীর নিদর্শন-প্রদান ঃ—

এত বলি' দিল তাঁরে ছিণ্ডা পট্টডোরী।
'ইহা দেখি' করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি' ॥ ২৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করিলেন দেখিয়া অধিকার-বিরোধ-প্রযুক্ত প্রভু নিত্যানন্দ দূরে রহিলেন ; স্বরূপ-গোস্বামী ভঙ্গিক্রমে প্রভুর ভাবাবেশ ভঙ্গ করাইলেন।

২৪০-২৪১। কোন কোন বিটল (ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ড) ব্যক্তি লক্ষ্মীদেবীর প্রসাদ পাইতে বিতর্ক করেন। এস্থলে দেখুন,—শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং ভক্তগণ লইয়া সেই প্রসাদ পাইয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই, লক্ষ্ম্যাদি সমস্ত শক্তিই শ্রীভগবানের পরিচারিকা। যখন যে-ভক্তগণ তাঁহাদিগকে সুখাদ্যদ্রব্য অর্পণ করেন, শক্তিগণ স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে তাহা নিবেদন করিয়া সেবন করেন। এতন্নিবন্ধন ভগবদ্দাসদাসীর প্রসাদান্ন 'ভগবৎপ্রসাদান্ন' বলিয়াই সর্ব্বদা সেবনীয়। এস্থলে আরও একটু বিচার্য্য বিষয় রহিল ;—মায়াবাদী নাস্তিকদিগের নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য ভগবৎ-শক্তিগণ গ্রহণ করেন কি না, ইহা ঘোর সন্দেহের বিষয়। সুতরাং ভগবদ্দাসদাসীর প্রতি শুদ্ধবৈষ্ণবার্পিত নিবেদিতান্ন সেবন করাই বৈষ্ণবদিগের যোগ্য।

২৪৪। ভিতর-বিজয়—গুণ্ডিচা-মন্দিরে রত্নবেদী হইতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা—এই তিন মূর্ত্তি জগমোহনে থাকিলে তাঁহাদিগকে একসময়ে রথে তোলা হয়। রত্নবেদী হইতে নামিয়া তাঁহারা জগমোহনে যে-কাল পর্য্যন্ত থাকেন, তাহারই নাম—'ভিতর-বিজয়'।

২৪৯। যে-সকল পট্টডোরীদ্বারা শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের পাণ্ডুবিজয় হয়, সেই সকল ডোরী বহুদেশ হইতে আসিত ও আসিয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত কুলীনগ্রামের নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামে পট্টবস্ত্র-নির্ম্মাণের স্থান থাকায় পট্টডোরী আনিতে রামানন্দ বসু ও সত্যরাজ খাঁনকে প্রভু যজমানরূপে নিযুক্ত করিলেন।

অনুভাষ্য

২৩৭। রহে—থামে বা বিরাম লাভ করে।

২৪৫। ভিতর-বিজয়—পুনর্যাত্রায় শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রত্যাগমনজন্য যাত্রা। গুণ্ডিচা-মন্দির হইতে বহির্বিজয় করিয়া পুনরায় মন্দিরাভিমুখে গমন।

২৫০। ছিণ্ডা (উৎকল-ভাষা)—ছিন্ন।

জগন্নাথের পট্টডোরী—অনন্তরূপী ভগবান্ বিষ্ণুরই অর্চ্চা ঃ—

এই পট্টডোরীতে হয় 'শেষ'-অধিষ্ঠান ।

দশ-মূর্ত্তি হঞা যেঁহো সেবে ভগবান্ ॥" ২৫১ ॥

শ্রীজগন্নাথের জন্য পট্টডোরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক আনয়নের সেবা-লাভে উভয়ের আনন্দ ঃ—

ভাগ্যবান্ সেই সত্যরাজ, রামানন্দ ।

সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম-আনন্দ ॥ ২৫২ ॥

তদবধি প্রতিবর্ষে গুণ্ডিচায় তাঁহাদের পরমানন্দে পট্টডোরী-আনয়ন ঃ—

প্রতি বৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ-সঙ্গে ।

পট্টডোরী লঞা আইসে অতি বড় রঙ্গে ॥ ২৫৩ ॥

জগন্নাথের রত্নবেদীতে আরোহণ, প্রভুর সগণে গৃহগমন ঃ—

তবে জগন্নাথ যাই' বসিলা সিংহাসনে ।

মহাপ্রভু ঘরে আইলা লঞা ভক্তগণে ॥ ২৫৪ ॥

ভক্তগণকে হেরাপঞ্চমী-প্রদর্শন ও ব্রজলীলা ঃ—

এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল ।

ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন-কেলি কৈল ॥ ২৫৫ ॥

চৈতন্য-গোসাঞির লীলা—অনন্ত, অপার ।

'সহস্র-বদন' যার নাহি পায় পার ॥ ২৫৬ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।

চৈতন্যচরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে 'হেরাপঞ্চমী'-যাত্রা-দর্শনং নাম চতুর্দ্দশ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫১। 'শেষ'-অধিষ্ঠান—অনন্তদেবের অধিষ্ঠান ; দশমূর্ত্তি, —আদি, ৫ম পঃ ১২৩-১২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২৫৬। আদি, ১০ম পঃ ১৬২-১৬৩ এবং ১৭শ পঃ ২৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—রথযাত্রা পরিসমাপ্তি হইলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে পুষ্প-তুলসী দিয়া পূজা করিলেন, মহাপ্রভুও পূজাপাত্রের শেষ পুষ্প-তুলসী দিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে 'যোঽসি সোঽসি'-মন্ত্রে পূজা করিলেন। তাহার পর অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। নন্দোৎসব-দিবসে প্রভু সগণে গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক আনন্দোৎসব করিলেন। বিজয়া-দশমী-দিবসে লঙ্কাবিজয়োৎসবে নিজ ভক্তগণকে বানরসৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমানের আবেশে অনেক আনন্দপ্রকাশ করিলেন। তদনন্তর অন্যান্য যাত্রা দেখিয়া সমাগত ভক্তদিগকে গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভু রামদাস, দাস-গদাধর প্রভৃতি কয়েকটি বৈষ্ণবের সহিত নিত্যানন্দপ্রভুকেও গৌড়দেশে পাঠাইলেন। পরে অনেক দৈন্যোক্তির সহিত (শ্রীবাস-হস্তে) স্বীয় জননীর জন্য প্রসাদ-বস্ত্রাদি পাঠাইলেন। রাঘবপণ্ডিত, বাসুদেব দত্ত, কুলীন-গ্রামবাসী ভক্তগণ প্রভৃতি সকল বৈষ্ণবেরই অনেক গুণ-ব্যাখ্যানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। রামানন্দ ও সত্যরাজের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণব-সেবায় অনুমতি দিলেন। খণ্ডবাসি-বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য (এবং সেবা-নির্দ্দেশ), সার্ব্বভৌম ও বিদ্যা-বাচস্পতিকে (দারু ও জলব্রহ্ম-সেবায় আদেশ) এবং মুরারি-গুপ্তের শ্রীরামচরণ-নিষ্ঠা ব্যাখ্যা করিয়া বাসুদেবের সম্পূর্ণ-বৈষ্ণবোচিত প্রার্থনা-অনুসারে কৃষ্ণের (অনায়াসে) জগৎ-মোচন-সামর্থ্য বিচার করিলেন। তদনন্তর সার্ব্বভৌমের ভিক্ষাগ্রহণ-সময়ে অমোঘের কিছু দুর্ব্বুদ্ধি হইলে, পরদিন প্রাতে সে বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইল। প্রভু তাহাকে কৃপা করিয়া রোগমুক্ত করত কৃষ্ণ-নামে রুচি প্রদান করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

স্ব-নিন্দক অমোঘকে আত্মসাৎকারী গৌরসুন্দর ঃ—

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকম্ ।

অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। সার্ব্বভৌমের গৃহে ভোজন করিয়া স্বীয় নিন্দক

অনুভাষ্য

১। গৌরঃ সার্ব্বভৌমগৃহে (ভট্টাচার্য্যভবনে) ভুঞ্জন্